জানা বিশেষ প্রয়োজন

(একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন)

সংকলক

মোঃ দেলাওয়ার হোসেন

জানা বিশেষ প্রয়োজন

(একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন)

সংকলক

মোঃ দেলাওয়ার হোসেন

প্রফেসর, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসালামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম

কুমিরা,সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম ।

ও

প্রাক্তন প্রফেসর, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও

ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,

রাজশাহী ।

জানা বিশেষ প্রয়োজন

(একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন)

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

প্রকাশক

মো: দেলাওয়ার হোসেন

প্রফেসর, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসালামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম

কুমিরা,সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম ।

মোবাইল নং -০১৮১৭২০৮১৪৩

সংকলক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ।

প্রকাশকাল মুদ্রণ:

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট-২০১১,রমযান-১৪৩২, শ্রাবণ-১৪১৭; মুন কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রিন্টার্স,রাজশাহী

দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি-২০১২,সফর-১৪৩৩, পৌষ-১৪১৮; ঐ

তৃতীয় প্রকাশ: জুলাই-২০১২, রমযান- ১৪৩৩,আষাঢ়-১৪১৯; ঐ

চতুর্থ প্রকাশ: জুলাই-২০১৩, রমযান-১৪৩৪, আষাঢ়-১৪২০; ঐ

পঞ্চম প্রকাশ: জানুয়ারী-২০১৪, সফর-১৯৩৫, পৌষ- ১৯২০;

সংকলকের অনুরোধ

১ । বইটি নিজে পড়ুন এবং আত্নীয়-স্বজনকে পড়তে দিন ।

২ । বইটির তথ্যসমূহ অন্যের কাছে প্রচার ও আলোচনা করুন ।

৩ । কুরআন ও হাদীসের কথাগুলো অনুসরণ করুন ।

৪ । বইটি যত্ন সহকারে ব্যবহার করুন ।

বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য

উৎসর্গ

মাতা-পিতার রুহের মাগফেরাত কামনায়
যাদের পায়ের নিচে আমার জান্নাত ।

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমার
মাতা-পিতা উভয়ের প্রতি রহম করুন
যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে অতি
মমতার সাথে প্রতিপালন করেছেন ।”

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী, অপরাধ মার্জনাকারী, অসীম ক্ষমতার অধিকারী, চিরস্থায়ী, চিরজীবি, অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি রাত ও দিনের আবর্তনকারী। তিনি কঠোর শাস্তি দাতা, অপরপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, সুমহান দাতা ও মেহেরবান। জীবন ও মৃত্যুদানকারী এবং পুনরুত্থানকারী। আমি তাঁর সমস্ত গুণাবলীর ব্যাপক প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মদ (স:) আলাহর রসূল, বন্ধু ও দাস। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

বাংলা একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা। বিশ্বের প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষাভাষী। এর মধ্যে মুসলিমের সংখ্যা প্রায় বিশ কোটি। পবিত্র কুরআন শরীফে ৬৬৬৬টি আয়াত আছে। প্রতিটি আয়াতই গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু আয়াত বাংলা ভাষায় অনূদিত (অনেক ক্ষেত্রে শাব্দিক অনূবাদের পরিবর্তে ভাবার্থ অনূবাদ) সংকলন করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় অনূদিত বেশ কিছু হাদীসও সংকলন করা হয়েছে। কয়েকটি ফুটনোট দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে কিছু মুনাজাত উল্লেখ করা হয়েছে । তরযমা কখনও মূল ভাষার স্থান দখল করতে পারে না; বিশেষত: কুরআনের ভাষা ও ভাব অন্য ভাষায় রূপান্ত রিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই এ সংকলন (যা মূলত: অনুবাদ) ত্রুটিমুক্ত নয়। জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে হলে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলকে সম্যক ধারণা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ পার্থিব জীবনে যত প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দেয় একমাত্র কুরআনই তার সমাধান দিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইহকালীন কল্যাণের সাথে সাথে পরকালীন সাফল্যের পথ নির্দেশনাও কেবলমাত্র কুরআন থেকেই পাওয়া সম্ভব। তাই এ সব প্রশ্নের সমাধান এবং কুরআন ও হাদীস থেকে হেদায়াত ও কল্যাণ লাভের ব্যপারে যারা সাধনা

করেন, এই ছোট্ট বইটি তাদেরকে সকল বিষয় তথ্য না দিতে পারলেও বেশ কিছু বিষয় সহায়তা করবে বলে আশা করি। কোন ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ কি তা তিনি তৎক্ষণাৎ এই সংকলনের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটির তথ্য (সূরার নাম ও আয়াত নম্বর) জেনে নিয়ে কুরআনের তাফসীর থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে আরও পরিস্কার ধারণা নিতে পারবেন এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজের কর্মকে সাজাতে পারবেন।

যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করা সত্বেও ছাপার ভুলসহ অন্যান্য ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকের কাছে বিনীত আবেদন–বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে বা কোন অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে তা আমাকে জানালে তাঁর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ থাকবো। যেসব বই থেকে বাংলা ভাষায় অনুদিত আয়াত, হাদীস ও মুনাজাতসমূহ সংকলন করা হয়েছে তাদের একটি তালিকা বইটির শেষে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা- "তিনি যেন এর দ্বারা মুসলমানদিগকে উপকৃত ও মঙ্গল করেন। হে আল্লাহ! আমার এই কাজ কবুল করুন, ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং এই উসিলায় আমার মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও এই সংকলন কাজের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তির পরকালীন নাযাতের পথ সুগম করুন। আমীন!"

মোঃ দেলাওয়ার হোসেন

সূচীপত্র

১	তাওহীদ	৯
২	আলাহ আমাদের একমাত্র উপাস্য	১১
৩	আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা	১৩
৪	আলাহ মানুষের সাথে বিরাজমান	১৪
৫	রসূলকে অনুসরণ	১৬
৬	ইসলাম প্রচার (দাওয়াত)	১৯
৭	ঈমান	২২
৮	নামায	২৬
৯	কসর নামায	৩১
১০	তাহাজ্জুদ নামায	৩১
১১	নামাযের ওয়াক্তসমূহের ইংগিত	৩৩
১২	রোযা	৩৪
১৩	হজ্জ, উমরাহ ও কুরবানী	৩৭
১৪	যাকাত ও সাদকা	৪০
১৫	করযে হাসানা	৪৪
১৬	গোসল / অজু /তায়াম্মুম	৪৫
১৭	মৃত্যু ও জীবন	৪৭
১৮	কবর	৫০
১৯	কবর থেকে উত্তোলন ও আখেরাত	৫২
২০	আলাহর উপর ভরসা	৫৫
২১	আল্লাহকে ভয় করা	৫৮
২২	জ্ঞানের মর্যাদা	৬১
২৩	মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা	৬২
২৪	মাতা-পিতার জন্য দোয়া	৬৫
২৫	সন্তানসহ জান্নাত	৬৬
২৬	মুমিনের বৈশিষ্ট্য (পরহেযগার/মুত্তাকী)	৬৭
২৭	সত্যনিষ্ঠা	৭০
২৮	সৎকাজ	৭১
২৯	আল্লাহর পথে ব্যয় (দান-খয়রাত)	৭৪
৩০	দান করে খোটা দেয়া	৭৭
৩১	ধৈর্য (সবর)	৭৭
৩২	আল্লাহ কাদের ভালবাসেন	৮১
৩৩	ব্যবহার	৮২
৩৪	সালাম	৮৪
৩৫	ব্যবসা (লেনদেন/ওজনে কমবেশী করা)	৮৭
৩৬	আমানত	৮৯

৩৭	সম্পদ ও রিযক (তকদির)	৯১
৩৮	জবাবদিহিতা	৯৩
৩৯	কর্মফল	৯৪
৪০	মৎস্য ও গোশত খাওয়ার বিধান	৯৭
৪১	উত্তরাধিকার	৯৮
৪২	অছিয়ত	৯৯
৪৩	পর্দা (ছেলে-মেয়েদের)	১০০
৪৪	বিবাহ	১০৩
৪৫	স্বামী-স্ত্রী	১০৫
৪৬	নারী-পুরুষের মর্যাদা	১০৯
৪৭	ব্যর্থ স্বামী-স্ত্রী (বিবাহ বিচ্ছেদ)	১০৯
৪৮	ফয়সালা (বিচার)	১১২
৪৯	ইয়াতীম ও মিসকীন	১১৩
৫০	আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী	১১৬
৫১	শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য	১১৯
৫২	সুদ ও ঘুষ	১২০
৫৩	মদ ও জুয়া	১২৩
৫৪	ফিতনা	১২৪
৫৫	দম্ভ	১২৫
৫৬	মিথ্যা বলা	১২৭
৫৭	ওয়াদা	১২৯
৫৮	অপবাদ-নিন্দা-গীবত	১৩১
৫৯	কৃপণতা ও অপচয়	১৩৪
৬০	হালাল ও হারাম	১৩৫
৬১	যেনা/ব্যভিচার	১৩৯
৬২	ক্ষমা	১৪১
৬৩	তাওবা ও তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য	১৪৬
৬৪	তাওবার দোয়া	১৫১
৬৫	ক্ষমার অযোগ্য পাপ	১৫১
৬৬	দোয়া	১৫২
৬৭	মুমিনদের জন্নাত	১৫৮
৬৮	দোযখ	১৬১
৬৯	কুরআন ঐশীগ্রন্থ	১৬৩
৭০	আল্লাহর গযব	১৬৫
৭১	বিবিধ আয়াত	
	গ্রন্থপঞ্জী	

১. তাওহীদ[১]*

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" সূরা আল বাকারাহ: ১৬৩

"আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দাত্বিভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।" সূরা আল বাকারাহ: ২৫৫

"(হে নবী) ঘোষণা করে দিন তিনি (আল্লাহ) এক ও একক ইলাহ।"
সূরা আল আন'আম: ১৯

"নূহকে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই। সে বলে : হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা ! আল্লাহর ই'বাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ আযাবের আশংকা করছি।" সূরা আল আ'রাফ: ৫৯

"আর সামূদের কাছে পাঠাই তাদের ভাই সালেহকে। সে বলে: হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা ! তোমরা আল্লাহর ই'বাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।" সূরা আল আ'রাফ: ৭৩

"আর মাদ্ইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শো'অইবকে পাঠাই।সে বলে: হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ! আল্লাহর ই'বাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা এসে গেছে। কাজেই ওজন ও পরিমাপপুরোপুরি দাও, লোকদেও পাওনা জিনিস কম করে দিয়ো না এবং পৃথিবী পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে আর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এরই মধ্যে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, যদি তোমরা যথার্থ মুমিন হয়ে থাকো।"

---

[১] তাওহীদ মানে একত্ববাদ। আল্লাহতায়ালকে এক বলে জানা ও এক বলে স্বীকার করা। আল্লাহতায়ালা তাঁরঅস্তিত্ব ও গুনাবলীতে সম্পূর্ণ এক ও একক। তার সত্ত্বা সম্পূর্ণ অবিভাজ্য ও অখন্ডনীয়।

সূরা আল আ'রাফ: ৮৫

"আর তাদের কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠালাম। সে বললো : হে আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা ! আল্লাহর ই'বাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমারা নিছক মিথ্যা বানিয়ে রেখেছো।" সূরা হুদ: ৫০

"আমি নূহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বললো: হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ! আল্লাহর ই'বাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। তোমারা কি ভয় করো না।" সূরা আল মু'মিনূন: ২৩

"আমি নূহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বললো : হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ! আল্লাহর ই'বাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। তোমারা কি ভয় করো না।" সূরা আল মু'মিনূন: ২৩

"অতএব অতিশয় মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ! তিনিই প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতিশয় সম্মানিত আরশের মলিক তিনি।" সূরা আল মু'মিনূন: ১১৬

"তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্ঠি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা।"

সূরা আল মু'মিন: ৬৫

"আসমানেও তিনি এক ইলাহ এবং যমীনেও তিনি এক ইলাহ। তিনি মহা বিজ্ঞানময় ও মহাজ্ঞানী।" সূরা আয্ যুখরুফ: ৮৪

"হে মুহাম্মদ! ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। নিজের অপরাধের জন্য তার নিকট ক্ষমা চাও এবং মু'মিন নারী ও পূরুষদের জন্যও। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঠিকানা সম্পর্কেও অবহিত।" সূরা মুহাম্মদ: ১৯

"পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুতে এবং তোমাদের নিজেদের সত্ত্বায় রয়েছে এক লা-শরীক আল্লাহর অস্তিত্বের বিপুল নিদর্শণ দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য। তোমরা কি তা দেখতে পাওনা?" সূরা আয যারিয়াত: ২০-২১

"তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছড়ি়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই নিজের উকীল হিসেবে গ্রহণ করো।" সূরা আল মুয্যাম্মিল: ০৯

"বলো, তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" সূরা আল ইখলাস

(খ) আল হাদীস

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, কোনো ব্যক্তি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলূলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। নামাযে সে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করতো তখন সে সূরা এখলাস দিয়ে শেষ করতো। অভিযান শেষে ফিরে এসে লোকজন ঐ বিষয়টি রসূলূলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর কাছে বললে রসূলূলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, সে কেন এরুপ করে তা জিজ্ঞেস করো। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, ওই সূরাতে আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই তা পাঠ করতে আমি ভালবাসি। এ কথা শুনে রসূলূলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন তাকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্‌ও তাকে ভালবাসে। (বুখারী)

২. আল্লাহ আমাদের একমাত্র উপাস্য

(ক) আল কুরআন

"হে মানব জাতি! ইবাদৎ কর তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বের সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, এভাবেই তোমরা নিষ্কৃতি লাভের আশা করতে পারো। তিনি তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন, ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে আহার যুগিয়েছেন। কাজেই একথা জানার পর তোমরা কোন কিছুকেই আলাহর সমকক্ষ ও অংশীদার করোনা।" সূরা আল বাকারাহ: ২১-২২

"তোমরা আমার স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।" সূরা আল বাকারাহ: ১৫২

"আল্লাহ ঘোষণা করেন, তিনিই একমাত্র মা'বুদ। আর ফেরেস্তাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" সূরা আলে ইমরান: ১৮

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিৎ। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" সূরা আলে ইমরান: ১০২

"এবং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদৎ করবে, আর অন্য কোন কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না।" সূরা আন্ নিসা: ৩৬

"বলো, আমার সালাত, আমার ইবাদৎ, আমার জীবন ও মৃত্যু জগতসমূহের প্রতিপালক আলাহ্রই জন্য।" সূরা আল আন'আম: ১৬২

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে তারা তড়িৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগত রূপে। (জেনে রাখো!) সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক মুখতার একমাত্র তিনিই। সর্বজগতের অধিস্বামী সেই আল্লাহ মহাপবিত্র।" সূরা আল আ'রাফ: ৫৪

"হে মুহাম্মদ! বলো আমি তো একজন মানুষ তোমাদের মতো, আমার প্রতি অহী নাযিল করা হয় এই মর্মে যে, এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" সূরা আল কাহাফ: ১১০

"হে ঈমানদারগণ! মাথা নত করো, সিজদা করো এবং ইবাদৎ করো তোমাদের প্রভুর এবং সৎকাজ করতে থাকো, তবেই তোমরা লাভবান হতে পারবে। সূরা আল হজ্জ: ৭৭

"হে আমার মুমিন বান্দাগণ! আমার এ যমীন' হচ্ছে প্রশস্ত। অতএব, তোমরা একমাত্র আমারই বন্দেগী করতে থাকো।" সূরা আনকাবুত: ৫৬

"আর তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই এককভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।" সূরা আল মু'মিন: ৬০

"আর (দেখ) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়। বরং সাজদাহ করবে একমাত্র সেই আল্লাহকে যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে ইচ্ছুক হও।" সূরা হামীম আস সাজদাহ: ৩৭

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যেই পয়দা করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদৎ করবে।" সূরা আয যারীয়াত: ৫৬

"আর সিজদার স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর সাথে কাউকেই আহবান করবে না।" সূরা আল জিন: ১৮

(খ) আল হাদীস

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য ইসলাম গ্রহণ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফয়সালা প্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ ! আমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই যাতে তুমি আমাকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট না করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তুমি চিরঞ্জীব। তুমি মরবে না। আর জ্বিন ও মানুষ সবই মরে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু আব্দুল্লাহ তারেক ইবনে উশায়েম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব বস্তুর পূজা করা হয়, সেগুলোকে অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যায়, আর তার হিসাব মহান আলাহর ওপর সমর্পিত হয়। (মুসলিম)

৩. আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

(ক) আল কুরআন

"যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা।"
সূরা ফাতেহা: ০১

"অত:পর তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নিয়ামতের না-শোকরী কর না।" সূরা আল বাকারাহ: ১৫২

"অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের অভিযানে যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে। এই ধরনের বান্দার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান।" সূরা আল বাকারাহ: ২০৭

"জান্নাতে প্রবেশ করার পর সে সময়ের কথার মধ্যে সর্বশেষ কথা হবে: সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আলাহর জন্য।" সূরা ইউনুস: ১০

"যদি তোমরা আমার শোকর করো তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেবো।" সূরা ইব্রাহীম: ০৭

"আর বলে দাও (হে মুহাম্মদ!) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আলাহর জন্য।" সূরা বনী ইসরাঈল: ১১১

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেকটি কাজই বিরাট আর তা আল্লাহর প্রশংসা সহকারে শুরু না করলে অসম্পুর্ণ থেকে যায়। (আবু দাউদ)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দার প্রতি এ জন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে। (মুসলিম)

আনাস রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন: বান্দা যখন এক বিঘৎ আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার কাছে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই। (বুখারী)

৪. আল্লাহ মানুষের সাথে বিরাজমান

(ক) আল কুরআন

"পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। তোমরা যে দিকেই মুখ কর, সে দিকেই আল্লাহ আছেন[২]। আলাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জ্ঞাত।" সুরা আল বাকারাহ: ১১৫

"আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি

[২]অর্থাৎ আলাহ পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। তিনি সকল দিকের ও সকল স্থানের মালিক। তিনি নিজে কোন স্থানের পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। কাজেই তাঁর ইবাদাতের জন্য কোন দিক বা স্থান নিদিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেদিকে বা সে স্থানে থাকেন।

তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা উচিৎ, একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য সরল পথের সন্ধান পাবে ।" সূরা আল বাকারাহ্: ১৮৬

"পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই ।" সূরা আলে ইমরান: ০৫

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জোরে কথা বলুক বা নীচু স্বরে এবং কেউ রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকুক বা দিনের আলোয় চলতে থাকুক, তাঁর জন্য সবই সমান ।"
সূরা আর্ রা'দ: ১০

"আল্লাহ চোখের বিশ্বাসঘাতকতা (অবৈধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা জানেন ।"
সূরা মুমিনুন: ১৯

"আর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াময়ের উপর নির্ভর করো, যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি ওঠো এবং সিজ্দাহকারীদের মধ্যে তোমার উঠা-বসা ও নড়া চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন । তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন ।" সূরা আশ্ শু'আরা: ২১৭-২২০

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি । আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও বেশী কাছে আছি ।" সূরা ক্বাফ: ১৬

"তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন । তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন ।" সূরা আল হাদীদ: ০৪

"আল্লাহ যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অবগত, সে ব্যাপারে তুমি কি সচেতন নও? যখনই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন গোপন কানাঘুসা হয়, তখন সেখানে আল্লাহ অবশ্যই চতুর্থ জন হিসেবে উপস্থিত থাকেন । যখনই পাঁচ জনের মধ্যে গোপন সলাপরামর্শ হয়, তখন সেখানে ষষ্ঠ জন হিসেবে আল্লাহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন । গোপন সলাপরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, এবং তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন । তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কে কি করেছে । আল্লাহ সর্বজ্ঞ ।" সূরা আল মুজাদালাহ: ০৭

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; আমাদের রব আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আছো আমাকে ডাকো আমি তার ডাকে সাড়া দেবো, কে আছো আমার কাছে চাও আমি তাকে দেবো, কে আছো আমার কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাও আমি তাকে ক্ষমা করবো । (বুখারী)

৫. রসূলকে অনুসরণ

(ক) আল কুরআন

"হে নবী! লোকদের বলে দাও: যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আলে ইমরান: ৩১

"(হে নবী!) তাদেরকে বলো: 'আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো'। তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালোবাসবেন না, যারা তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।" সূরা আলে ইমরান: ১৩২

"মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ তো আর কিছুই নয়। তার আগে আরো অনেক রসূল চলে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তাহলে তোমরা কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।" সূরা আলে ইমরান: ১৪৪

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এ হলো বিরাট সাফল্য।" সূরা আন্ নিসা: ১৩

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।" সূরা আন্ নিসা: ৫৯

"না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফয়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোন প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।" সূরা আন্ নিসা: ৬৫

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে আল্লাহ যাদের প্রতি নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন-নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।" সূরা আন্ নিসা: ৬৯

"হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার ওপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতে আসে।

হে মুহাম্মাদ ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এর ওপর আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট। যে রসূলের আনুগত্য করে সে (আসলে) আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরাল, তা যা-ই হোক না, আমি তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।" সূরা আন্ নিসা:৭৯- ৮০

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্যই তার পুরস্কার দান করবো। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আন নিসা: ১৫২

হে মুহাম্মদ ! বলে দাও, "হে মানব সমপ্রদায়, আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি, যিনি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীর সার্বভৌম কতৃত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি। যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান আনে এবং তার আনুগত্য করে, আশা করা যায়, এভাবে তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" সূরা আল আ'রাফ: ১৫৮

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রসূল তোমাদেরকে এমন জিনিসের দিকে ডাকে যা জীবন দান করবে। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ মানুষ ও তার দিলের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।" সূরা আনফাল: ২৪

"দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির সমম্মুখীন হওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি সে স্নেহশীল ও করুণাসিক্ত।" সূরা আত্ তাওবা: ১২৮

"হে মুহাম্মাদ! আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি, এটা আসলে দুনিয়িাবাসীদের জন্য আমার রহমত।" সূরা আল আম্বিয়া: ১০৭
"আর সফলকাম তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকে।" সূরা আল নূর: ৫২

"আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষদিনের আকাংখী এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে।" সূরা আল আহযাব: ২১

"আলাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" সূরা আল আযাব: ৩৬

"(হে লোকেরা !) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।" সূরা আল আহ্যাব: ৪০

"অবশ্যই আল্লাহ নবীর ওপর রহমত পাঠান ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর ওপর দরুদ পড়ো এবং তাঁর প্রতি সালাম পাঠাও।" সূরা আল আহযাব: ৫৬

"আর (হে নবী!) আমি তো তোমাকে সমগ্র জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনাকারী করে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক তা জানে না।" সূরা সাবা: ২৯

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করো না।" সূরা মুহাম্মদ: ৩৩

"রসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" সূরা আল হাশর: ০৭

"যদি তোমরা আলাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয়ই আলাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তারই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।" সূরা হজুরাত: ১৪-১৫

"যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনবে না, আমি সে সমস্ত কাফেরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।" সূরা আল ফাতহ: ১৩

(খ) আল হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের যে কেউ আমার উপর সালাম পড়ে, আল্লাহ তখনই আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই। (আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে। তবে যারা অস্বীকার করবে তারা যাবে না। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূললাহ! কারা অস্বীকার করে ? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে যেন আমাকে অস্বীকার করল। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল

এবং জামায়াত পরিত্যাগ করলো এবং সে অবস্থায় সে মারা গেল সে যেন জাহেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর পথ প্রদর্শন।

উবাদাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লঅহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর জন্য আল্লাহ্ দোযকের আগুন হারাম কওে দেবেন। (মুসলিম)

৬. ইসলাম প্রচার (দাওয়াত[৩])

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা নেকী ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। তোমরা যেন তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট হিদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠিন শাস্তি পাবে যেদিন কিছু লোকের মুখ উজ্জল হয়ে উঠবে এবং কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যাবে।" সূরা আলে ইমরান: ১০৪-১০৫

"এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকীর হুকম দিয়ে থাকো, দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এই আহলি কিতাবিরা ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ইমানদার পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।" সূরা আলে ইমরান: ১১০

"যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর রাখেন।" সূরা আন্ নিসা: ৮৫

"হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছাও। যদি তুমি এমনটি না করো তাহলে তোমার দ্বারা তার রিসালাতের হক আদায় হবে না। মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমাকে আল্লাহ

[৩] ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি তথায় ইসলামী জীবন বিধানের দিকে আহবান করাকে দাওয়াত বলে।

রক্ষা করবেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি কখনো কাফেরদেরকে (তোমার মোকাবিলায়) সফলতার পথ দেখাবেন না।" সূরা আল মায়েদাহ: ৬৭

"আর 'আদ' (জাতি)র কাছে আমি পাঠাই তাদের ভাই হুদকে। সে বলে : " হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদেল আর কোন ইলাহ নেই। এরপরও তোমরা ভুল পথে চলার ব্যাপারে সাবধান হবে না ?" সূরা আল অ'রাফ: ৮৫

"আর মুমিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভাল হতো। তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজেদের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (কুফরী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো, এমনটি হলো না কেন?" সূরা আত তাওবা: ১২২

"তাদেরকে পরিস্কার বলে দাও: আমার পথতো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং শির্ককারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" সূরা ইউসুফ: ১০৮

"আমি এর আগে মূসাকেও নিজের নিদর্শনাবলী সহকারে পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমি হুকুম দিয়েছিলম, নিজের সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও । এ ঘটনাবলীর মধ্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সবর করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" সূরা ইব্রাহীম: ৫

"আর হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, তারা যেন মুখে এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম। আসলে শয়তান মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে।" সূরা বনী ঈস্রাইল: ৫৩

"হে নবী! তোমাকে যে বিষয় হুকুম দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং শির্ককারীদের মোটেই পরোয়া করো না। যেসব বিদ্রুপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষে থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। শীঘ্রই জ্নতে পারবে।" সূরা আল হিজ্র: ৯৪-৯৬

"হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভাল জানেনে কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।"
সূরা আন নাহ্ল: ১২৫

"(হে নবী!) তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না, এমন বধিরদেরকেও নিজের আহবান শুনাতে পারো না, যারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে এবং অন্ধদেরকেও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে সঠিক পথ দেখাতে পারো না। তুমি তো একমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে আনুগত্যের শির নত করে।"

সূরা আর রূম: ৫২-৫৩

"সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।" সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: ৩৩

"আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।" সূরা ফাতের: ২৪

"যেহেতু এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মাদ এখন তুমি সেই দীনের দিকেই আহবান জানাও এবং যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে ধরো এবং এসব লোকের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না। এদের বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরেও রব তিনিই। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই। একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই সবাইকে যেতে হবে।"

সূরা আশ শূরা: ১৫

"তোমরা তোমাদের রবের কথায় সাড়া দাও–সেই দিনটি আসার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেই। সেই দিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও কেউ থাকবে না। এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী, আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি। কথা পৌঁছিয়ে দেয়াই কেবল আপনার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, যখন আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে তার জন্য গর্বিত হয়ে উঠে। আর যখন তার নিজ হাতে কৃত কোন কিছু মুসিবত আকারে তার ওপর আপতিত হয় তখন সে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।"

সূরা আশ শূরা: ৪৭-৪৮

(খ) আল হাদীস

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাটের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। দেহইয়া কল্‌বী নামক সাহাবাকে পত্রসহ বসরার শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করে আদেশ দেন: সে যেন রোম সম্রাটকে এই পত্র পৌঁছে দেয়। পত্রে লেখা ছিল: "পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে। আল্লাহর দাস ও রসূল মোহাম্মদের

পক্ষ হতে রোম প্রধান হিরাক্লিয়াস সমীপে। সত্যধর্মের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দ্বারা আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। যদি আপনি অস্বীকার করেন, তবে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনিই দায়ী। হে কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! আসুন, আমরা ও আপনারা সকলে একযোগে এক সাধারণ সত্যকে আহবান করি: আমরা কেহই এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না এবং আল্লাহকে ত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করব না।" যদি তারা অসম্মত হয় তবে বল, আমরা মুসলমান। আপনারা এই কথার সাক্ষী থাকুন।
(বুখারী ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর। তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে,তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়লা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌছনো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

৭. ঈমান[৪]

(ক) আল কুরআন

"এই (কুরআন) আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে আর আখেরাতের ওপর একীন রাখে। এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে সরল সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।" সূরা আল বাকারাহ: ০২-৫

"নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনে কিংবা ইহুদি, খৃষ্টান বা সাবি তাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনবে

[৪] ঈমানের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন,উহার বিশদ বিষয়গুলোকে বিশদভাবে এবং সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে আন্তরিক বিশ্বাস করার নাম ঈমান।

এবং সৎকাজ করবে তার প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় ও মর্মবেদনার অবকাশ নেই।" সূরা আল বাকারাহ: ৬২

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" সূরা আল বাকারাহ: ২০৮

"দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে[৫] অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহান্নামী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।" সূরা আল বাকারাহ: ২৫৬-২৫৭

"রসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যেসব লোক ঐ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে: "আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে।" সূরা আল বাকারাহ: ২৮৫

" হে নবী! বলো : " আমরা আল্লাহকে মানি, আমাদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে মানি, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব সন্তানদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষাকেও মানি, এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে হিদায়াত দান করা হয় তার ওপরও ঈমাণ রাখি। আমরা তাদেও মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম)।" সূরা আলে ইমরান: ৮৪

"অত:পর ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।" সূরা আলে ইমরান: ১৭৯

"হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ,

[৫]কুরআনের পরিভাষায় 'তাগুত'এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে।

তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূর চলে গেলো।" সূরা আন্ নিসা: ১৩৬

"যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর (দ্বীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন।" সূরা আন্ নিসা: ১৭৫

"প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।" সূরা আল আনফাল: ০২

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তো দিয়ে সাজানো হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের। কেননা দুনিয়ায় তারা হামেশা আদর্শ কথা ও প্রশংসিত সরল পথের উপর চলছে।"
সূরা আল হাজ্জ: ২৩-২৪

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের সংরক্ষণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে[৬] পছন্দ করেন না।" সূরা আল হাজ্জ: ৩৮

"লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, 'আমরা ঈমান এনেছি' কেবলমাত্র একথাটুক বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।" সুরা আল 'আনকাবূত: ০২

"মুমিন মূলত: তারাই আল্লাহ ও রসূল (মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমাণ রয়েছে।" সূরা আন নূর: ৬২

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূল (মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম)-এর উপর ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তোমাদেরকে সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" সূরা আল হাদীদ: ২৮

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আলাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" সূরা মুনাফিকুন: ৯

"তাই ঈমান আন আল্লাহ, তাঁর রসূল (মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এবং সেই 'নূর' বা আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি।" সূরা তাগাবুন: ০৮

---

[৬]অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারী।

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ দেখান। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।" সূরা তাগাবুন: ১১

(খ) আল হাদীস

'আব্দুল্লাহ ইবনে উমার' রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স:) আলাহর রসুল; (২) নামায কায়েম করা; (৩) রমযান মাসে রোযা রাখা; (৪) যাকাত আদায় করা, এবং (৫) হজ্জ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসম্মুখে বসা ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে একব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? তিনি বললেন ঈমান হলো, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরের কিছু বেশী অথবা ষাটের কিছু বেশী শাখা আছে। তন্মধ্যে উত্তম হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর নিম্নতম হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে 'রব', ইসলামকে 'দ্বীন' এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসাবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

আমর বিন আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঈমান কী ? জবাবে তিন বললেন: ছবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ছমাহাত দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমাণ। (মুসলিম)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে হতে কেহই ঈমাণদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে

তার ভাইয়ের জন্য তাই পচ্ছন্দ করবে , যা সে নিজের জন্য পচ্ছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো: ঈমান কী ? তিনি বললেন: যখন তোমার নেক কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে এবং বদ কাজ তোমাকে দুশ্চিন্তায় (অনুশোচনায়) ফেলবে তখন তুমি হবে মু'মিন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো: হে আলাহর নবী! গুনাহ[৭] কি জিনিস ? তিনি বললেন: কোন কাজে তোমার অন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়লে তা পরিত্যাগ করো। (মুসনাদে আহমদ)

৮. নামায

(ক) আল কুরআন

"আলিফ লাম মীম। এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকীদের' জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" সূরা আল বাকারাহ: ০১-৩

"তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং নামাযীদের সাথে নামায আদায় কর।" সূরা আল বাকারাহ: ৪৩

"তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নামায নি:সন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাহদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।" সূরা আল বাকারাহ: ৪৫

"তোমাদের নামাযগুলো সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন নামায যাতে নামাযের সকল গুণের সমন্বয় ঘটেছে। আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়। অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামায পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে।" সূরা আল বাকারাহ: ২৩৮-২৩৯

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না। নামায সেইসময় পড়া উচিত যখন তোমরা যা বলছো তা জানতে পারো। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়ো না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী হও, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ করে থাকো এবং এরপর পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র

[৭] যে কাজটি মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাই গুনাহ।

মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর বুলাও। নি:সন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলম্বনকারী ও ক্ষমাশীল।" সূরা আন্ নিসা: ৪৩

"তারপর তোমরা নামায শেষ করার পর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আর মানসিক প্রশান্তি লাভ করার পর পুরো নামায পড়ে নাও। আসলে নামায নির্দ্ধারিত সময়ে পড়ার জন্য মু'মিনদের ওপর ফরয করা হয়েছে।" সূরা আন্ নিসা: ১০৩

"আসলে তেমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনত হয়।" সূরা আল মা-য়েদাহ: ৫৫

"নামায কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।" সূরা আল আন'আম: ৭২

"যারা কিতাবের বিধান যথাযথভাবে মেনে চলে এবং নামায কায়েম করে, নি:সন্দেহে এহেন সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল আমি নষ্ট করবো না।" সূরা আল আরাফ: ১৭০

"যারা নামায কায়েম রাখে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে দান করে, তারা প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে উচ্চ পদ, বিরাট মর্যাদা, ভুল-ত্রুটির ক্ষমা ও উত্তম রিযিক রয়েছে।" সূরা আল আনফাল: ০৩-৪

"তারাই হতে পারে আল্লাহর মসজিদ আবাদকারী (রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক) যারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদেরই ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক সোজা পথে চলবে।" সূরা আত্ তাওবা: ১৮

"হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ বা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সবই ভাল নাম। আর নিজের নামায খুব বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না, বেশী ক্ষীণ কণ্ঠেও না, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি মধ্যম পর্যায় কণ্ঠস্বর অবলম্বন করবে।" সূরা বনী ইসরাঈল: ১১০

"আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিল রাসূল-নবী। সে নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতো এবং নিজের রবের কাছে ছিল একজন পছন্দনীয় ব্যক্তি।" সূরা মার্য়াম: ৫৪-৫৫

"নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার হুকুম দাও এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোন রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই।" সূরা ত্বা-হা: ১৩২

"এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।" সূরা আল হাজ্জ: ৪১

"যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে।" সূরা আন নূর: ৩৭

"হে নবী! তিলাওয়াত করো এই কিতাব যা ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। নামায কায়েম করো। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।" সূরা আনকাবুত: ৪৫

"অতঃপর নামায যখন সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করো।" সূরা আল জুম'আ: ১০

"অতঃএব তুমি নামায পড়বে আল্লাহর ওয়াস্তে এবং (সেই ভাবেই) কুরবানী করবে।" সূরা কাওছার: ০২

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গুনাহ মুছে ফেলেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয় ? সাহাবাগণ বললেন: হ্যাঁ আমাদের রসূল! তিনি বললেন: সেটি হচ্ছে, কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে পদক্ষেপ করা এবং এক নামাযের পর আর এক নামাযের অপেক্ষা করা। এটিই তোমাদের প্রিয় জিনিস। এটিই তোমাদের প্রিয় জিনিস। (মুসলিম)

আবু হুরাইয়া রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পুরুষের জামায়াতে নামায পড়ার সওয়াব তার বাজার ও ঘরের নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যাক্তি যখন ভালভাবে অযু করে শুধু নামাযের নিয়তে মসজিদে আসে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে উদ্বুদ্ধ করে না, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার প্রতি পদক্ষেপে মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং তার একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটকে রাখে ততক্ষণই সে নামাযের মধ্যে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযী কাউকে কোন কষ্ট না দিয়ে নিজের নামাযের স্থানে অযুসহ বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং বলতে থাকে- 'হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করো, হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তার তাওবা কবুল করো।' (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায়

যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি ? সাহাবাগণ বললেন: না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ মুছে ফেলে দেন। (বুখারী)

যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দু'রাকায়াত নামায আদায় করেছে আর তাতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার (ছোট) গুনাহ মাফ করে দেবেন যা অতীতে হয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে মেহমানদারীর সরঞ্জাম তৈরী করেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যায় ততবারই। (বুখারী)

আমর ইবনে শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের জন্য নির্দেশ দাও যখন তারা সাত বছরে উপনীত হয়। আর দশ বছর হলে তাকে প্রয়োজনে প্রহার করো, আর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

আবু আবদুল্লাহ নো'মান ইবনে বশীর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকি নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: তিনি বলছিলেন: নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তোমরা নামাযের জামা'আতে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড়ে এসোনা। বরং তোমরা স্বাভাবিক ধীরস্থির ভাবে নিশ্চিন্তে এসো। জামাআতের সাথে যদ্দুর পাও, পড়ে নাও। আর যেটুকু না পাও তা শেষে পূর্ণ করে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুলাহ্ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জামায়াতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ মর্যাদার অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের ও আসরের নামায (নিয়মিত) আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হে লোকেরা! তোমাদের নিজেদের ঘরে নামায পড়। কারণ ফরয নামায ছাড়া মানুষের নামাযের মধ্যে সেই নামাযই উৎকৃষ্ট যা সে তার ঘরে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

'উসমান ইবনে আফাফান' রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতের সাথে পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়ল সে যেন সারা রাত নামায পড়ল। (মুসলিম)

ইমরান বিন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বসে নামায পড়া সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন: দাঁড়িয়ে নামায পড়া উত্তম। বসে নামায পড়লে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায় এবং শুয়ে নামায পড়লে বসে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়। (এখানে রোগীর নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে)। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সামনে কোন কিছু রেখে দেয়। যদি সে কিছু না পায় তাহলে সে যেন তার লাঠি তার সামনে খাড়া করে নেয়। যদি সে তা না পায়, তাহলে সে যেন (জমিনের উপর) দাগ দিয়ে নেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে তাতে তার সালাতের কোন ক্ষতি হবে না। (আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে হিসেব নিবে। তার নামায যদি যথাযথ প্রমানিত হয় তবে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি নামাযের হিসেবই খারাপ হয় হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নামাযের ফরজে হিসেব যদি কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তখন বলবেন তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামাজ বা নফল বন্দেগী আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে উহার দ্বারা ফরজের কমতি পূরণ করা হবে। পর তার অন্যান্য সব আমল উহারই বিবেচিত ও অনুরূপ ভাবে কমতি পূরণ করা হবে। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে (রুকু ও সিজদা থেকে) মাথা উঠায় তখন কি ভয় করে না যে , আল্লাহ তার মাথা গাধার ন্যায় করে দিবেন অথবা তার আকৃতি গাধার ন্যায় করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আইশা রাদিয়ালাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : খাবার হাজির হলে তা রেখে নামায পড়বে না। অনুরূপভাবে দুই খবিসের (পেশাব-পায়খানার) বেগ চেপে রেখেও নামায পড়বে না। (মুসলিম)

৯. কসর নামায

(ক) আল কুরআন

"আর যখন তোমরা সফরে বের হও তখন নামায সংক্ষেপ করে নিলে কোন ক্ষতি নেই। (বিশেষ করে) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। কারণ তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।"
সূরা আন্ নিসা: ১০১

(খ) আল হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভ্রমণে বাহির হয়ে ঊনিশ দিন পর্যন্ত বাহিরে ছিলেন। তিনি প্রত্যহই প্রত্যেক নামায দুই রাকাত করে পড়েছেন। (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। (বুখারী)

১০. তাহাজ্জুদ নামায

(ক) আল কুরআন

"আর রাতে তাহাজ্জুদ[৮] পড়ো। এটি তোমার জন্য নফল। অচিরেই তোমার রব তোমাকে 'প্রশংসিত' স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।"
সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৯

"(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আখরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমত আশা করে?

[৮] তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ভেংগে উঠে পড়া। কাজেই 'রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ো' মানে হচ্ছে, রাতের একটি অংশে ঘুমাবার পর উঠে নামায পড়ে নাও।

এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" সূরা আয যুমার: ০৯

"তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাংখা সহকারে এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" সূরা আস সাজদাহ: ১৬

"রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাতো। তারপর তারাই আবার রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।" সূরা আয যারিয়াত: ১৭-১৮

"হে নবী, তোমার রব জানেন যে, তুমি কোন সময় রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কোন সময় অর্ধাংশ এবং কোন সময় এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদতে (তাহাজ্জুদ নামাযে) দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও। তোমার সঙ্গী একদল লোকও এ কাজ করে। রাত ও দিনের সময়ের হিসেব আল্লাহই রাখেন। তিনি জানেন, তোমরা সময়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারো না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগহ করেছেন। এখন থেকে কুরআন শরিফের যতটুক স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবে ততটুকুই পড়বে। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ভ্রমণরত, এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে। তাই কুরআনের যতটা পরিমান সহজ ততটাই পড়তে থাকো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে 'করযে হাসনা' দিতে থাকো। তোমরা নিজের জন্য যে পরিমান কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটাই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়। আর তোমার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" সূরা আল মুয্যাম্মিল: ২০

(খ) আল হাদীস

'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এত বেশী ইবাদত করতেন যে, তাতে এমনকি তাঁর পা'দুখানা ফুলে ফেটে যেত। আমি তাঁকে বললাম, হে রসূলূল্লাহ! আপনি এরূপ করছেন কেন, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ তো আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন ? তিনি বলেন: আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হন যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় আর স্ত্রী যদি উঠতে অস্বীকার করে তা হলে তার মুখে পানির ছিঁটে দেয়। আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি সদয় হন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায় আর স্বামী উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিঁটে দেয়।

(আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহরারম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ) নামায। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, যে আমার কাছে দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবুল করবো, যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করবো এবং যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। (বুখারী ও মুসলিম)

১১. নামাযের ওয়াক্তসমূহের ইংগিত

(ক) আল কুরআন

"নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব) এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর (অর্থাৎ এশা)। নিশ্চয়ই সৎকর্ম অসৎকর্মকে ম্লান করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, তাদের জন্য এটা মহা উপদেশ। আর সবর করো কারণ আল্লাহ সৎকর্মকারীদের কর্মফল নষ্ট করেন না।" সূরা হুদ: ১১৪-১১৫

"নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কুরআন পড়ার ব্যবস্থা করো। কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো। এটি তোমার জন্য নফল। অচিরেই তোমার রব তোমাকে 'প্রশংসিত স্থানে' প্রতিষ্ঠিত করবেন।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৮-৭৯

"আর নিজের রবের হাম্‌দ (প্রশংসা) সহকারে তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) এবং রাতের সময় আবার তাসবীহ করো (এশা) আর দিনের প্রান্তসমূহে (অর্থাৎ সকাল, যোহর ও মাগরিব)। হয়তো এতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।" সূরা 'তা-হা : ১৩০

"কাজেই আল্লাহর তাসবীহ করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (মাগরিব) এবং যখন সকাল হয় (ফজর)। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর তাসবীহ করো দিনের শেষ অংশে (আসর) এবং যখন তোমাদের দুপুর (যোহর) হয়।" সূরা আর রূম: ১৭-১৮

(খ) আল হাদীস

উসমান ইবনে 'আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: যদি কোন মুসলমান ফরয নামাযের সময় (ওয়াক্ত) হলেই ভাল করে অযু করে তারপর খুশু ও খুযু

সহকারে নামায পড়ে তার এ নামায তাঁর আগের সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারাহ হয়ে যায় যে পর্যন্ত কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে। আর এ অবস্থা চলতে থাকে সমগ্র কালব্যাপী। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলাম: কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল ? তিনি জবাব দিলেন: যথাসময়ে (ওয়াক্ত অনুযায়ী) নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম: তারপর কোন কাজটি ? জবাব দিলেন: মাতাপিতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম: তারপর কোনটি? জবাব দিলেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

১২. রোযা

(ক) আল কুরআন

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকাওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ কতিপয় নির্দিষ্ট দিনের রোযা। যদি তোমাদের কেউ রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির হয়ে থাকে তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই সংখ্যা পূর্ণ করে। আর যাদের জন্য রোযা অত্যন্ত কষ্টদায়ক তারা যেন ফিদিয়া দেয়। একটি রোযার ফিদিয়া একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো[৯]। তবে যদি তোমরা সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই ভালো।" সূরা আল বাকারাহ: ১৮৩-১৮৪

"রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাৎ পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন, সে জন্য যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।" সূরা আল বাকারাহ: ১৮৫

"আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কাল রেখা হতে ঊষার সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" সূরা আল বাকারাহ: ১৮৭

---

[৯]অর্থাৎ একাধিক মিসকিনকে আহার করায় অথবা রোযাও রাখে আবার মিসকিনকেও আহার করায়।

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াব লাভের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে রমযানে তারাবীহ পড়ে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করতেন এবং বলতেন: রমযানের শেষ দশ রাতে শবে কদরের সন্ধান কর। (বুখারী ও মুসলিম)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সাহরী খাও। সাহরীর মধ্যে রয়েছে বরকত। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহান প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন: আমার বান্দাদের মধ্যে যারা দ্রুত ইফতার করে তারাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ইফতার কর (অর্থাৎ রোযা খতম কর)। আর যদি মেঘের আড়ালের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শাবান মাসের তিরিশ তারিখ পূর্ণ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সে তার (রোযাদার) সমান প্রতিদান পায়। কিন্ত এর ফলে রোযাদারের প্রতিদানের কোন কমতি হবে না। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গোলমাল ও ঝগড়াঝাটি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়াঝাটি করে তাহলে তার বলা উচিৎ, আমি রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ

কাজ করা থেকে বিরত থাকে না তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহাররম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের অর্থাৎ (তাহাজ্জুদ) নামায। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যেন শুধু জুম'আর দিন রোযা (নফল) না রাখে। বরং তার আগে অথবা পরের একদিন মিলিয়ে রোযা রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযাহ্ ইবনে আমর আসলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বেশি বেশি রোযা রাখতো। একদা সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হুজুর আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখতে পারি ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি চাও রাখতে পারো, আর যদি না চাও ভাঙ্গতে পারো। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে লোক একদিন আল্লাহর পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ তার মুখমন্ডল জাহান্নাম হতে সত্তর বৎসর দূরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী , মুসলিম ও তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন রমযান মাস আসে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলিত করে রাখা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ রোযার কথা ভুলে গিয়ে কিছু খায় বা পান করে, সে যেন তার রোযা পুরা করে। কারণ আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আইশা রাদিয়ালাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম (কখনও) নিজের পরিবারের কারণে জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) অবস্থায় ভোরে উঠতেন, তারপর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে। যদি সে রোযাদার হয় তাহলে যেন তার (দাওয়াতকারী) জন্য দোয়া

করে দেয়। আর যদি রোযাদার না হন, তাহলে খানা খেয়ে নেয়া উচিত। (মুসলিম)

১৩. হজ্জ, উমরাহ ও কুরবানী

(ক) আল কুরআন

"যখন আমি কা'বা গৃহকে মানবজাতির জন্য সম্মিলনস্থল ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম–তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের স্থান বানাও এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজদাহ্কারীদের জন্য পবিত্র রাখো।" সূরা আল বাকারাহ: ১২৫

"নি:সন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুলাহর হজ্জ বা উমরাহ[১০] করে তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে 'সাঈ' করায় কোন গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ ও কল্যাণের কাজ করে, আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।" সূরা আল বাকারাহ: ১৫৮

"আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন হজ্জ ও উমরাহ করার নিয়ত করো তখন তা পূর্ণ করো। আর যদি কোথাও আটকা পড়ো তাহলে যে কুরবানী তোমাদের আয়ত্বাধীন হয় তাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করো। আর কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাথা মুন্ডন করো না। তবে যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় অথবা যার মাথায় কোন কষ্ট থাকে এবং সেজন্য মাথা মুন্ডন করে তাহলে তার 'ফিদিয়া' হিসাবে রোজা রাখা বা সাদকা দেয়া অথবা কুরবানী করা উচিত। তারপর যদি তোমাদের নিরাপত্তা অর্জিত হয় (এবং তোমরা হজ্জের আগে মক্কায় পৌঁছে যাও) তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর সুযোগ লাভ করে সে যেন সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী করে। আর যদি কুরবানী যোগাড় না হয়, তাহলে হজ্জের সময় তিনটি রোযা এবং সাতটি রোযা ঘরে ফিরে গিয়ে, এভাবে দশটি রোযা যেন রাখে। এই সুবিধে তাদের জন্য যাদের বাড়ী-ঘর মসজিদে হারামের কাছাকাছি নয়। আলাহর এ সমস্ত বিধানের বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং ভালোভাবে জেনে নাও আলাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।" সূরা আল বাকারাহ: ১৯৬

"হজ্জের মাসগুলো সবার জানা। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ করার নিয়ত করে,তার জেনে রাখা উচিত, হজ্জের সময় সে যেন যৌন সম্ভোগ, দুস্কর্ম ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর যা কিছু সৎকাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয় সংগে নিয়ে যাও আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

---

[১০]যিলহজ্জ মাসের নির্দ্ধারিত তারিখসমূহে কা'বা শরীফ তাওয়াফ, সায়ী, ,মিনাতে অবস্থান, ওকুফে আরাফাহ শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ ও কুরবানী করার সমষ্টিকেই হজ্জ বলে। ওকুফে আরাফাহ না করলে হজ্জ হবেই না। এই তারিখগুলো ছাড়া অন্য সময় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করাকে উমরাহ বলে।

কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা ! আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো।"
সূরা আল বাকারাহ: ১৯৭

"আর হজ্জের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের সন্ধান করতে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাশআরুল হারাম' এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আল বাকারাহ: ১৯৮-১৯৯

"মানুষের উপর খোদার এই অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌছাবার সামর্থ্য আছে সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।" সূরা আলে ইমরান: ৯৭

"বলো, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরিক নাই। এ নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।" সূরা আল আন'আম: ১৬২-১৬৩

"আর লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে। যাতে তারা তাদের কল্যাণ এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া জীবিকা হিসেবে চতুস্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।" সূরা আল হাজ্জ: ২৭-২৮

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্যে কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।" সূরা আল্ হাজ্জ: ৩৪

"এবং কোরবানীর পশুগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন করেছি, এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। অতএব, তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন তারা কাতার বেঁধে সারি-সারি দাঁড়ায়। তারপর যখন তারা পাশের উপর পড়ে ঠান্ডা হয় তখন তা নিজেরাও খাও এবং যে সকল দরিদ্র লোক ভিক্ষা করে না ও যারা ভিক্ষা করে তাদেরকে খাওয়াও। এরূপে আমি পশুদের তোমাদের অধীন করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" সূরা আল হাজ্জ: ৩৬

"এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্য এমনভাবে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর দেয়া পথনির্দেশনার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। আর হে নবী! সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।" সূরা আল হাজ্জ: ৩৭

"অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন, এবং কুরবানী করুন।" সূরা আল-কাওসার: ০২

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হে মানব সমাজ! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং, তোমরা হজ্জ পালন করো। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ক'াবা ঘরের হজ্জ আদায় করল, (এ সময়) স্ত্রী সহবাস করল না বা অশ্লীল কথাবার্তা বলল না সে এমন (নিস্পাপ) হয়ে গেল যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যজাত শিশু (নিস্পাপ হয়ে জন্মে)। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: এক উমরাহ থেকে অন্য উমরাহ পর্যন্ত সময়টি অন্তর্বর্তীকালীন গুনাহর কাফ্ফারা হয়। আর মাবরুর হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সম্পূর্ণ করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। (ইবনে মাজাহ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও উমরাহ পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর, কেননা এ দু'টি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন রেত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্বের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: রমযান মাসে উমরাহ করা হজ্জের সমান। অথবা (বলেছেন) আমার সাথে হজ্জ করার সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন মহিলা যেন সাথে মাহরিম ব্যক্তি ছাড়া একাকী তিন দিনের সফর না করে। (মুসলিম)

লাকীত ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন: আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর হজ্জ ও উমরাহ করার এবং এজন্য সফর করার ক্ষমতা নেই। রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তুমি নিজের পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরাহ কর। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রসূল, কোন বস্তু হজ্জকে ফরয করে ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: নিজের এবং পোষ্যদের যাবতীয় খাওয়া-পরার খরচ এবং সফর খরচ[১১]। (তিরমিযী)

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের আগে যবেহ্ করল সে নিজের জন্যই যবেহ্ করল। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবেহ্ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতি অনুসরণ করল। (বুখারী)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় অবস্থানের সময় আমরা কুরবানীর গোশতের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করে রেখে দিতাম। এরপর তা নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করতাম। তিনি বলতেন: তোমরা তিন দিনের পর খাবে না। তবে এটা জরুরি নয়। বরং তিনি চেয়েছেন যে, তা থেকে যেন অন্যদের খাওয়ান হয়। আল্লাহ অধিক অবগত। (বুখারী)

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমরা যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম)

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের কুরবানীর পশুর পাশে থাকতে, তার সমস্ত গোশত, চামড়া ও জিন বন্টন করে দিতে বলেছেন এবং (কশাইকে) পারিশ্রমিক হিসেবে তার গোশত থেকে না দিতে আদেশ করেছেন। (বুখারী)

১৪. যাকাত ও সাদকা

(ক) আল কুরআন

"নামায কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো। নিজেদের পরকালের জন্য তোমরা যা কিছু সৎকাজ করে আগে পাঠিয়ে দেবে তা সবই আল্লাহর ওখানে মজুত পাবে। তা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।" সূরা আল বাকারাহ: ১১০

[১১]অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বহন করতে সক্ষম, তার জন্যই হজ্জ ফরয।

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করো থাকো। কাজেই দান-খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে কোনক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।" সূরা আল বাকারাহ: ২৭২

"এটা (যাকাত) ঐসব গরীব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে পারে না। না চাওয়ার ফলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না।" সূরা আল বাকারাহ: ২৭৩

"অবশ্যই যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নি:সন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় ও মর্মজ্বালাও নেই।" সূরা আল বাকারাহ: ২৭৭

"আল্লাহ বলেন, আমার যাকে ইচ্ছা হবে তাকে আমার আযাবে নিক্ষেপ করব, কিন্তু আমার রহমত সকল জিনিসের উপরই পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। তা এমন লোকদের জন্যই যারা আমাকে ভয় করে, যাকাত আদায় করে আর যারা আমার বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।" সূরা আল আ'রাফ: ১৫৬

"সেই সকল লোককে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে উহা ব্যয় করে না।" সূরা আত তাওবা: ৩৪

"এ সাদকা[১২] তো আসলে ফকীর ও মিসকিনদের[১৩] জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং যাদের (ইসলামের পক্ষে) মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য। তাছাড়া দাসমুক্ত করার, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের উপকাওে ব্যয করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।" সূরা আত তাওবা: ৬০

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে, এবং যারা নামাযকে প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য স্বীকার করে। এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার উপর মহাপরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।" সূরা আত তাওবা: ৭১

---

[১২] সাদকা হচ্ছে এমন দান যা সরল মনে খাঁটি নিয়তে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হয়।

[১৩] মিসকিন একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র গরীব মানুষ।

"হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকাহ (যাকাত) নিয়ে তাদেরকে পাক-পবিত্র করো, (নেকীর পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করো।" সূরা আত্ তাওবা: ১০৩

"নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রসুলের আনুগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে।" সূরা আন্ নূর: ৫৬

"পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশালীদের জন্য যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে। এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই সাফল্য লাভ করবে।" সূরা লুকমান: ০৩-৫

"সে সব মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।" সূরা হা-মিম আস সাজদাহ: ০৭

"দান সাদকা প্রদানকারী নারী ও পুরুষ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান।" সূরা আল হাদীদ: ১৮

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে রসূলুল্লাহ! কোন সাদকায় (দানে) সবচেয়ে বেশী সওয়াব?' তিনি বললেন: তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি সুস্থ আছ, মালের প্রতি লোভী আছ, অভাব-অনটনকে ভয় করছ এবং সম্পদের আশাও করছ। তুমি দান করার ব্যাপারে এমনভাবে কার্পণ্য করো না যে, শেষে মৃত্যুর মুহূর্ত এসে যায় এবং তখন তুমি এ কথা বল যে, এ পরিমাণ অমুকের এবং সে পরিমাণ অমুকের। অথচ অমুকের জন্য সে মাল নির্ধারিত হয়েই গিয়েছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

আয়েশা রাদিআলাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বলতে শুনেছি, যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা পয়সার) সংমিশ্রণ ঘটে তা সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (বুখারী)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামায কায়েম করার জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রতিটি মুসলমানদও কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথায় উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির

গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। (বুখারী)

আবু মুসা রাদিআলাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদকা ওয়াজিব। জনৈক সাহাবী বললেন, 'তবে যদি সে (সাদকা দানের) কোন কিছু না পায়?' তিনি বললেন, তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদকাও দেবে। সাহাবী বললেন, 'আর যদি তা না পারে?' তিনি বললেন, তাহলে সে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবে। সাহাবী বললেন, সে যদি তাও না পারে?' তিনি বললেন, তাহলে সে সৎ কাজ করার হুকুম করবে। সাহাবী বললেন, 'যদি সে এটাও না করতে পারে?' তিনি বললেন, তাহলে সে (অন্ততঃ) নিজকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেননা এটা তার জন্য সাদকা। (বুখারী)

আবু যার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। কতিপয় লোক বলল, 'হে রসূলুল্লাহ! ধনীরা তো সব সওয়াব নিয়ে গেল। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে। (কিন্তু) তারা তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে সাদকা করে। তিনি বললেন: আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা সাদকা করতে পার? (জেনে রাখো) প্রত্যেক বার সুবাহানালাহ্ বলা সাদকা, আলাহু আকবার বলা সাদকা, আলহামদুলিলাহ্ বলা সাদকা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদকা, সৎ কাজের হুকুম করা সাদকা, অসৎ কাজে নিষেধ করা সাদকা এবং তোমাদের স্ত্রীর সাথে মিলনও সাদকা। সাহাবীগণ বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ যৌন আকাংখা পূরণ করলে তাতেও সওয়াব হয়? তিনি বললেন, আচ্ছা বলত, যদি কেউ হারাম উপায়ে যৌন আকাংখা পূরণ করে, তবে তার গুনাহ হবে কি না ? (নিশ্চয়ই গুনাহ হবে)। এভাবে হালাল পন্থায় এ কাজ করলে তার সওয়াব হবে। (মুসলিম)

জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হোক, সেটা তার জন্য সাদকা হবে; আর তা থেকে কোন কিছু চুরি হলে এবং কেউ তার ক্ষতি করলে সেটাও তার জন্য সাদকা হবে। (মুসলিম)

জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেকটি সৎ কাজই সাদকা। (বুখারী)

আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন লোক সওয়াব অর্জনের আশা রেখে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য যা খরচ করে তা তার জন্য সাদকারূপে গণ্য।

(বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সুন্দর কথাও একটি সাদকাহ বা দান বিশেষ।

বুখারী ও মুসলিম)

১৫. করযে হাসানা[১৪]

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? কমাবার ও বাড়াবার ক্ষমতা আলাহর আছে, এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।" সূরা আল বাকারাহ: ২৪৫

"আল্লাহ বণী ইসরাঈলদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব'[১৫] নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন: "আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রসূলদেরকে মানো ও তাদেরকে সাহায্য করো এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেব। এবং তোমাদের এমন সব বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি কুফরী নীতি অবলম্বন করবে, সে আসলে 'সাওয়-উস-সাবীল তথা সরল সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।" সূরা আল মা-য়েদাহ: ১২

"এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহকে ঋণ (করযে হাসানা) দিতে পারে? উত্তম ঋণ যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। আর সেদিন তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।" সুরা আল হাদীদ: ১১

"যদি তোমরা আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সঠিক মূল্যায়নকারী ও অতীব সহনশীল। সামনে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব কিছুই তিনি জানেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।" সূরা আত তাগাবুন: ১৭-১৮

"নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে 'করযে হাসনা' দিতে থাকো। তোমরা নিজের জন্য যে পরিমান কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটাই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়। আর তোমার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

সূরা আল মুযযাম্মিল: ২০

---

[১৪] করযে হাসান' এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে উত্তম ঋণ। এর অর্থ হচ্ছে: এমন ঋণ, যা কেবলমাত্র সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়।

[১৫] 'নকীব' অর্থ পর্যবেক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তদন্তকারী।

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেন: হে আদম সন্তান, খরচ কর। তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: কোন আমল সর্বোৎকৃষ্ট ? তিনি বললেন: কাউকে খাবার খাওয়ানো এবং (তোমার) পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম করা। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দানে সম্পদ কমে না। আল্লাহ যাকে ক্ষমা গুণে সমৃদ্ধ করেন তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। আর যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, মহামহিম আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করে দেন। (মুসলিম)

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী)

১৬. গোসল/অযু/তায়াম্মুম

(ক) আল কুরআন

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না। নামায সেই সময় পড়া উচিত যখন তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়ো না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী হও, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা নারী সম্ভোগ করে থাকো এবং এরপর পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহন করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর বুলাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলম্বনকারী ও ক্ষমাশীল।" সূরা আন নিসা: ৪৩

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার উপর হাত বুলাও এবং পা দু'টি গেরো

পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো। যদি তোমরা 'জানাবাত'[১৬] অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে যাও। যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তা হলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তার ওপর হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মসেহ করে নাও। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।" সূরা আল মায়েদাহ: ০৬

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মুসলিম বা মু'মিন বান্দা অযু করতে গিয়ে যখন তার চেহারা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে এমন প্রত্যেকটি গুনাহ ঝরে যায় যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। তারপর যখন সে তার হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার হাত থেকে এমন প্রত্যেকটি গুনাহ ঝরে যায় যা সে হাত দিয়ে করেছে। এমনকি তার হাত গুনাহ থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার পা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পায়ের এমন প্রত্যেকটি গুনাহ ঝরে যায় যা সে পা দ্বারা করেছে। এমনকি তার পা (সমস্ত সগীরা) গুনাহ থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তির ওযু ভঙ্গ হয়েছে, ওযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (মুসলিম)

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যীক্ত অযু করে এবং উত্তম রুপে অযু করে, তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে, এমনকি তার নখের নীচ হতেও। (বুখারী ও মুসলিম)

উমায়্যা যামরী রাদিয়ালাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পাগড়ীর ওপর এবং উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছি। (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ জুম্মার নামাযে আসলে (তার আগে) সে যেন গোসল করে। (বুখারী)

---

[১৬] "জানাবাত' অর্থ হচ্ছে , যৌন প্রয়োজন পূর্ণ করায় বা স্বপ্নের মধ্যে বীর্যপাত হবার ফলে যে নাপাকী সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষ পবিত্রতা শূন্য হয়ে পড়ে।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূরকরণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুতেন এবং নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার উপরে পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি খুব ভাল ভাবে অযু করে, তারপর মসজিদে এসে চুপ করে খুতবা শুনে, তার এক জুম্মা থেকে পরবতী জুম্মা পযর্ন্ত এবং তারপরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবার সময়) পাথরের টুকরা নাড়াচাড়া করে সে অন্যায় কাজ করে। (মুসলিম)

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পবিত্র মাটি মুসলমানদের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের উপরে মাত্রারিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার নিয়ত যদি আমার না হতো , তাহলে আমি তাদের কে নির্দেশ দিতাম এশার নামায বিলম্ব করে পড়ার এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযে মেসওয়াক করার। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭. মৃত্যু ও জীবন

(ক) আল কুরআন

"কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে, আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে, সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শোকরকারীদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দেবো।"

সূরা আলে ইমরান: ১৪৫

"অবশেষে প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে সেখানে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর এ দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সূরা আলে ইমরান: ১৮৫

"আর মৃত্যু, সে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা কোন মজবুত প্রাসাদে অবস্থান করলেও। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে। বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কি হয়েছে, কোন কথাই তারা বোঝে না।" সূরা আন্ নিসা: ৭৮

"তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তারপর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন জীবনের একটি সময়সীমা এবং আর একটি সময়সীমাও আছে, যা তাঁর কাছে স্থিরীকৃত, কিন্তু তোমরা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত রয়েছো।" সূরা আল আন'আম: ০২

"যখন তাদের সময় (মৃত্যু) আসে তখন তারা মুহূর্তকাল অগ্রবর্তী বা পশ্চাৎবর্তী হতে পারে না।" সুরা আন্ নাহ্‌ল: ৬১

"আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যুদান করেন, আবার তোমাদের কাউকে নিকৃষ্টতম বয়সে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, যখন সবকিছু জানার পরেও যেন কিছুই জানে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহই জ্ঞানেও পরিপূর্ণ এবং ক্ষমতায়ও। সূরা আন্ নাহল : ৭০

"আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, আর ওর মধ্যেই তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং তার থেকেই একদিন আবার তোমাদের বের করে আনব।" সূরা ত্বা-হা: ৫৫

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি, শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।" সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫

"তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই আবার তোমাদের জীবিত করবেন; সত্য বলতে কি, মানুষ বড়ই সত্য অস্বীকারকারী।" সূরা আল হাজ্জ: ৬৬

"হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো ! আমার যমীন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা আমার বন্দেগী করো। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।" সূরা আল 'আনকাবূত: ৫৬-৫৭

"তিনি জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।" সূরা আর রূম: ১৯

"কোন প্রাণীই জানেনা আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে। না কেউ জানে, তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে। আল্লাহই সবকিছু জানেন, সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল।" সুরা লুকমান: ৩৪

"হে মুহাম্মদ (সা:)! তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরকেও একদিন মরতে হবে। বস্তুত: তোমরা সকলে তোমাদের প্রভুর সন্নিধানে মহাপ্রলয়ের দিনে বাদ বিসম্বাদ করতে থাকবে।" সূরা আয্ যুমার: ৩০-৩১

"তিনিই প্রাণ সঞ্চারকারী এবং মৃত্যুদানকারী। তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শুধু একটি নির্দেশ দেন যে, তা হয়ে যাক, আর তখনি তা হয়ে যায়।" সূরা আল মু'মিন: ৬৮

"তাদের বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো তা তোমাদের কাছে আসবেই তারপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করেছিলে।"
সূরা আল জুম'আ: ০৮

"প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আলাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয় আলাহ্ পুরোপুরি অবহিত।"
সূরা আল মুনাফিকুন: ১১

"কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে রসুল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও: হাঁ, আমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় তাদের উত্থিত করা হবে, তখন তোমাদের জ্ঞাত করানো হবে, আর আল্লাহর নিকট একাজ অতি সহজ।"
সূরা তাগাবুন: ০৭

"পুণ্যময় তিনি যার হাতে রাজত্ব। তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে আমলে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" সূরা আল মুলক: ০১-২

"আল্লাহ তোমাদের যমীন হতে উদ্ভূত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি আবার এতে প্রত্যাবর্তিত করাবেন এবং (এর মধ্যে হতে) বের করবেন যথাযথ প্রকারে।" সূরা নূহ: ১৭-১৮

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দুনিয়ার স্বাদ-গন্ধকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশী বেশী স্মরণ কর। তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর মৃত্যু আসার আগেই যেন মৃত্যুর জন্য দো'আ না করে। কারণ মানুষ যখন মরে যায় তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। মু'মিনের জীবনকাল বৃদ্ধি পেলে তাতে তার কল্যাণই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (বুখারী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হওয়ার দরুণ মৃত্যু কামনা না করে। কিছু বলতে সে যদি একান্ত বাধ্যই হয়ে পড়ে তাহলে যেন (এরূপ) বলে: হে আল্লাহ আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর। আমাকে মৃত্যু দান কর যখন আমার মৃত্যু কল্যাণকর হয়।

(বুখারী ও মুসলিম)
রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সৎ কাজগুলোর কথা উল্লেখ কর এবং তাদের দুষ্কর্মগুলোর কথা উল্লেখ করো না।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল হে রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম: লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেলেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী)

১৮. কবর

(ক) আল কুরআন

"অবশেষে তার প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা তার ভাইকে মেরে ফেলা তার জন্য সহজ করে দিল এবং তাকে মেরে ফেলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকিয়ে ফেলবে (অর্থাৎ কবর দেবে)। এ দৃশ্য দেখে সে বললো, হায় আফসোস ! আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না যাতে নিজের ভাইয়ের লাশটিও লুকাতে পারি।" সূরা আল মায়েদাহ: ৩০-৩১

"তারপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন ও কবরে পৌঁছে দিয়েছেন।" সূরা আবাসা: ২১-২২

"যখন কবরগুলো খুলে ফেলা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনের ও পেছনের সবকিছু জেনে যাবে।" সূরা আল ইনফিতার: ৪-৫

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।" সূরা আত তাকাসুর: ০১-২

(খ) আল হাদীস

বারায়া বিন আজেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কবর আজাব সম্বন্ধে অহী অবতীর্ণ হয়েছে; যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করবেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে: তোমার প্রভু কে ? সে উত্তর দেবে, আমার প্রভু আল্লাহ এবং আমার নবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। (বুখারী ও মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: কবর যিয়ারত করে কি পাঠ করব ? তিনি বললেন: বল, এইসব আবাসের

মুমিন এবং মুসলমান অধিবাসীগণের প্রতি সালাম। আমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে এবং পরে যারা আসবে, তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন এবং আল্লাহর ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হব। (মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবর আজাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: কবর আযাব সত্য। ইহার পর তাঁকে কবর আযাব হতে রক্ষা পাবার প্রার্থনা না করে কোন নামায পড়তে আমি দেখি নাই।
(বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যদি কোন লোক জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসে এব তাতে তার কাপড় পুড়ে চামড়ায়ও লেগে যায় (চামড়াও পুড়ে যায়), তবু তা তার জন্য কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

উস্‌মান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ। যদি সে ইহা হতে মুক্তি পায়, ইহার পরে যা ঘটবে তা ইহা হতে সহজতর হবে। ইহা হতে মুক্তি না পেলে ইহার পরে যা ঘটবে তা অধিকতর তীব্র হবে। তিনি আরও বলেছেন: আমি এমন কোন ভীষণ স্থান দেখি নাই যা কবর হতেও অধিক ভীষণ। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, তা যিয়ারত কর, কেননা ইহা দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় এবং পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইবনে মাযাহ্)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর কোন রকম নির্মাণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

আবু আমর ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুর্দাকে দাফন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলতেন: তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং জবাবদিহির সময় যাতে সে দৃঢ়পদ থাকে সেজন্য দোআ কর। কারণ এই মুহূর্তেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (আবু দাউদ)

১৯. কবর থেকে উত্তোলন ও আখেরাত[১৭]

(ক) আল কুরআন

"আর সেই দিনকে ভয় করো , যে দিন কেউ কারো কাজে আসবে না, কারোর থেকে ফিদিয়া (বিনিময়) গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও কোন সাহয্য পাবে না ।" সূরা আল বাকারাহ: ১২৩

"দুনিয়ার জীবন তো একটি খেল-তামাসার ব্যাপার । আসলে যারা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই ভালো । তবে কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে না ?" সূরা আল আন'আম: ৩২

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে ও কখন হবে ? বলে দাও, "এক মাত্র আমার রবই এর জ্ঞান রাখেন । সাঠক সময়ে তিনিই তা প্রকাশ করবেন । আকাশ ও পৃথিবীতে তা হবে ভয়ংকর কঠিন সময় । সহসাই তা তোমাদের ওপর এসে পড়বে ।" তারা তোমার কাছে এ ব্যাপারে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন তুমি তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? বলে দাও, "একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন । কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্যটি জানে না । " সূরা আল আ'রাফ: ১৮৭

" (আজ তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মত্ত হয়ে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন (এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন ঠেকবে) যেন মনে হবে তারা পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে নিছক ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করেছিল । (তখন প্রমাণিত হবে যে) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে । আর তারা কখনোই সত্য ও সঠিক পথে ছিল না ।" সূরা ইউনুস: ৪৫

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার সহকারে কাজ করতে থেকেছে আখেরাতের প্রতিদান তাদের জন্য অনেক বেশী ।" সূরা ইউসুফ: ৫৭

"(এদের সবার ফয়সালা সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে আর কারো প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না ।" সূরা আন্ নাহ্ল; ১১১

"কিন্তু দেখো, দুনিয়াতেই আমি একটি দলকে অন্য একটির ওপর কেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছি এবং আখেরাতে তার মর্যাদা আরো অনেক বেশী হবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বও আরো অধিক হবে ।" সূরা বনী ইস্রাঈল: ২১

"সেদিনটি অচিরেই আসবে যেদিন মুত্তাকীদেরকে মেহমান হিসাবে রহমানের সামনে পেশ করবো এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত পশুর মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে

[১৭] মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরাম্ভ হবে তাকে আখেরাত বলে ।

নিয়ে যাবো । সে সময় যে রহমানের কাছ থেকে পরোয়ানা হাসিল করেছে তার ছাড়া আর কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না ।" সূরা মার্‌য়াম: ৮৫-৮৭

"সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না, তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে পসন্দ করেন ।" সূরা ত্বা-হা: ১০৯

"আর এই (এক কথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে ।" সূরা আল হাজ্জ: ০৭

"আসলে যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি তাদের কৃতকর্মকে সুদৃশ্য করে দিয়েছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় ।এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখেরাতে এরাই হবে সবরচয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ।" সূরা আন নাম্‌ল: ৪-৫

"সে আখেরাতের গৃহ তো আমিই তাদের জন্য নিদিষ্ট করে দেবো যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই চায় না এবং চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে । আর শুভ পরিণাম রয়েছে মুত্তাকিদের জন্যই ।" সূরা আল কাসাস: ৮৩

"আর এ দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় । আসল জীবনের গৃহতো হচ্ছে পরকালীন গৃহ, হায় ! যদি তারা একথা জানতো ।" সূরা আল 'অনকাবূত: ৬৪

"তারপর একটি শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হবার জন্য কবর থেকে বের হয়ে পড়বে । তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ । কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল ? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন ।" সূরা ইয়া-সীন: ৫১-৫২

"আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে ।" সূরা ইয়া-সীন: ৫৪

"যে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র চায় আমি তার কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে দেই । আর যে দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র চায় তাকে দুনিয়ির অংশ থেকেই দিয়ে থাকি । কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই ।" সূরা আশ শূরা: ২০

"তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী বিপদের (কিয়ামতের) খবর এস পৌঁছেছে কি? কিছু চেহেরা সেদিন হবে ভীতি কাতর, কঠোর পরিশ্রম রত, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত । তারা জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে ।" সূরা আল গাশিয়াহ: ০১-৪

"নিসন্দেহে তোমার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে উত্তম ।" সূরা আদ দূহা: ৪

"যখন পৃথিবীকে প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দেয়া হবে । পৃথিবী তার ভেতরের সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে । আর মানুষ বলবে, এর কী হয়েছে ? সেদিন সে তার নিজের

(ওপর যা কিছু ঘটেছে সেই) সব অবস্থা বর্ণনা করবে। কারণ তোমার রব তাকে (এমনটি করার) হুকুম দিয়ে থাকবেন।" সূরা আয যিলযাল: ০১-৫

"তবে কি সে সেই সময়ের কথা জানে না যখন কবরের মধ্যে যা কিছু (দাফন করা) আছে সেসব বের করে আনা হবে এবং বুকের মধ্যে যা কিছু (লুকানো) আছে সব বের করে এনে যাচাই করা হবে? অবশ্য সেদিন তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত থাকবেন।" সূরা আল আদিয়াত: ০৯-১১

(খ) আল হাদীস

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনরুজ্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে। (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কতক কবরের পাশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় সে দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল কুবুরে। অর্থাৎ, হে কবরবাসীরা, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! ক্ষমা করুন আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের। তোমরাতো আমাদের পূর্বসূরী। আমরা তোমাদের উত্তরসূরী। (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন তাকে তার (পরকালে) ঠিকানা সকাল সন্ধ্যায় দেখান হবে। সে জান্নাতী হলে জান্নাত আর জাহান্নামী হলে জাহান্নাম দেখতে পাবে। (বুখারী)

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, (১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবহিত করেছে ? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে ? (৩) ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে ? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে ? এবং সে (দ্বীনের) যতোটুক জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে ? (তিরমিযী)

২০. আলাহ্‌র উপর ভরসা[১৮]

(ক) আল কুরআন

"তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো ।"
সূরা আলে ইমরান: ১৫৯

"আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তিই তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না । আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত ।" সূরা আলে ইমরান: ১৬০

"আর যাদেরকে লোকেরা বললো: : "তোমাদের বিরদ্ধ বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটেছে । তাদেরকে ভয় করো", তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে: " আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী ।" সূরা আলে ইমরান: ১৭৩

"আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে মু'মিন হও ।" সূরা আল মায়েদাহ: ২৩

"তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে এবং চুপে চুপে । অবশ্যি তিনি সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না ।" সূরা আল আরাফ: ৫৫

"(হে নবী) আপনি বলুন, আল্লাহ তা'য়লা আমাদের জন্য যা নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া আমার কাছে কিছুই পৌঁছবে না । তিনি আমাদের অভিভাবক । আলাহ্‌র উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত ।" সূরা আত্-তাওবা: ৫১

"অমার ভরসা অল্লাহর ওপর, যিনি আমার রব তোমাদেরও রব । তিনিহি প্রতিটি প্রাণীর ভাগ্যনিয়ন্তা । নিসন্দেহে আমার রব সরল পথে আছেন ।" সূরা হুদ: ৫৬

"হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট ক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে কথার গভীরে প্রবেশ করা শিখিয়েছো । হে অকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ! দুনিয়ায় ও আখেরাতে তুমিই আমার অবিভাবক । ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তরভুক্ত করো ।" সূরা ইউসুফ: ১০১

"তাদের রসূলরা তাদেরকে বলে, "যথার্থই আমরা তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই । কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন । আর

---

[১৮] হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার নাম আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) নয়, বরং আল্লাহর দেয়া সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণ সমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্য তাঁর উপর নির্ভর করার নামই হচ্ছে **আল্লাহর উপর ভরসা** ।

তোমাদের কোন প্রমাণ এনে দেবো, এ ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রমাণ তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে আসতে পারে এবং ঈমানদারদের আল্লাহরই ওপর ভরসা রাখা উচিত। আর আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করবো না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদের যে যন্ত্রণা দিচ্ছো তার ওপর আমরা সবর করবো এবং ভরসাকারীদের ভরসা আল্লাহরই ওপর হওয়া উচিত।"

সূরা ইব্রাহীম: ১১-১২

"আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়। তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন "মুসলিম" এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটাই) যাতে রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর। কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড় ভালো সাহায্যকারী তিনি।"

সূরা আল হাজ্জ: ৭৮

আর সেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কর যিনি চিরঞ্জীব ও অমর।" সূরা আল ফুরকান: ৫৮

"তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।" সূরা আশ শু'আরা: ৩৬

"অতএব, (হে নবী) আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।" সূরা আন-নমল: ৭৯

"আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লুঅহই যথেষ্ট।"

সূরা আল আহ্যাব: ৩

"আর তোমাদের রব বলেছেন: আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"

সূরা ফাতির: ৬০

"তোমরা যদি এদের জিজ্ঞেস করো যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছেন ? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ। এদের বলে দাও , বাস্তব ও সত্য যখন এই তখন আল্লাহ যদি আমার ক্ষতি করতে চান তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেবীদের তোমরা পূজা করো তারা কি তাঁর ক্ষতির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ যদি আমাকে রহমত দান করতে চান তাহলে এরা কি তাঁর রহমত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? তাদের বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তারই ওপর ভরসা করে।" সূরা আয যুমার: ৩৮

"আজ তোমাদেরকে আমি যা বলেছি অচিরেই এমন সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক ।" সূরা আল মু'মিন: ৪৪

"হে আমাদের মালিক ! আমরা তো কেবল তোমার উপর ভরসা করেছি এবং তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং আমাদের তো তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।"
সূরা আল্ মুমতাহানা: ০৪

"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে আল্লাহ রিযিক দেবেন। বস্তুত: যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আর আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।" সূরা তালাক: ০৩

(খ) আল হাদীস

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাড়ী থেকে বের হতেন তখন বলতেন: "আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং তাঁর উপর ভরসা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেন আমি গোমরাহ্ না হই অথবা আমাকে গোমরাহ্ না করা হয়। আমি যেন দ্বীন থেকে সরে না যাই অথবা আমাকে সরিয়ে না দেয়া হয়। আমি যেন কারও উপর যুলুম না করি অথবা আমার উপর যুলুম না করা হয়। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি অথবা আমি মূর্খতার শিকার না হয়ে যাই। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করবো, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করো। (তিরমিযী)

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: তোমরা যদি সত্যিকারভাবেই আল্লাহর উপর ভরসা করো তবে তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। ভোরবেলা পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ইব্রাহিম (আ:) যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া' নি'য়ামাল ওয়াকিল' (আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্ঠপোষক)। এ বাক্যটি রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যখন লোকেরা (মুসলমানদের), বলল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে লোকরা (শত্রুবাহিনী) একতাবদ্ধ হয়েছে তাদের ভয় করো। (এ হুমকি) মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া' নি'য়ামাল ওয়াকিল'। (বুখারী)

২১. আল্লাহকে ভয় করা

(ক) আল কুরআন

"হে বনি ইসরাঈল! তোমাদের প্রতি আমার দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ কর এবং আমার সাথে তোমাদের কৃত ওয়াদাসমূহ পালন করো। তবে আমিও আমার ওয়াদা পূর্ণ করবো। আর তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।" সূরা আল বাকারাহ: ৪০

"কদাচ তাদের ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। আর এ জন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেব।" সূরা আল বাকারাহ: ১৫০

"তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, হয়তো তোমরা সাফল্য লাভে সক্ষম হবে।" সূরা আল বাকারাহ: ১৫৯

"হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।" সূরা আল বাকারাহ: ১৯৭

"আল্লাহর সামনে অনুগত ও বিনীত হয়ে দাঁড়াও।" সূরা আল বাকারাহ: ২৩৮

"সেদিন আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সামনে উপস্থিত পাবে, তা ভালো কাজেই হোক আর মন্দ কাজ। সেদিন মানুষ কামনা করবে,হায়! যদি এখনো এই দিন এর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতো! আলাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। আর তিনি নিজের বান্দাদের গভীর শুভাকাংখী। সূরা আলে ইমরান: ৩০

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" সূরা আলে ইমরান: ১০২

"অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক।" সূরা আলে ইমরান: ১৭৫

"বিপরীত পক্ষে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্য এমন সব বাগান রয়েছে, যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর সরঞ্জাম। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেক লোকদের জন্য তাই ভালো।" সূরা আলে ইমরান: ১৯৮

"হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" সূরা আলে ইমরান: ২০০

"তাদেরকে বলো: দুনিয়ার জীবন ও সম্পদ অতি সামান্য এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষের জন্য আখেরাতেই উত্তম। আর তোমাদের উপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।" সূরা আন্ নিসা: ৭৭

"নেকী ও আল্লাহ ভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর।" সূরা আল মায়েদাহ: ০২

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর দরবারে নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করো, তাঁর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো, সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" সূরা আল মায়েদাহ: ৩৫

"আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" সূরা আল মায়েদাহ: ৫৭

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের কষ্টিপাথর দান করবেন এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।" সূরা আল আনফাল: ২৯

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো ও সত্যবাদীদের সহযোগী হও।" সূরা আত্ তাওবা: ১১৯

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নি:সন্দেহে কিয়ামতের কম্পন ভীষণ (ভয়ংকর) জিনিস। সেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদায়নী নারীরা তাদের নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, প্রত্যক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমন কঠিন।" সূরা আল হাজ্জ: ০১-২

"আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং, আমাকে ভয় কর।" সূরা নাহ'ল: ০২

"আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া (আল্লাহ ভয়) অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।" সূরা নাহ'ল: ১২৮

"আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং, আমাকেই ভয় কর।" সূরা মু'মিনুন: ৫২

"আর সফলকাম তারাই যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।" সূরা আন্ নূর: ৫২

"হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞনী।" সূরা আল আহযাব: ০১

"আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাঁকে ভয় করে। নিসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল।" সূরা ফাতের: ২৮

"বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর।" সূরা যুমার: ১০

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" সূরা আল হুজরাত: ০১

"আল্লাহকে ভয় কর, যাতে অনুগ্রহ লাভ করতে পার।" সূরা আল হুজরাত: ১০

"আল্লাহকে ভয় কর! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" সূরা আল হুজুরাত: ১২

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রসূল (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর ওপর ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুন রহমত দান করবেন, তোমাদের সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" সূরা আল হদীদ: ২৮

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দুটি উদ্যান থাকবে" সূরা আর রহমান: ৪৬

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন আলাপ-আলাচনায় লিপ্ত হও তখন পাপ, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার কথা বলাবলি করো না, বরং সততা ও আল্লাহভীতির কথাবার্তা বল এবং যে আল্লাহর কাছে হাশরের দিন তোমাদের উপস্থিত হতে হবে, তাঁকে ভয় করো।" সূরা আল মুজদালাহ: ০৯

"মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ, আগামীকালের (পরকাল) জন্যে সে কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। আলাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।" সূরা হাশর: ১৮

"যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেন।" সূরা আত তালাক: ০৫

"তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই একমাত্র ক্ষমা করার অধিকারী।" সূরা আল মুদ্দাচ্ছির: ৫৬

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসে না এবং পুত্রও তার পিতার উপকার করতে পারবে না।" সূরা লুকমান: ৩৩

"যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" সূরা মুলক: ১২

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল: সবচেয়ে সম্মাননীয় ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহভীরু। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেন: তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় কর, রমযানের রোযা পালন কর, নিজেদের মালের যাকাত দাও এবং নিজেদের শাসকবর্গের বৈধ হুকুমের আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা রহমতের ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে আল্লাহর কথা (এমনভাবে) স্মরণ করে যে, তার চোখ দু'টি অশ্রু বর্ষণ করে। (বুখারী)

২২. জ্ঞানের মর্যাদা

(ক) আল কুরআন

"তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।"
সূরা আল বাকারাহ: ২৬৯

"যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ ও মূর্খ ? উপদেশ তো শুধু জ্ঞানী মানুষেরাই গ্রহণ করে।" সূরা আর্ রা'দ: ১৯

"বলো, হে আমার প্রভু। আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" সূরা ত্বা-হা: ১১৪

"এদেরকে জিজ্ঞেস করো, যে জানে এবং যে জানে না, এরা উভয় কি কখনও সমান হতে পারে ? বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।"
সূরা আয্ যুমার: ০৯

"অনুরুপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু ও চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহকে একমাত্র তারাই ভয় করে যারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান রাখে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল।" সূরা আল ফাতির: ২৮

"হে ঈমানদারগণ! মজলিসে জায়গা করে দিতে বলা হলে জায়গা করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন চলে যেতে বলা হবে, তখন চলে যেও। তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমানদারদের মধ্যে) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা করো।" সূরা আল মুজাদালাহ: ১১

"পড়ো (হে নবী), তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সেই প্রভুর নামেই পড়ো, যিনি সম্মানিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।" সূরা আল- আলাক: ০১-৫

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে (এর বিনিময়) আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মানুষ যখন মারা যায়, তাঁর সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব জারী থাকে: সদকায়ে জারীয়া, এমন ইল্‌ম (বিদ্যা) যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যে সব বস্তু আছে সেগুলোও অভিশপ্ত। তবে অভিশপ্ত নয় কেবল আল্লাহর যিকর ও তাঁর আনুগত্য এবং আলেম ও ইল্‌ম হাসিলকারী। (তিরমিযী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম অর্জন করা ফরয। (ইবনে মাযাহ)

রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শয়তানের বিরুদ্ধে একজন জ্ঞানী এক হাজার আবেদের চেয়েও উত্তম। (তিরমিযী)

২৩. মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা

(ক) আল কুরআন

"হে রসূল! বলে দিন, তোমরা যদি কিছু আর্থিকভাবে দান করে থাকো তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনকে দান করো।" সূরা আল বাকারাহ: ২১৫

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন বস্তুর শরীক করো না এবং মাতা-পিতার প্রতি উত্তম আচরণ করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, পাশাপাশি চলার সাথী, পথিক-মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতিও সদয় ব্যবহার কর।" সূরা আন্ নিসা: ৩৬

"আর তোমার পালনকর্তা হুকুম করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না এবং মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহু" শব্দ পর্যন্ত বলো না এবং ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে: হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া ও মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"
সূরা বনী ইস্রাঈল: ২৩-২৪

"আমি মানুষকে নিজের মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার মাতা-পিতা তোমাকে আমার সাথে শিরক্ করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে সর্ম্পকে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।"
সূরা আল আনকাবুত: ০৮

"আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাগিদ করেছি। তার মা দূর্বলতার পর দূর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়াতে (সেই জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি)। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের মাতা-পিতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।" সূরা লুকমান: ১৪

"আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল এবং কষ্ট করেই প্রসব করেছিল। তাকে গর্ভে দারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমন কি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছে: "হে আমার রব, তুমি আমাকে ও অমার মাতা-পিতাকে যে সেব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ করো। আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত"। সূরা আল আহক্বাফ: ১৫

(খ) আল হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ? তিনি বললেন: ঠিক সময় নামায পড়া। আমি আবার বললাম, অত:পর কোনটি ? তিনি বললেন: মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায়

জিজ্ঞেস করলাম,অত:পর কোন কাজটি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: কোন সন্তানই তার পিতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় দেখে এবং ক্রয় করে আযাদ করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার বেশী অধিকারী কে ? তিনি বললেন : তোমার মা। সে বলল, অত:পর কে ? তিনি বললেন : তোমার মা। সে বলল,অত:পর কে ? তিনি বললেন: তোমার মা। সে বলল, অত:পর কে ? তিনি বললেন: তোমার পিতা। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি-মলিন হোক , ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি-মলিন হোক, যে তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে' আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরাত করার বাই'আত কবুল করতে চাই এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি বললেন: তোমার মাতা-পিতার কেউ কি জীবিত আছে ? সে বলল, হাঁ, বরং উভয়ই (জীবিত আছে)। তিনি বললেন: এরপরও তুমি আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা কর? সে বলল, হাঁ, তিনি বললেন: মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং তাদের খেদমত কর। (বুখারী)

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। আমি আলাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার মা আমার কাছে এসেছেন অথচ তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং, আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো? রসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেলেন- হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম আচরণ করো। (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে' আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কবিরা গুনাহসমূহ হল- আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কোন মানুষকে হত্যা এবং মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে' আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণাহ হলো- কোন লোক তার মাতা-পিতার উপর লা'নত করা। আল্লাহর রসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম! কিভাবে একজন লোক তার মাতা-পিতার উপর লা'নত করতে পারে? রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:একজন অপরজনের ব্যাপারে গালি দেয়। তখন সেও ঐ লোকের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। (বুখারী)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। সাআদ ইবনে উবাদাহ রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার মায়ের মান্নত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন- যে মান্নত পুরা করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফতোয়া দিলেন।তার পক্ষ থেকে মান্নত পুরা করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জারয়ানা নামক স্থানে গোশ্ত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে তাঁর নিকটবর্তী হলে রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম উনি কে? লোকেরা বললো ইনি তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন। (আবু দাউদ)

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে বললেন, হে আল্লাহ রসূল সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি হক আছে ? তিনি বললেন তারা তোমার বেহেশত ও দোযখ। (ইবনে মাজা)

২৪. মাতা-পিতার জন্য দোয়া

(ক) আল কুরআন

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং মুমিনদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও।" সূরা ইব্রাহীম: ৪১

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমার মাতা-পিতা উভয়ের প্রতি রহম করুন যেমন তারা আমাকে শৈশবে অতি মমতার সাথে প্রতিপালন করেছেন।" সূরা বনী ইসরাঈল: ২৪

"হে আমার মালিক! তুমি আমাকে তওফিক দাও যাতে করে আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে তুমি যেসব নিয়ামত দান করেছো, আমি যেন বিনয়ের সাথে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি। আমি যেন এমন সব নেককাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো। অত:পর তুমি তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে তোমার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।" সূরা আন্ নামল: ১৯

"হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে যে সব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফিক দাও যা তুমি পছন্দ করো। আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করেছি । আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" সূরা আল আহক্বাফ: ১৫

"হে আমার প্রতিপালক আমাকে, আমার মাতা-পিতা ও আমার গৃহে মু'মিনরূপে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করো।" সূরা নূহ: ২৮

(খ) আল হাদীস

আবু উসায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলূল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় বণী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে কি? তা কিভাবে করতে হবে ? তিনি বললেন: হাঁ, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা; এ কারণে যে এরা তাদেরই আত্মীয় এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। (আবু দাউদ)

২৫. সন্তানসহ জান্নাত

(ক) আল কুরআন

"যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব।" সূরা আত্ তুর: ২১

২৬. মু'মিনের[১৯] বৈশিষ্ট্য (পরহেযগার/মুত্তাকী)

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের মুখ পূর্ব দিক বা পশ্চিম দিকে ফেরাবার মধ্যে কোনই পূণ্য ও কল্যাণ নেই; বরং সৎকাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা, আলাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দান করবে। অংগীকার করলে তা পূর্ণ করে এবং অর্থ সংকটে, দুঃখ-দারিদ্রে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে অবিচলিত থাকে-তারাই হচ্ছে সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী (পরহেযগার)।" সূরা আল বাকারাহ: ১৭৭

"মু'মিনরা যেন কখনো ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্টপোষক, বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে,আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরেযেতে হবে।"
সূরা আল ইমরান: ২৮

"আর যারা (মু'মিনেরা) আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরেকে এমন সব বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরস্থায়ীভাবে, তারা সেখানে পবিত্র স্ত্রীদেরকে লাভ করবে এবং তাদেরকে আমি আশ্রয় দেবো ঘন স্নিগ্ধ ছায়াতলে।"সূরা আন্ নিসা: ৫৭

"প্রকৃত যারা মুত্তাকী (পরহেযগার), তাদের অবস্থা হলো, শয়তানের প্ররোচনায় কোন খারাপ খেয়াল যদি তাদেরকে স্পর্শ করেও তারা সংগে সংগে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ কোনটি তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়।" সূরা আরাফ: ২০১

"সাচ্চা মু'মিন তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেপেঁ ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে। তারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, ভুলত্রুটির ক্ষমা ও উত্তম রিযিক।" সূরা আল আনফল: ০২-৪

---

[১৯] আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একক সত্ত্বা,তাঁর প্রেরিত রসূল,ফেরেশতা, কিতাব,পরকাল এবং তকদীর এর উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারীকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মু'মিন বলা হয়।

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাতদেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ এ মু'মিন নর-নারীকে আলাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন জান্নাত দান করবেন যার পাদদেশে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সুবজ জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা আলাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" সূরা আত তাওবা: ৭১-৭২

"(মু'মিনেরা)আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে বিচরণকারী, তাঁর সামনে রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর হে নবী! এ মু'মিনদেরকে সুখবর দাও !" সূরা আত তাওবা: ১১২

"যারা মু'মিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাাই অন্তরে প্রশন্তি এসে থাকে। জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ আসলে সেই জিনিস যার দ্বারা দিল পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে।" সূরা আর্ রা'দ: ২৮

"মু'মিনদেরকে আল্লাহ একাট শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেন আর জালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা চান তাই করেন।" সূরা ইব্রাহীম: ২৭

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন,যারা পরহেযগার ও সৎ কাজ করে।"
সূরা আন নাহ্ল: ১২৮

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল মু'মিনদের জন্য দয়াময় আল্লহ তাদেও জন্য (মানুষের অন্তরে) মহব্বত পয়দা করে দেন।" সূরা মর্য়াম: ৯৬

"সেই সব মু'মিনরা নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে যারা:

- নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত হয় ;
- বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে ;
- যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে ;
- নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ;
- নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদর কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না ;
- তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমলিংঘনকারী ;
- নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ;

- এবং নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে,
  তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসাবে ফিরদাউস লাভ করবে এবং সেখানে তারা থকবে চিরকাল ।"

সূরা আল ম'মিনূন: ০১-১১

"তোমাদের মধ্যে সত্যিকার মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে,তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদের দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন ।" সূরা আন্ নূর: ৫৫

"হে মু'মিনগন, তোমরা আল্লাহেকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা দান করবেন ।" সুরা মুহাম্মাদ:৭

"মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই । অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও । আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে ।" সূরা আল হুজরাত: ১০

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে সম্মানীয় যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী ।" সূরা আল হুজরাত: ১৩

"প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি । তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে । তারাই সত্যবাদী । " সূরা আল হুজরাত: ১৫

(খ) আল হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনে আ'মর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে । মুত্তাকী সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে । (বুখারী ও মুসলিম)

নাওয়াস ইব্নে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নেকি ও সততা সৎচরিত্রের অপর নাম । অপর দিকে গুনাহ হল যা তোমার অন্তরে সন্দেহের অবতারণা করে এবং লোকে তা জেনে ফেলুক তা তোমার নিকট অপছন্দনীয় । (মুসলিম)

ওয়াবেসা ইব্নে মা'বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম। তিনি বললেন: তুমি কি ভাল (ও মন্দ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার অন্তরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো (তাহলে অন্তরই তার সাক্ষ্য দেবে)। ভাল ও সৎ স্বভাব হল: যার ওপর নফস তৃপ্ত থাকে এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে থাকে। আর গুনাহ হল যা মনে খটকা ও সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং অন্তরে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার উদ্রেক করে যদিও লোক তোমাকে ফতোয়া দিক বা তোমাকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করুক। (মুসনাদে আহমদ ও দারিমী)

আব্দুল্লাহ ইব্নে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা মু'মিনদেরকে পারস্পরিক দয়া ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয় পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোর জর এবং নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। (বুখারী ওমুসলিম)

২৭. সত্যনিষ্ঠা

(ক) আল কুরআন

"এটি এমন একটি দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করে। তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" সূরা আল মায়েদাহ: ১১৯

"এদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে একটু চলাফেরা করে দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।" সূরা আল আন 'আম: ১১

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" সূরা আত তাওবা: ১১৯

"একথা সুনিশ্চিত যে, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম, মুমিন, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" সূরা আল আহ্যাব: ৩৫

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে।" সূরা আল আহ্যাব: ৭০-৭১

(খ) আল হাদীস

'ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: সত্যনিষ্ঠা সততার পথ দেখায়। আর সততা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দিক' (সত্যনিষ্ঠ) নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় এবং অশ্লীলতা দোজখের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট 'মিথ্যুক' নামে অভিহিত হয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

'আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ কথাগুলো মুখস্থ করেছি: যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় তা ছেড়ে দিয়ে যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তাই গ্রহণ করো। সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশান্তিদায়ক, আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী। (তিরমিযী)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একজন সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী আখেরাতে নবী সিদ্দিক (সত্যবাদী) এবং শহীদগণের সাথে থাকবে। (তিরমিযী)

২৮. সৎ কাজ

(ক) আল কুরআন

"যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং চিন্তিতও হবে না।" সূরা আল বাকারাহ: ১১২

"তোমরা যে কোন সৎ কাজ কর তা আল্লাহ জানেন।" সুরা আল বাকারাহ: ১৯৭

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হরেব, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে; ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং খরাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারই সফলকাম হবে।" সুরা আলে ইমরান: ১০৪

"তোমরা সর্বোত্তম উম্মাত, তোমাদেরকে মানুষের (হেদায়েত ও সংস্কারের জন্য কর্মক্ষেত্রে) উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং খরাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।" সুরা আলে ইমরান: ১১০

"আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে তাদেরকে আমি এমন সব বাগিচায় প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। এটি আল্লাহর সাচ্চা ওয়াদা। আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্যবাদী কে হতে পারে ?" সূরা আন্ নিসা: ১২২

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাজির হবে সৎকাজ নিয়ে তার জন্য রয়েছে দশগুণ প্রতিফল আর যে ব্যক্তি অসৎ কাজ নিয়ে আসবে সে ততটুকুই প্রতিফল পাবে যতটুক অপরাধ সে করেছে এবং কারোর উপর যুলুম করা হবে না।" সূরা আল আন'আম: ১৬০

"হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করো। সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ো না।" সূরা আল আ'রাফ: ১৯৯

"আর দেখ, নামায কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর। আসলে সৎকাজ অসৎকাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক তাদের জন্য যারা আল্লাকে স্মরণ রাখে।" সূরা হূদ: ১১৪

"যারা দুনিয়ায় ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করানো হবে যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে চিরকাল বসবাস করবে। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে শান্তি ও নিরাপত্তার মোবারকবাদ সহকারে।" সূরা ইব্রাহীম: ২৩

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।" সূরা আল কাহ্ফ: ৩০

"তোমরা কল্যাণকর কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"
সূরা আল হাজ্জ: ৭৭

"যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভালো ফল এবং যে কেউ খারাপ নিয়ে আসে তার জানা উচিৎ যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করত ঠিক তেমনটিই প্রতিদান পাবে।" সূরা আল কাসাস: ৮৪

"আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দুস্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেবো।"
সুরা আল' আনকাবূত: ০৭

"আর যারা ঈমান এনেছে নেক (সৎ) কাজ করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা মেনে নিয়েছে- বস্তুত: তা তো তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অকাট্য সত্য কথা। আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন।" সূরা মুহাম্মদ : ০২

"আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্মপরায়ণ।"
সূরা আন নুহ: ১২৮

"আর যে কোনো ভাল কাজ তোমরা আগে করে রাখবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম ও বিরাট বিনিময়রূপে পাবে।" সূরা মুয্যম্মিল: ২০

"সৎকর্মশীল লোকেরা সুখে থাকবে; আর বদকার লোকেরা দোযখে থাকবে।"
সুরা আল ইনফেতার: ১৩-১৪

(খ) আল হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ সৎকাজ ও অসৎকাজ লিখে দিয়েছেন। তারপর তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব যে ব্যাক্তি কোন সৎকাজের সংকল্প করে তা করে না, তাকে আল্লাহ তা'আলা একটি পূর্ণ নেকীর সওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্পের পর উক্ত কাজ করে ফেলে, তবে আল্লাহ দশটি থেকে সাত শত পর্যন্ত এমনকি তার চেয়েও বেশী সওয়াব দান করেন। আর যদি কোন অসৎ কাজের সংকল্প করে তা না করে, তবে আল্লাহ তার বিনিময় একটি পূর্ণ সওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্প করার পর সেই অসৎ কাজটি করে ফেলে, তবে আল্লাহ একটি মাত্র গুনাহ লেখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু যার ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় করো এবং অসৎ কাজ করলে তারপর সৎ কাজ করো। তাহলে ভাল কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বাজে কাজ পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী)

আবু যার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন সৎকাজকে অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাই এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও হয়। (মুসলিম)

আনাস রাদিআলাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কাফের যখন কোনো সৎকাজ করে, তখন ইহকালেই তাকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে দেয়া হয়। আর ঈমানদারের সৎকাজগুলো আল্লাহ তা'আলা পরকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন এবং এর অনুসরণে ইহকালেও তাকে রিযিক প্রদান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তিকে তার রবের কাছে নিয়ে আসা হবে, এমনকি তাকে তাঁর রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখবেন। অতঃপর তাকে তার সমস্ত গুনাহের কথা স্বীকার করাবেন এবং বলবেন: তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো ? সে বলবে, হে আমার রব ! আমি চিনতে পারছি। তিনি বলবেন: ইহকালে আমি এটা তোমার ওপর ঢেকে রেখেছিলাম, আর আজ এটা তোমার জন্য মাফ করে দিচ্ছি। অতঃপর তাকে সৎকাজসমূহের আমলনামা প্রদান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে চুমু খেয়ে বসলো। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ গুনাহের কথা ব্যক্ত করলো। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন: "আর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই সৎ কাজসমূহ গুনাহের কাজসমূহকে মুছে ফেলে"- (সূরা হুদ:১১৪)। এ কথা শুনে লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি শুধু আমারই জন্য ? তিনি বললেন: আমার সমস্ত উম্মতের জন্যেই। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা সদা সত্য কথা বলবে, নিশ্চয়ই সত্য সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎ কাজ বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে আল্লাহর দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত থাকে। (মুসলিম)

২৯. আল্লাহর পথে ব্যয় (দান-খয়রাত)

(ক) আল কুরআন

"লোকেরা জিজ্ঞাসা করছে, আমরা কি ব্যয় করবো ? বলে দাও, যে অর্থই তোমরা ব্যয় কর না কেন তা নিজেদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর যে সৎকাজেই তোমরা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত হবেন।" সূরা আল বাকারাহ: ২১৫

"তোমাকে জিজ্ঞেস করছে: আমরা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবো ? বলে দাও: যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, হয়তো তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্য চিন্তা করবে।" সূরা আল বাকারাহ : ২১৯

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কেনাবেচা চলবে না, বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। আর যালেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে।" সূরা আল বাকারাহ: ২৫৪

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে: যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশটি করে শস্যকণা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান, তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্ত হস্ত ও সর্বজ্ঞ।" সূরা আল বাকারাহ : ২৬১

"যারা পূর্ণ মানসিক একাগ্রতা ও অবিচলতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে: কোন

উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয় । আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট । আর তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছে ।" সূরা আল বাকারাহ : ২৬৫

"হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো । তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিষ বাছাই করার চেষ্টা করো না । অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হও না, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো । তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত ।" সূরা আল বাকারাহ: ২৬৭

"তোমরা যে ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য । ভালো । তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তো অর্থ ব্যয় করে থাকো । কাজেই দান-খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না । সূরা আল বাকারাহ : ২৭২

"বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদের কে সচ্ছল বলে মনে করে । তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো । মানুষের পেছেনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয় । তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে , তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না । সূরা আল বাকারাহ : ২৭৩

"তোমরা নেকী অর্জন করতে পারো না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো । আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত ।" সূরা আলে ইমরান: ৯২

"আর আল্লাহ তাদেরকেও অপছন্দ করেন, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ কেবল মাত্র লোকদেরকে দেখাবার জন্য ব্যয় করে এবং আসলে না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর না আখেরাতের দিনের প্রতি । সত্য বলতে কি, শয়তান যার সাথী হয়েছে তার ভাগ্যে বড় খারাপ সাথীই জুটেছে ।" সূরা আন্ নিসা : ৩৮

"বাজে খরচ করো না । যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই, আর যারা শয়তান তারা রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ ।" সুরা বনী ইসরাঈল: ২৭

"তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয়

প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।"

সূরা আল ফুরকান: ৬৭

"আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে পরোয়ারদেগার, আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতাম। কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকেফহাল।" সূরা আল মুনাফিকুন: ১০-১১

"স্বচ্ছল লোক নিজের স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন, তার বেশী ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেননা। এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ অস্বচ্ছলতার পর প্রাচুর্যও দান করবেন।"

সূরা আত-তালাক: ০৭

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: একটি দীনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার মিসকীনকে দান করেছ আর একটি দীনার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। এ দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্য খরচ করেছ প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই সর্বোত্তম। (বুখারী)

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যে খরচই কর না কেন তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি যে গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিচ্ছ তাতেও। (বুখারী ও মুসলিম)

হাকিম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। আর তোমার পরিবার-পরিজনদের ওপর থকেই দান খয়রাত করতে শুরু করো। স্বচ্ছলতার পর যে সাদকা করা হয় সেটাই উত্তম সাদকা। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে পূণ্যবান ও পবিত্র বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি ধনী হতে চায় আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন| (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো, আমিও তোমাকে দান করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০. দান করে খোটা দেয়া

(ক) আল কুরআন

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে খোটা এবং কষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করে দিওনা, যে ব্যক্তি শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সে না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না আখেরাতের প্রতি। তার দৃষ্টান্ত এরূপ: যেমন একটি বিশাল পাথর যার উপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। এর উপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে গেল এবং প্রস্তরখন্ডটি নির্মল ও পরিস্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান-সদকা করে যে পূণ্য অর্জন করে তা তাদের কাজে আসে না। আল্লাহ কাফেরদের সৎপথ দেখান না।" সূরা আল বাকারাহ: ২৬৪

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে এবং খরচ করার পর ইহসান বা উপকার করার কথা বলে না কিংবা অনুগৃহীতকে খোটা দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর কাছে সুরক্ষিত। তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই।"

সূরা আল বাকারাহ: ২৬২

(খ) আল হাদীস

আবু যার রাদিয়ালাহু আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন না। আবু যার বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আবু যার আরো বলেন, এরা নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে আলাহর রসূল! এই লোকগুলো কারা? তিনি বলেন: কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে খোটাদানকারী, এবং মিথ্যা শপথ করে জিনিসপত্র বিক্রয়কারী। (মুসলিম)

৩১. ধৈর্য (সবর)

(ক) আল কুরআন

"সবর ও নামায সহকারে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয় যারা মনে করে, সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।"

সূরা আল বাকারাহ: ৪৫-৪৬

"হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।" সূরা আল বাকারাহ: ১৫৩

"আমি তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব। আর তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করেও পরীক্ষা করবো। (এ পরীক্ষায়) ধৈর্যশীলদেরকে সুখবর দাও। যখন তারা বিপদে পড়ে তখন বলে: নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।" সূরা আল বাকারাহ: ১৫৫ -১৫৬

"আর যারা অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই পরহেযগার।" সূরা আল বাকারাহ: ১৭৭

"(হে মুসলমানগণ!) তোমাদের অবশ্যই ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।" সূরা আলে ইমরান: ১৮৬

"হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থিদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" সূরা আলে ইমরান: ২০০

"আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তির দিন শেষ হয়ে যাবে। সবরের পথ অবলম্বন করো, অবশ্যই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।" সূরা আল আনফাল : ৪৬

"আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" সূরা আল আনফাল : ৬৬

"হে নবী! তোমার কাছে অহির মাধ্যমে যে হেদায়েত পাঠানো হচ্ছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর আল্লাহ ফায়সালা দান করা পর্যন্ত সবর করো এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো ফয়সালাকারী।" সূরা ইউনুস: ১০৯

"এবং ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ নেককারগণের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"
সূরা হুদ: ১১৫

"তোমাদের কাছে যা কিছু আছে খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো।" সূরা আন্ নাহ্ল: ৯৬

"তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দো'আ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে কত উত্তম।"
সূরা আল ফুরকান: ৭৫-৭৬

"আর আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন খারাপ করবেন না। যারা সংযমশীল ও সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদেরই সাথে রয়েছেন।" সূরা আন নাহল: ১২৭-১২৮

"আর হে নবী! সুসংবাদ দিয়ে দাও বিনয়ের নীতি অবলম্বনকারীদেরকে, যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই

তাদের ওপর আসে তার ওপর তারা সবর করে, নামায কায়েম করে এবং যা কিছু রিযিক তাদেরকে আমি দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" সূরা আল হাজ্জ: ৩৫

"তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দাহ্ দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি নির্ভরশীল।" সূরা সাদ: ১৭

"[হে নবী, (সা:)] বলো, হে আমার সেসব বান্দা যারা ঈমান গ্রহণ করেছো, তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ পৃথিবীতে সদাচরণ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক বড়, ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে।" সূরা আল যুমার: ১০

"হে নবী, ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য মাফ চাও এবং সকাল-সন্ধ্যা নিজের রবের প্রশংসার সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।" সূরা আল মু'মিন: ৫৫

"যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং মাফ করে দেয়, সেটা তার দৃঢ় মনোভাবেরই অন্তর্ভুক্ত।" সূরা আশ শুরা: ৪৩

"আমি তোমাদের পরীক্ষা করব যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।" সূরা মুহাম্মাদ: ৩১

"তারা যা কিছু বলে তার জন্য আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন।" সূরা আল ক্বাফ: ৩৯

"অতএব, তুমি (হে মোহাম্মদ !) উত্তমরূপে সবর করো এবং বেঈমানদের উপহাসে বিচলিত হয়ো না।" সূরা মা'আরিজ: ০৫

"এবং প্রভুর হুকুম পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করো।" সূরা মুদ্দাস্সের: ০৭

"সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।" সূরা আল আসর: ০১-৩

(খ) আল হাদীস

সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা:)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বিপদে প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য। (বুখারী)

সোহায়েব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরুপ নয়। তার জন্য

আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।
(মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সবর করতে চায়, আল্লাহ তাকে সবর করার তাওফিক দান করেন। আর ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কল্যাণ কাউকে প্রদান করা হয়নি। (বুখারী)

'আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেছেন: আমি যখন আমার বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তার দুটি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেই), আর সে তাতে সবর করে, তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন: "রাগ করো না।" সে ব্যক্তি বার বার উক্ত কথা বলতে লাগল, আর নবী (স:) বলতে লাগলেন "রাগ করো না।" (বুখারী)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল কায়েসকে বলেছিলেন: তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে যা খোদ আল্লাহও পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। একটি হল, ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হল ধীর-স্থিরতা। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করাতে বীরত্ব নেই। বরঞ্চ ক্রোধ ও গোস্বার মুহূর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মুসলিম নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায় আবার কখনও তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এ সকল মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার ফলে তার কলব পরিস্কার হতে থাকে এবং পাপ পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিস্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে, সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদানে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি সামান্য

একটি কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২. আল্লাহ কাদের ভালবাসেন

(ক) আল কুরআন

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর মানুষের প্রতি সদাচরণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সদাচরণকারীদের ভালবাসেন।"
সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

"অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেরকে ভালবাসেন।" সূরা আল বাকারাহ: ১৯৫

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বনকারীকেও ভালবাসেন।" সূরা আল বাকারাহ: ২২২

"হে নবী! লোকদের বলে দাও: যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আলে ইমরান: ৩১

"যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায়, যারা গোস্বা হজম করে এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ এই সকল লোকদের ভালবাসেন।"
সূরা আলে ইমরান: ১৩৪

"আল্লাহ এই সকল লোকদের ভালবাসেন, যারা সৎকর্মশীলতা ও পরোপকারের নীতি অবলম্বন করে।" সূরা আল মায়েদাহ: ১৩

"আর মীমাংসা করে দিলে যথার্থ ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করো। কারণ আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।" সূরা আল মায়েদাহ: ৪২

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায় (তাহলে ফিরে যাক), আল্লাহ এমনিতর আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাকে ভালবাসবে, যারা মু'মিনদের ব্যাপারে কোমল ও কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে, যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করে যাবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহ ব্যাপক উপায় উপকরণের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।" সূরা আল মায়েদাহ: ৫৪

"আল্লাহ তাকওয়া তথা সংযম অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন।" সূরা আত্ তাওবা: ৪

"সেখানে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আলাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।" সূরা আত্ তাওবা: ১০৮

(খ) আল হাদীস

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ খোদাভীরু, প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ও আত্মগোপনকারী[২০] বান্দাকে ভালবাসেন। (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আশাজ্জে আব্দুল কায়েসকে বলেছিলেন: তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে যা স্বংয় আল্লাহও পসন্দ করেন ও ভালবাসেন। একটি হল, ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হল ধীর-স্থিরতা। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আলাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরীল (আ)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। অত:পর জিবরীল(আ) তাকে ভালবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। অত:পর সে পৃথিবীতে জনপ্রিয় হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩. ব্যবহার

(ক) আল কুরআন

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দনা কর। তার সাথে কাউকে শরিক করো না, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে সদাচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী ও অপর প্রতিবেশী, নিকটবর্তীজন, পার্শ্ববর্তী সহচর, মুসাফির (ভ্রমণকারী) এবং তোমার অধীনস্থ দাস-দাসীসহ সকলের প্রতি ইহসান ও ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও গর্বিত।" সূরা আন্ নিসা: ৩৬

"আর যখনই কেউ মর্যাদা সহকারে তোমাকে সালাম করে তখন তাকে তার চাইতে ভাল পদ্ধতিতে জবাব দাও অথবা কমপক্ষে তেমনিভাবে। আল্লাহ সব জিনিসের হিসেব গ্রহণকারী।" সূরা আন্ নিসা: ৮৬

---

[২০]এখানে আত্মগোপনকারী অর্থ হচ্ছে নিজের নেকি ও সৎ কর্মগুলোকে লোকসমাজ থেকে লুকিয়ে রাখা। নিজকে জাহির করে না বেড়ানো।

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায় (তাহলে ফিরে যাক), আল্লাহ এমনিতর আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, যারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে ও কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর, যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করে যাবে এবং নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহ ব্যাপক উপায় উপকরণের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।" সূরা আল মা-য়েদাহ: ৫৪

"হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করো। সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকো এবং মূর্খদের সাথে বিতর্কে জড়িও না।" সূরা আল আ'রাফ: ১৯৯

"যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, এখন তুমি আল্লাহর প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদের সাথে মধুর ও নরম ব্যবহার করো।" সূরা বনী ইসরাঈল: ২৮

"রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।"

সূরা আল ফুরকান: ৬৩-৬৪

"যারা তোমার অনুসরণ করে সে সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।"

সূরা আশ শু'আরা: ২১৫

(খ) আল হাদীস

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ পাক স্বয়ং নম্র , তাই তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার জন্য যা দান করেন না তা নম্রতার জন্য দান করেন। নম্রতা ছাড়া অন্য কিছুতেই তা দান করেন না। (মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: নম্রতা যে কোনো বিষয়কে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। আর যে কোনো বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে। (মুসলিম)

জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। (মুসলিম)

ইয়াদ ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ করো। যাতে কেউ কারো উপর গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে।

(দাউদ ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর যে একমাত্র আলাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদিও তা খন্ডিত খেজুরের বিনিময়েও হয়। যে তাও (দান) করতে সক্ষম না হয় সে যেন অন্তত ভাল ও মধুর কথার দ্বারা হলেও নিজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচায়। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার কাছ থেকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা গ্রগণ কর। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি তা সোজা করতে যাও তবে ভেংগে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে এব যদি ফেলে রাখ তবে বাঁকা হতেই থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী, ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজী হতে পারে না। (তিরমিযী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা সহজ নীতি ও আচরণ অবলম্বন কর। কঠোর নীতি অবলম্বন করো না। সুসংবাদ শোনাতে থাক। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।

৩৪. সালাম[২১]

(ক) আল কুরআন

"আর যখন কেউ মর্যাদা সহকারে তোমাকে সালাম করে তখন তাকে তার চাইতে ভালো পদ্ধতিতে জবাব দাও অথবা কমপক্ষে তেমনিভাবে। আল্লাহ সব জিনিসের হিসেব গ্রহণকারী।" সুরা আন্ নিসা: ৮৬

[২১] 'সালাম' একটি সম্মানজনক, অভ্যর্থনামূলক, অভিনন্দনসূলভ, শান্তিময়, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী অভিবাদন। সালাম ('আসসালামু আলাইকুম') একটি বরকতময় দো'আ। এর জবাব হচ্ছে: 'ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রহমতুলাহি ওয়া বারাকাতুহূ' (আপনার উপরও সালাম এবং আলাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)।

"এমন মুত্তাকীদের, যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা তাদের জান কবয করেন । তখন ফেরেশতারা বলে, তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক । তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর ।" সূরা আন্ নাহল: ৩২

"হে মু'মিনগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে ।"সূরা আন নূর: ২৭

"যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে । কল্যাণ কামনা আল্লাহর নিকট হতে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে, যা বরকতময় ও পবিত্র । আর আল্লাহ এমনিভাবে নির্দেশগুলো বলে দেন যাতে তোমরা বুঝে চলতে পার ।" সূরা আন নূর: ৬১

"আলাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান । হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও ।" সূরা আল আহযাব: ৫৬

"হে নবী! ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি তোমাদের কাছে পৌঁছেছে? তারা যখন তার কাছে আসলো, বললো: আপনার প্রতি সালাম । সে বললো: আপনাদেরকেও সালাম ।" সূরা আয যারিয়াত: ২৪-২৫

(খ) আল হাদীস

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কথাবার্তা বলার আগেই সালাম করবে । (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করলো, ইসলামর কোন অভ্যাসটি উত্তম? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াবে এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে । (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ছোটরা বড়দেরকে, হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে । (বুখারী)

আবু উমামা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সে ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম করে । (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আনাস্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আমাকে বলেছেন, 'হে বৎস! যখন তুমি নিজের ঘরের লোকজনদের কাছে যাও তাদের সালাম করো। এ সালাম তোমার ও তোমার ঘরের লোকজনদের জন্য বরকতের কারণ হবে'। (তিরমিযী)

কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় নিবে। (বায়হাকী)

আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম মসজিদের মধ্যে হাঁটছিলেন। সেখানে একদল মেয়ে বসেছিল। তিনি নিজের হাতের ইশারায় (তাদের) সালাম করলেন। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার শপথ করে বলছি তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আর আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না যা তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে? আর তা হলো তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। (তিরমিযী)

আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইব্নে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : হে লোকেরা। (পরস্পরের মধ্যে) সালামের ব্যপক প্রচলন করো, (অভূক্তদের) আহার করাও, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তেমন সময় গভীর রাতে নামায পড়ো। তাহলে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযি)

ইমরান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর কাছে এসে বললেন:'আস্ আলামু আলাইকুম'। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। সে ব্যক্তি বসে পড়লো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন: 'দশটি নেকী লেখা হয়েছে।' এরপর আরেক ব্যক্তি এসে বললো: 'আস্ আলামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তিনি জবাব দিলেন। সে লোকটিও বসে পড়লো। তখন তিনি বললেন : তিরিশটি নেকী লেখা হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩৫. ব্যবসা (লেনদেন/ওজন কম বেশী করা)

(ক) আল কুরআন

"যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে: ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" সূরা আল বাকারাহ: ২৭৫

"হে ঈমানদারগণ! যখন কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো তখন লিখে রাখো উভয়ের মধ্যে ইনসাফ সহকারে এক ব্যক্তি দলীল লিখে দেবে। আল্লাহ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সে লিখবে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার উপর ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা)। তার রব আল্লাহকে ভয় করা উচিত। যে বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছে তার থেকে যেন কোন কিছুর কম বেশি না করা হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি বুদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে তার সাক্ষী রাখো। আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্যে থেকে হতে হবে যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেবার জন্য বললে তারা যেন অস্বীকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক বা বড়, সময়সীমা নির্ধারণ সহকারে দলীল লেখাবার ব্যাপারে তোমরা গড়িমসি করো না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়সংগত, এর সাহায্যে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা বেশী সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে যেসব ব্যবসায়িক লেনদেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাতে হাতে করে থাকো, সেগুলো না লিখলে ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয়গুলো স্থিরীকৃত করার সময় সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিয়ো না। এমনটি করলে গুনাহের কাজ করবে। আল্লাহর গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং তিনি সব কিছু জানেন।" সূরা আল বাকারাহ: ২৮২

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে। আর নিজকে হত্যা করো না। নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।" সূরা আন্ নিসা: ২৯

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ করো।" সূরা আল মায়েদাহ: ০১

"ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুক তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে।" সূরা আল আন'আম: ১৫২

"আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শো'আইবকে পাঠাই। সে বলে: হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর ইবাদৎ করো, যিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা এসে গেছে। কাজেই ওজন ও পরিমাপ পুরোপুরি দাও, লোকদের পাওনা জিনিস কম করে দিয়ো না এবং পৃথিবী পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে আর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এরই মধ্যে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, যদি তোমরা যথার্থ মু'মিন হয়ে থাকো।"

সূরা আল আ'রাফ: ৮৫

"মহান আল্লাহ (হযরত শোআইব আলাইহিস সালামের কণ্ঠে) বলেছেন: "হে আমার কওম! তোমরা পরিমাপ ও ওজন যথাযথভাবে ও পুরোপুরি কর আর লোকদেরকে তাদের জিনিস পত্র কম দিয়োনা।" সূরা হুদ: ৮৫

"মেপে দেবার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটাই উত্তম।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৫

"যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে।" সূরা আল্ নূর:৩৭

"তোমরা মাপ পূর্ণ করে দাও এবং কাউকে কম দিয়ো না। সঠিক পাল্লায় ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিয়ো না। যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িও না এবং সেই সত্ত্বাকে ভয় করো যিনি তোমাদের ও অতীতের প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।"

সূরা আশ্ শু'আরা: ১৮১-১৮৪

"আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং দাড়িঁপাল্লা কায়েম করেছেন। এর দাবী হলো তোমরা দাড়িপাল্লায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিও না।" সূরা আর রহমান: ০৭-৯

"ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম করে দেয়। এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে ? যে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।" সূরা আল মুতাফফিফীন: ০১-৬

(খ) আল হাদীস

রাফে ইবনে খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে জিজ্ঞিস করা হলো, হে আল্লাহর নবী! মানুষের যাবতীয় উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র ? রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপার্জন করে। (মেশকাত)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "(মহান আল্লাহ) কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন। এমনকি শিংযুক্ত বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন।" (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অভাবীকে সময়-সুযোগ দিয়েছে অথবা তার জন্য কিছু কম করে দিয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে নিজের আরশের নীচে ছায়া দান করবেন– যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: এক ব্যক্তি লোকদের সাথে লেনদেন করতো। সে তার লোকদের বলে রেখেছিল যখন তোমরা কোন অভাবীর কাছ থেকে ঋণ আদায় করতে যাবে, তাকে মাফ করে দিয়ে যাবে, হয়তো আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) আমাদের মাফ করে দেবেন। কাজেই মৃত্যুর পর যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলো, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন যে ব্যক্তি বেচা-কেনা ও নিজের হকের তাগাদা করার সময় নরম নীতি অবলম্বন করে। (বুখারী)

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর এক বান্দাকে যাকে তিনি (দুনিয়ায়) সম্পদ দান করেছিলেন, মহান আল্লাহর সামনে হাযির করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছ? হুযাইফা রাদিয়ালাহু আনহু বলেন, আর বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না, তাই সে বলল, হে আমার রব! তুমি নিজের যে সম্পদ আমাকে দিয়েছিলে আমি লোকদের সাথে তা লেনদেন করতাম। আর লোকদের মাফ করে দেয়া আমার অভ্যাস ছিল। ধনবানের সাথে আমি নরম ব্যবহার করতাম এবং অভাবীকে মাফ করে দিতাম। আল্লাহ বলেন, আমি তোমার সাথে এ ধরনের ব্যবহার করার বেশী উপযুক্ত। (ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন) আমার এ বান্দাকে মাফ করে দাও। (হাদীসটি শুনে) উকবা এবনে আমের ও আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়ালাহু আনহু বলেন , আমরাও রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মুখে এটি শুনেছি। (মুসলিম)

আবু সাফওয়ান সুওয়াইদ ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , আমি ও মাখরামা আল-আবদী হাজার নামক স্থান থেকে কাপড় বিক্রয় করার জন্য কিনে নিয়ে এলাম। নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আমাদের কাছে এলেন । তিনি আমাদের থেকে একটি পায়জামা সওদা করলেন। আমাদের কাছে ছিল একজন ওজনদার, সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করত। নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ওজনদারকে বলেন: লও, ওজন কর এবং (মূল্য) একটু বেশীই ধর। (দাউদ ও তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: অধিক শপথে হয়ত বেশী পণ্য বিক্রয় হতে পারে, কিন্তু তা উপার্জনের বরকত নষ্ট করে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৬. আমানত

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের মধ্যে কেউ কারো কাছে 'আমানত' রাখে; তবে যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা; এবং তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে চলা। তোমরা কখনও সাক্ষ্য গোপন ক'রনা। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার মন পাপে কলুষিত হয়েছে। তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ ভালভাবে জানেন।" সূরা আল বাকারাহ: ২৮৩

"হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফয়সালা করার সময় 'আদল' ও ন্যায়নীতি সহকারে ফয়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।" সূরা আন্ নিসা: ৫৮

"হে ঈমানদারগণ! জেনে বুঝে আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নিজেদের আমানতসমূহের খেয়ানত করো না। এবং জেনে রাখো,তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। আর আল্লাহর কাছে প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই আছে।" সূরা আল আনফাল: ২৭-২৮

"আমি এ আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির ওপর পেশ করি, তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করছে, নিঃসন্দেহে সে বড় যালেম ও অজ্ঞ। আমানতের বোঝা উঠাবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদেরকে সাজা দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের তাওবা কবুল করবেন, আলাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আল আহ্যাব: ৭২-৭৩

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করেছে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না। (আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।

(তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মুনাফেকের চিহ্ন হল তিনটি। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে; যা ওয়াদা-চুক্তি করবে তার বিপরীত কাজ করবে এবং কোন কিছু আমানত রাখলে তার খিয়ানত করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল, আল্লাহ তার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করে দেবেন এবং বেহেশ্‌ত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয় ? তিনি বলেলেন: তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন।' (মুসলিম)

৩৭. সম্পদ ও রিযি্ক (তকদির)

(ক) আল কুরআন

"আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবেলায় বেশী দিয়েছেন তার আকাঙ্খা করো না। যা কিছু পুরুষেরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তার ফযল ও মেহেরবানীর জন্য দোয়া করতে থাক। নিশ্চিতভাবে আলাহ্‌ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।" সূরা আন্ নিসা : ৩২

"প্রত্যেক প্রাণীর রিয্‌ক্ দেয়া আল্লাহরই দায়িত্ব।" সূরা হূদ: ৬

"আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রিযিকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও, এমন কোন বস্তু নেই যার ভান্ডার আমার নিকট নেই, যার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসেব অনুসারে বিভিন্ন সময়ে রিযিক নাযিল করে থাকি।" সূরা হিজর: ২০-২১

"আর আল্লাহ তোমাদের একজনকে আর একজনের উপর রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তারপর যাদেরকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা এমন নয় যে নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে, যাতে উভয়ে এ রিযিকে সমান অংশীদার হয়ে যায়। তাহলে কি এরা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ মেনে নিতে অস্বীকার করে ?" সূরা আন্ নাহল: ৭১

"অসংখ্য জীব রয়েছে যারা কোন মওজুদ খাদ্যভান্ডার বয়ে বেড়ায় না অথচ আল্লাহই এদের রিযিক দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদেরও রিযিকদাতা। আর তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।" সূরা আল আনকাবুত: ৬০

"তারা কি জানে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন? এর মধ্যে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান পোষণ করে।" সূরা আয যুমার: ৫২

"আর তাদের কাউকে কারোর উপর বিভিন্ন স্তরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।" সূরা আয যুখরুখ: ৩২

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।"
সূরা আয যারিয়াত: ৫৪

"জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।"
সূরা আয যারিয়াত: ৫৬-৫৮

"নিশ্চয়ই আমি সমস্ত বস্তুকে পয়দা করেছি একেকটি অবধারিত মান ও মর্যাদা অনুসারে।" সূরা আল কামার: ৪৯

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং যেখান সম্পর্কে সে ধারণাও করেনি সেখান থেকে তিনি তাকে রিযিক দেন।"
সূরা আত তালাক: ০২

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ধন-সম্পদ বেশী থাকলেই সম্পদশালী হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত সম্পদশালী হলো আত্মার সম্পদে সম্পদশালী। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা করে প্রকৃতপক্ষে সে আগুনের টুক্‌রা ভিক্ষা করছে। এখন চাই সে অল্পই করুক কিংবা বেশী করুক। মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে' আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তি যার রিযিকের মালিক হয় তার রিযিক নষ্ট করে দেয়াই তার গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।(আবু দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল সৃষ্টির ভাগ্য লিখে রেখেছেন। (মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সেই ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রগণ

করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ তাকে যা কিছুই প্রদান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট খাকার তাওফিকও দান করেছেন। (মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসই ভাগ্য অনুযায়ী হয়, এমন কি বুদ্ধির দুর্বলতা এবং সরলতাও। (মুসলিম)

৩৮. জবাবদিহিতা

(ক) আল কুরআন

"যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয় শক্তিমান"। সূরা আল বাকারাহ: ২৮৪

"তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তোমার উপর নেই এবং তোমার কৃতকর্ম থেকেও কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তাদের উপর নেই। এ সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" সূরা আল আন' আম: ৫২

"তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন কিছুর দায়-দায়িত্ব সতর্কতা অবলম্বনকারীদের ওপর নেই। তবে নসীহত করা তাদের কর্তব্য।" সূরা আল আন' আম: ৬৯

"আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল। এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো রসূলগণকেও।" সূরা আল- আ'রাফ: ৬

"আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। আর তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।" সূরা আল-নাহল: ৯৩

"এমন কোন জিনিষের পিছনে লেগোনা, যে বিষয় তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিত জেনে রাখ, চোখ, কান, অন্ত:করণ সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে।"
সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬

"মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অতীব নিকটবর্তী, অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে।" সূরা আল-আম্বিয়া: ০১

"মানুষেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের কোনো পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তাদের

পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ অবশ্যই তা জেনে নেবেন।" সূরা আল আনকাবুত: ২-৩

"নিঃসন্দেহে তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার দায়িত্ব আমারই।" সূরা আল গাশিয়াহ্: ২৫-২৬

"সেদিন (কিয়ামত) তোমাদেরকে দেয়া প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" সূরা তাকাসূর: ০৮

(খ) আল হাদীস

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব সর্ম্পকে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম একজন রক্ষক। তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের রক্ষক। তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক। তার রক্ষণাবেক্ষণ সর্ম্পকে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খাদেম তার মনিবের ধন সম্পদের রক্ষক। তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই তোমরা সবাই-ই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার রক্ষণাবেক্ষণ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩৯. কর্মফল

(ক) আল কুরআন

"ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।" সূরা আল বাকারাহ: ২৮১

"আল্লাহ কোনও প্রাণীর উপর তার ক্ষমতার চেয়ে অধিক দায়িত্বভার অর্পণ করেন না, প্রত্যেক ব্যক্তি যে উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গুনাহ্ সে অর্জন করেছে তার প্রতিফল তারই উপর বর্তাবে।" সূরা আল বাকারাহ: ২৮৬

"সেদিন আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সামনে উপস্থিত পাবে, তা ভালো কাজেই হোক আর মন্দ কাজ। সেদিন মানুষ কামনা করবে,হায় ! যদি এখনো এই দিন এর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতো ! আলাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। আর তিনি নিজের বান্দাদের গভীর শুভাকাংখী। সূরা আলে ইমরান: ৩০

"অতঃপর ঈমানদারদের রব তাদের দোয়া কবুল করেছেন। নারী হোক, পুরুষ হোক তিনি কারোর আমল বিনষ্ট করেন না। তোমরা পরস্পর একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।" সূরা আলে ইমরান: ১৯৫

"হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার উপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে।" সূরা আন্ নিসা:৭৯

"যে ব্যক্তি ভালো কাজের সুপারিশ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করবে সেও তা থেকে অংশ পাবে। বস্তুতঃ আলাহ্ প্রতিটি জিনিসের ওপর দৃষ্টি রাখেন।" সূরা আন নিসা: ৮৫

"তোমাদের ইচ্ছামতও কিছু হবে না, কিতাবি লোকদের ইচ্ছামতও কিছু হবে না; যে মন্দ কাজ করে তাকে দেয়া হবে তার প্রতিফল আর সে পাবে না আল্লাহর বিরূদ্ধে কোনও বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী। আর পুরুষ হোক বা নারী হোক, যে কেহ মু'মিন হিসাবে নেককাজ করে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে আর তাদের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না।" সুরা আন্ নিসা: ১২৩-১২৪

"প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার কাজ অনুযায়ী হয় আর তোমার রব মানুষের কাজের ব্যাপারে বেখবর নন।" সূরা আল আন' আম: ১৩২

"বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রবের সন্ধান করবো অথচ তিনিই সকল কিছুর মালিক? প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে সে জন্য সে নিজে দায়ী, কেহ কারো বোঝা বহন করবে না তারপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। সে সময় তোমাদের মতবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন।" সূরা আল আন'আম: ১৬৪

"প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এবং কেয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি লিখন, যাকে সে খোলা কিতাব আকারে পাবে। পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ (বিচারের দিন) নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" সূরা বনী ইসরাঈল: ১৩-১৪

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে , আমি তাকে ইহজগতে যতটুক ইচ্ছা প্রদান করব, অতঃপর তার জন্য দোযখ নির্দ্ধারণ করব, সে উহাতে দুর্দশাগ্রস্ত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে এবং তার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে। যদি সে মু'মিন হয় এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে ।" সূরা বনী-ইসরাঈল: ১৮-১৯

"সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের স্বাদ নেবে। সবাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা তৈরী করে রেখেছিল তা সব উধাও হয়ে যাবে।" সূরা ইউনুস: ৩০

"(আর তারা এসব কিছু এ জন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেন এবং তদুপরি নিজ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন।" সুরা আন্ নূর: ৩৮

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে এবং এ ধরনের লোকেরা সে দিনের ভীতি-বিহবলতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যারা অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো?"

সূরা আন্ নাম্‌ল: ৮৯-৯০

"যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না।" সূরা আশ-শুরা: ২০

"তোমাদের উপর যে মুসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।" সুরা আশ শুরা: ৩০

"আজ (বিচারের দিন) কারো প্রতি তিলমাত্র যুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে।" সুরা ইয়া-সীন: ৫৪

"যে সৎ কাজ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে অসৎকাজ করবে, তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। সবাইকে তো তার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।" সূরা আল্ জাসিয়াহ: ১৫

"একথা যে, কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। একথা যে, মানুষ যে চেষ্টা সাধনা করে তা ছাড়া তার কিছুই প্রাপ্য নেই। একথা যে,তার চেষ্টা-সাধনা অচিরেই মূল্যায়ন করা হবে এবং তাকে তার পুরো প্রতিদান দেয়া হবে।"

সূরা আন নাজম: ৩৮-৪১

"উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?" সূরা আর রহমান: ৬০

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ।" সূরা আল মুদ্দাস্‌সির: ৩৮

(খ) আল হাদীস

উ'মর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকে যে নিয়তে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে তার হিজরাত আল্লাহ ও রসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে (বলে পরিগণিত হবে)। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছায় কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার আশায় হিজরাত করবে তার হিজরাত সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-আল্লাহ তোমাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের দিকে দেখেন না; বরং তোমাদের অন্ত:করণ ও কাজের দিকে লক্ষ্য করেন। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'য়লা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দাহ কোনো গুনাহের কাজ করার নিয়ত করলে তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোনো গুনাহ লিখ না। তবে সে যদি গুনাহের কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখ। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। সে যদি কোনো নেকীর কাজ করার জন্যে নিয়ত করে কিন্তু এখনো তা করেনি তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি কাজটি সে করে তাহলে তার জন্যে দশগুণ থেকে (আন্তরিকতা অনুপাতে) সাতশ গুণ পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ করো। (বুখারী)

৪০. মৎস্য ও গোশত খাওয়ার বিধান

(ক) আল কুরআন

"তিনিই তোমাদের জন্য সাগরকে করায়ত্ব করে রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোশ্ত (মৎস্য) নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অংগের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো, সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এ জন্য যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।" সূরা আন্ নাহল: ১৪

"পানির দু'টি উৎস সমান নয়। একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা গলা ছিলে দেয়, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা তরতাজা গোশ্ত (মৎস্য) লাভ করে থাকো, পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের সরঞ্জাম বের করো এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

সূরা ফাতির: ১২

(খ) আল হাদীস

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যা নদী হতে আসে এবং যা পানি হতে ছেঁকে লওয়া যায়, তা ভক্ষণ কর। কিন্তু যা পানিতে মরে ও ভেসে উঠে, তা ভক্ষণ করবে না। (আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দন্তবিশিষ্ট আক্রমণকারী প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা অবৈধ। (মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল: এখানে বহু লোক আছে যারা নতুন মুসলমান

হয়েছে। তারা আমাদের নিকট মাংস নিয়ে আসে কিন্তু (জবেহ[২২] কালে) আল্লাহর নাম নিয়েছে কি-না তা জানি না। তিনি বললেন: তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে খাও। (বুখারী)

সাদ্দাদ বিন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ প্রত্যেক দ্রব্যে দয়া অংকন করে দিয়েছেন। তোমরা যখন হত্যা কর, সহজভাবে হত্যা কর এবং যখন জবেহ কর, সহজভাবে জবেহ কর। তোমাদের কেহ যেন ছুরি ধারাল করে নেয় এবং জবহের প্রাণীকে সান্ত্বনা দেয়। (মুসলিম)

৪১. উত্তরাধিকার

(ক) আল কুরআন

"মাতা-পিতা ও ঘনিষ্ঠ আত্নীয়রা যা রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। এবং পিতামাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্নীয়রা যা রেখে যায় তাতে নারীদেরও অংশ রয়েছে, তা সামান্য হোক বা বেশী হোক এবং এই অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।"

সূরা আন্ নিসা:০৭

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন: পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দু'য়ের বেশী মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার মা-বাপ প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং মা-বাপ তার ওয়ারিশ হয়, তাহলে মাকে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই-বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। (এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যক্তি যে অছিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর। তোমরা জানো তোমাদের মা-বাপ ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছন। আর আল্লাহ অবশ্যি সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবগত আছেন।" সূরা আন্ নিসা: ১১

"তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অছিয়ত তারা করে গেছে তা পূর্ণ করার পর এবং যে ঋণ তারা রেখে গেছে তা আদায় করার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ তোমাদের। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অছিয়ত পূর্ণ করার পর ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঋণ আদায় করার পর

[২২] জবেহ করার প্রথমে 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর' বলা নিয়ম। ইহা না বললে সে মাংস অবৈধ হয়ে যায়।

তারা সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের (যার মীরাস বন্টন হবে) সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে ভাই ও বোন প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তবে ভাই-বোন একজনের বেশী হলে সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগে তারা সবাই শরীক হবে, যে অছিয়ত করা হয়েছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করার পর যদি তা ক্ষতিকর না হয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহিষ্ণু।" সূরা আন্ নিসা : ১২

"লোকেরা তোমার কাছে মাতা-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তির ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন: যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান মারা যায় এবং একটি বোন থাকে, তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর যদি বোন নিঃসন্তান মারা যায় তাহলে ভাই হবে তার ওয়ারিস। দুই বোন যদি মৃতের ওয়ারিস হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে, আর যদি কয়েকজন ভাই বোন হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরুষদের দুই ভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে জানেন।" সুরা আন্ নিসা: ১৭৬

৪২. অছিয়ত

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধনসম্পত্তি ত্যাগ করে যেতে থাকলে মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অছিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে, মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা অধিকার। তারপর যদি কেউ এই অছিয়ত শুনার পর তার মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে ঐ পরিবর্তনকারীরাই এর সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। তবে যদি কেউ অছিয়তকারীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতিত্ব বা হক নষ্ট হবার আশংকা করে এবং সে বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আল বাকারাহ: ১৮০-১৮২

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে থেকে ধর্মপরায়ণ দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো।" সূরা আল মায়েদাহ: ১০৬

(খ) আল হাদীস

সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর অসুস্থ হয়ে আমি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলে, আমি বললাম: আমার অগাধ সম্পত্তি

আছে, কিন্তু দুই কন্যা ব্যতীত ইহা ওয়ারিসসূত্রে পাবার আর কেউ নেই। আমি কি অছিয়ত করে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেব? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: এক-তৃতীয়াংশ, তাও খুব বেশী। তোমার ওয়ারিসগণ দরিদ্র হয়ে লোকের নিকট ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে রেখে যাওয়া উত্তম। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যা কিছু ব্যয় কর, তাঁর নিকট পুরস্কার পাবে। এক লোকমা (গ্রাস) খাদ্যের জন্যও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু ওমামাহ্ রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের খোৎবায় বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে হক দিয়েছেন। ওয়ারিসদের জন্য কোন অছিয়ত নেই। (ইবনে মাযাহ্)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ওয়ারিসগণকে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে বেহেশতের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাযাহ্)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি মু'মিনদের কাছে তাদের জান হতেও প্রিয়। সুতরাং কোন মু'মিন ব্যক্তি যদি দেনা রেখে মৃত্যু বরণ করে, আর তা পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ না রেখে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব হবে আমার। কিন্তু সে যদি কোন সম্পদ রেখে যায় তার মালিক হবে তার উত্তারাধিকার। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩. পর্দা[২৩] (ছেলে-মেয়েদের)

(ক) আল কুরআন

"হে বনী আদম! তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থানগুলো ঢাকার এবং তোমাদের দেহের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি। আর তাকওয়ার পোশাকেই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, সম্ভবত লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।" সূরা আল আ'রাফ: ২৬

"আল্লাহ চোখের চুরিকেও জানেন, আর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাও জানেন।" সূরা মুমিনুন: ১৯

"যারা চায় মু'মিনদের সমাজে নির্লজ্জতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না। সূরা আন্ নূর: ১৯

[২৩] শরীয়তের পরিভাষায়, ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই পর্দা। নারী পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই পর্দা করা ফরজ।

"হে মু'মিনগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম,আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে ।" সূরা আন নূর: ২৭

"হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে । এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি । যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন ।" সূরা আন্ নূর: ৩০

"আর হে নবী! মুমিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে হেফাজত করে, এবং তাদের সাজসজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া । আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে । তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া: স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজের মেলামেশার মেয়েদের, নিজের মালিকানাধীনদের, অধীনস্ত পুরুষদের যাদের অন্য রকম উদ্দেশ্য নেই এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ । তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে । হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে ।" সূরা আন্ নূর: ৩১

"আর যে সব যৌবন অতিক্রান্ত মহিলা বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি নিজেদের চাদর নামিয়ে রেখে দেয়, তাহ'লে তাদের কোন গুনাহ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না । তবু তারাও যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে তাহ'লে তাদের জন্য ভালো এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন ।" সূরা আন্ নূর: ৬০

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও । যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না, যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, বরং পরিস্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো । নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো । এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না । নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো । আল্লাহ তো চান, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র রাখতে ।" সূরা আল আহ্যাব: ৩২-৩৩

"নবীদের স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও । এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশী উপযোগী ।

সূরা আল আহ্যাব: ৫৩

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে নেয় এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয় । আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময় ।"

সূরা আল আহ্যাব: ৫৯

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড়া একদিন ও এক রাতের দূরত্বে সফর করা জায়েয নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড়া কোন ব্যক্তি কখনো কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত করবে না। আর কোন মেয়ে নিজের সাথে মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড়া সফর করবে না। এক ব্যক্তি বলল: হে আলার রসূল! আমার স্ত্রী তো হজ্জে যাচ্ছে, আর ওদিকে অমুক অমুক জিহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমার নাম লেখা হয়ে গেছে? জবাবে তিনি বললেন: যাও, নিজের স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দ্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং, তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী)

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন পুরুষ লোক কোন পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই কাপড়ে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। (মুসলিম)

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আলী রাদিয়াল্লাহুকে লক্ষ্য করে বললেন: হে আলী, কোনো অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে এবং দ্বিতীয় বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (বরং তা শয়তানের)। (আবু দাউদ)

আবু তালহা ইবনে সালাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের বাড়ীর চত্বরে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। ইতোমধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন: তোমাদের কি হল, রাস্তায় বসে কেন? রাস্তায় বসা পরিহার কর। আমরা বললাম: আমরা কোন ক্ষতি সাধনের জন্য এখানে বসি নাই বরং শুধু কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার জন্য বসেছি। তিনি বললেন: যদি না বসলেই নয় তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। রাস্তার হক হল চোখ সংযত রাখা, পথিকদের সালামের জবাব দেয়া এবং উত্তম কথা বলা। (মুসলিম)

উম্মুল-মুমেনীন উম্মে সালমাহ রাদিয়ালাহু আনহা থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এবং মায়মুনা রাদিয়ালাহু আনহা, রসূলুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম এর নিকট বসাছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। রসূলুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম উম্মে সালমাহ ও মায়মুনা রাদিয়ালাহু অনহা কে বললেন, তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, হে রসূলুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম লোকটিতো অন্ধ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রসূলুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না ? (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সাবধান নিভৃত নারীদের নিকট যেওনা, জনৈক আনসার বললেন 'হে আল্লাহর রসুল ! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সে তো মৃত্যুর সমান'। (বুখারী, তিরমিযী)

৪৪. বিবাহ

(ক) আল কুরআন

"মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারী তোমাদের মন হরণ করলেও একটি মু'মিন দাসী তার চেয়ে ভালো। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও একজন মুসলিম দাস তার চেয়ে ভালো। তারা তোমাদের আহবান জানাচ্ছে আগুনের দিকে আর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি নিজের বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের সামনে বিবৃত করেন। আশা করা যায়, তারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে।" সূরা আল বাকারাহ: ২২১

"আর যদি তোমরা ইয়াতিমদের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় কর, তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্যে থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করো। কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো। অথবা তোমাদের অধিকারে যে সব মেয়ে আছে তাদেরকে বিয়ে করো। বেইনসাফীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটিই অধিকতর সঠিক পদ্ধতি। আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা খেতে পারো।"

সূরা আন্ নিসা; ০৩-৪

"আর তোমাদের পিতা যেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে, তাদেরকে কোনভাবেই বিয়ে করো না। তবে আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আসলে এটা একটা নির্লজ্জতাপ্রসূত কাজ, অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ।" সূরা আন নিসা: ২২

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগনী ও তোমাদের সেই সকল মাকে যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যারা তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে, –সেই সকল স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি (শুধু মাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে (তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, –এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও। আর দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আন্ নিসা: ২৩

"আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাক পবিত্র বস্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে । আহলি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। আর সংরক্ষিত মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল, তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্যে থেকে হোক, যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে। তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেও পারবে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎকার্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে হবে নিঃস্ব ও দেউলিয়া।" সূরা আল মায়েদাহ: ০৫

"এবং নিজেদের মধ্যে হতে অবিবাহিতগণকে ও বিধবাগণকে এবং নেককার দাস-দাসীগণকে তোমরা বিবাহ দাও (কর) যদি তারা দরিদ্র হয়, আল্লাহ নিজের কৃপায় তাদেরকে ধনী করবেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। কিন্তু যাদের বিবাহ করার ক্ষমতা (ধন) নাই তারা যেন নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করে সংযতভাবে চলে যতদিন না আল্লাহ আপন কৃপায় তাদেরকে ধনী করেন।" সূরা আন্ নূর: ৩২-৩৩

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা যেতে পারে: তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়ণতা। এক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও; তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যুবকদের লক্ষ্য করে বললেন, হে নওজোয়ানেরা ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা । কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। আর যে বিবাহর দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না। তার উচিত কামভাব দমনের জন্য রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহতায়লা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। (১) ঐ প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি, যে তার প্রতিজ্ঞার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করে। (২) সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। (৩) সেই মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত। (তরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদ স্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নেককার বিবি। (মুসলিম)

৪৫. স্বামী-স্ত্রী

(ক) আল কুরআন

"রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতে পেরেছেন, তোমরা চুপি চুপি নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং যে স্বাদ আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কালরেখা হতে উষার সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট দৃষ্টিগোচর না হয়। তখন এসব কাজ ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত নিজের রোযা পূর্ণ করো। আর যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে বসো তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে কাছেও যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আশা করা যায়

এর ফলে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।" সূরা আল বাকারাহ: ১৮৭

"আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে। তোমাদের স্ত্রী তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা কৃষিক্ষেতে যাও। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, একথা ভালভাবে জেনে রাখো। আর হে নবী! যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও।" সূরা আল বাকারাহ: ২২৩

"এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এ অছিয়ত করবে যে, তাদেরকে এক বৎসর পর্যন্ত যেন খরচ দেয়া হয়; এবং ঘর থেকে বের করে দেয়া না হয়; কিন্তু তারা যদি বের হয়ে যায়, এবং বিধিমত বিবাহ করে, তবে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। এবং আল্লাহ সবার উপর কর্তৃত্বশীল, ক্ষমতাশালী এবং অতি বিজ্ঞ।" সূরা আল বাকারাহ: ২৪০

"হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।"

সূরা আন্ নিসা: ০১

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যি) তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবার অধিকারী হবে। তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"

সূরা আন্ নিসা: ১৯

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে অগাধ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।" সূরা আন্ নিসা: ২০-২১

"অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর উহার বিনিময় তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে আদায় করো। মোহরানা ফরয হওয়ার পর যদি

তোমরা পারস্পরিক সন্তুষ্ট চিত্তে কোন সমঝোতায় পৌঁছাও, তবে তাতে কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী।" সূরা আন্ নিসা: ২৪

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। এরা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক এদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার উপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।" সূরা আত তাওবা: ৭১

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" সূরা আর রূম: ২১

(খ) আল হাদীস

মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কোন ব্যক্তির উপর তার স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে ? তিনি বললেন: তুমি যখন আহার কর তাকেও আহার করাও, তুমি যখন পরিধান কর, তাকেও পরিধান করাও, কখনও চেহারা বা মুখমন্ডলে প্রহার করো না ও অশ্লীল ভাষায় গালি দিও না এবং ঘরের মধ্যে[২৪] ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম ঈমানের দিক দিয়ে সে-ই পরিপূর্ণ মু'মিন। তোমাদের মধ্যে সেইসব লোক সবচেয়ে ভাল যারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ভাল। (তিরমিযী)

আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন মুসলমান পূণ্য লাভের আশায় তার স্ত্রীর জন্য কিছু ব্যয় করে, ইহা তার জন্য একটি দানের তুল্য হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে ভাষণদানকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন রমণী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর গৃহ হতে সামান্য মালও ব্যয় করবে না। প্রশ্ন করা হল: হে আল্লাহর রসূল! খাদ্যদ্রব্যও না ? তিনি বললেন, উহা আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট মাল। (তিরমিযী)

---

[২৪]ঘরের মধ্যে বলতে এখানে বিছানা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কখনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: স্বামীর বিছানা পরিহার করে কোন স্ত্রী রাত্রি যাপন করলে ফযর পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ তার প্রতি লা'নত করতে থাকে। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, এ অবস্থায় তার প্রতি স্বামী খুশী না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন তিনি তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: স্বামী বাড়ীতে উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী লোকের পক্ষে (নফল) রোযা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়াও তার জন্য হালাল নয়। (মুসলিম)

আবু' আলী তল্ক ইবনে' আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: স্বামী যখন তার কোন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে। এমনকি চুলার উপর রুটি থাকলেও। (তিরমিযী)

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: যে কোন স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় মারা গেল, যখন তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, সেক্ষেত্রে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে তখনই (বেহেশতের) আয়তলোচন হুরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, (হে অভাগিনী) তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী)

উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশী জরুরী, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরুর মালিক হও। (বুখারী)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি) তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে ?' তিনি বললেন: 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে।' তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে

থাকো, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।' (বুখারী)

আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন: কোন লোক সওয়াব অর্জনের আশায় নিজের পরিবার-পরিজনের জন যা খরচ কওে তা তার জন্য সাদকা (দান)। (বুখারী)

৪৬. নারী-পুরুষের মর্যাদা

(ক) আল কুরআন

"নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।"

সূরা আল বাকারাহ: ২২৮

"পুরুষ নারীর কর্তা। এ জন্য আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পূরুষ নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাজত ও তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। আর যে সমস্ত স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে বুঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মারধোর করো। তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে অযথা তাদের উপর নির্যাতন চালাবার বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ উপরে আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ।"

সূরা আন্ নিসা: ৩৪

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দান করতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। (তিরমিযী)

উমর রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: স্বামী তার স্ত্রীকে কি জন্য প্রহার করেছেন, তা যেন কেউ জিজ্ঞাসা না করে। (আবু দাউদ)

৪৭. ব্যর্থ স্বামী-স্ত্রী (বিবাহ বিচ্ছেদ)

(ক) আল কুরআন

"যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ দিয়ে বসে, তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ। যদি তারা তওবা করে (ফিরে আসে) তাহলে

আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর যদি তালাক দেয়ার সংকল্প করে তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" সূরা আল বাকারাহ: ২২৬-২২৭

"যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোন মা'কে এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না, যে সন্তানটি তার। আবার কোন বাপকেও এর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান। দুধ দানকারিনীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতরি ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও। কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে এমনটি করায় কোন ক্ষতি নেই। আর যদি তোমর সন্তানদের অন্য কোন মহিলার দুধ পান করবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এ জন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমারা যা কিছু করো না কেন সবই আল্লাহর নজরে আছে। "

সূরা আল বাকারাহ: ২৩৩

"নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা মোহরানা নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাহলে এতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই কিছু না কিছু দিতে হবে। সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র তার সংস্থান অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে দেবে। সৎলোকদের উপর এটি একটি অধিকার। আর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তালাক দিয়ে দাও কিন্তু মোহরানা নির্ধারিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় মোহরানার অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। স্ত্রী যদি নরম নীতি অবলম্বন করে (এবং মোহরানা না নেয়) অথবা সেই ব্যক্তি নরম নীতি অবলম্বন করে, যার হাতে বিবাহ বন্ধন নিবদ্ধ (এবং সম্পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয়) তাহলে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) নরম নীতি অবলম্বন করো । এ অবস্থায় এটি তাকওয়ার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক ব্যাপারে তোমরা উদারতা ও সহৃদয়তার নীতি ভুলে যেয়ো না। তোমাদের কার্যাবলী আল্লাহ দেখছেন।" সুরা আল বাকারাহ: ২৩৬-২৩৭

"আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিগড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে পুরুষের আত্নীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর আত্নীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নির্ধারিত করে দাও। তারা দু'জন সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলেমিশে থাকার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।" সূরা আন নিসা: ৩৫

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তাদের নিজেদের ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হচ্ছে (এইযে, সে) চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর লানত হোক যদি

সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক যদি এই ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।" সূরা নূর: ০৬-৯

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করো এবং তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও, তখন তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য ইদ্দত অপরিহার্য নয়, যা পুরো হবার দাবী তোমরা করতে পারো। কাজেই তাদেরকে কিছু অর্থ দাও এবং সম্মানের সাথে বিদায় করো।" সূরা আল আহ্যাব: ৪৯

"হে নবী, তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দিলে তাদেরকে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও এবং ইদ্দতের সময় ঠিকমত গণনা করো আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দত পালনের সময়ে)। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দিও না। তারা নিজেরাও যেন বের না হয়। তবে তারা যদি স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে তবে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে সে নিজেই নিজের ওপর যুলুম করবে। তোমরা জান না আল্লাহ হয়তো এরপরে সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দিবেন।" সূরা আত তালাক: ০১

"তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে রকম বাসগৃহে থাক তাদেরকেও (ইদ্দতকালে) সেখানে থাকতে দাও। তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য উত্যক্ত করো না। আর তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করো। তারপর তারা যদি তোমাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে বিনিময় দাও এবং (বিনিময়দানের বিষয়টি) তোমাদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তম পন্থায় ঠিক করে নাও। কিন্তু (বিনিময় ঠিক করতে গিয়ে) তোমরা যদি একে অপরকে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চেয়ে থাক তাহলে অন্য মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুপাতে খরচ করবে। আর যাকে স্বল্প পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপান না। অসম্ভব নয় যে, অসচ্ছলতার পর আল্লাহ তাক সচ্ছলতা দান করবেন।" সূরা আত তালাক: ০৬-৭

(খ) আল হাদীস

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় হল তালাক। (আবু দাউদ)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এক ব্যক্তি বলল: আমার একজন স্ত্রী আছে যে স্পর্শকারীদের হস্তকে ফিরিয়ে দেয় না। তিনি বললেন: তাকে তালাক দাও। সে

বলল: তাকে আমি ভালবাসি। তিনি বললেন: তাহলে তাকে রাখ|
(বুখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পাগল এবং মস্তিষ্ক বিকৃতের তালাক ব্যতীত অন্যান্য তালাক বৈধ।
(তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে হিল্লা করে এবং যে ব্যক্তির জন্য হিল্লা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন।
(ইবনে মাজাহ ও মিশকাত)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ঐ সব ধারণা-চিন্তাকে ক্ষমা করে দেন, যা তাদের মনে উদয় হয়, যতক্ষণ না সে কার্যে পরিণত করে বা অন্যের সাথে আলোচনা না করে। যখন কেউ মনে মনে তালাক দেয় এর কোন মূল্য নেই, কার্যকারিতা নেই। (বুখারী)

৪৮. ফয়সালা (বিচার)

(ক) আল কুরআন

"আর যখন (উত্তরাধিকারীদের মধ্যে) পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের সময়ে (দূরের) আত্নীয় থাকবে, থাকবে ইয়াতিম ও দরিদ্র লোক, তখন তাদেরকেও এই (পরিত্যক্ত) সম্পত্তির কিছু অংশ প্রদান কর এবং তাদের সাথে সন্তোষজনক কথা বল।"
সূরা আন্ নিসা: ০৮

"তোমাদের নারীদের মধ্যে থেকে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষ্য নিয়ে এসো। আর চার জন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার পর তাদেরকে (নারীদের) গৃহে আটক করে রাখো। যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (দু'জন) এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল।" সূরা আন্ নিসা: ১৫-১৬

"হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফয়সালা করার সময় 'আদল' ও ন্যায়নীতি সহকারে ফয়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।" সূরা আন্ নিসা: ৫৮

"সন্ধি সবসময়ই উত্তম।" সূরা আন্ নিসা: ১২৮

"হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও, তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অথবা তোমাদের বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও। উভয় পক্ষ ধনী বা অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চাইতে অনেক বেশী কল্যাণকামী। কাজেই নিজেদের কামনার বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন।" সূরা আন্ নিসা : ১৩৫

"আর যারা আল্লাহর নাজিলকৃত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কাফের।"
সূরা আল মায়েদাহ: ৪৪

"নিশ্চয়ই আলাহ্ তায়ালা ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপছন্দনীয় কাজ এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।"
সূরা আন্-নাহল; ৯০

"তাদের প্রত্যেকটি কাজ পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হয়।"
সূরা আশ্ শুয়ারা: ৩৮

"মুমিনরা পরস্পরের ভাই। এতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" সূরা আল হুজুরাত: ১০

"আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে সেই সকল লোকদের প্রতি ইহসান ও ইনসাফ করতে নিষেধ করেন না যারা দ্বীনের ব্যপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করেনি। আল্লাহ তায়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।" সূরা আল মুমতাহানা: ০৮

(খ) আল হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর' ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করে আল্লাহর নিকট তারা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যে সব দায়দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয় সে সব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (মুসলিম)

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাক্আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্আহ তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন তখন তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করেছিলেন। তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে না। কেননা আমি নবী সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: কোনো বিচারক যেনো রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মধ্যে বিচার-মীমাংসা না করে। (বুখারী)

৪৯. ইয়াতীম ও মিসকীন[২৫]

(ক) আল কুরআন

"তারা জিজ্ঞেস করছে: ইয়াতিমের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বলে দাও: যে কর্মপদ্ধতি তাদের জন্য কল্যাণকর তাই অবলম্বন করা ভালো। তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপাতি ও থাকা-খাওয়া যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাখো তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তারা তো তোমাদের ভাই। অনিষ্টকারী ও হিতকারী উভয়ের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও পরাক্রমের অধিকারী হবার সাথে সাথে জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী।" সূরা আল বাকারাহ: ২২০

"ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ বুঝিয়ে দাও। ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না। আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। এটা মহাপাপ।" সূরা আন্ নিসা: ০২

"আর ইয়াতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়। তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। ইয়াতিমের যে অভিভাবক সম্পদশালী হবে সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ না করে) আর যে গরীব হবে সে যেন প্রচলিত পদ্ধতিতে খায়। তারপর তাদের সম্পদ যখন তদের হাতে সোপর্দ করতে যাবে তখন তাতে লোকদের সাক্ষী বানাও। আর হিসেব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"
সূরা আন্ নিসা: ০৬

"সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও। তাদের সাথে উত্তম কথা বল।" সূরা আন্ নিসা: ০৮

"যারা ইয়াতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা মূলত: আগুন দ্বারাই নিজেদের পেট বোঝাই করে। তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" সূরা আন্ নিসা: ১০

"আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, ইয়াতিমদের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচর থাকবে না।" সূরা আন্ নিসা: ১২৭

---

[২৫] প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যার প্রয়োজন পূরণ করার মত যথেষ্ট সংগতি নেই; অথচ (তার নীরবতার কারণে) তাকে চেনাও যায় না যাতে লোকে তাকে দান-খয়রাত করতে পারে এবং সে নিজে উঠে গিয়েও কারো কাছে হাত পাতেনা।

"জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা ইয়াতিমের ধন-সম্পদের কাছেও যেওনা। অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায় যেতে পারো যা সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

সূরা আন'আম: ১৫২

"এবং ইয়াতিমের সম্পত্তির কাছে যেয়ো না তার ভাল করার উদ্দেশ্য ছাড়া–যতদিন না সে পূর্ণ বয়সে পৌছে এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর, কেননা ওয়াদা পালন সম্বন্ধে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৪

"ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার করো না। আর নিজের রবের নিয়ামত প্রকাশ করো।" সূরা আদ-দুহা: ৯-১১

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা বলেছে ? সেইতো ইয়াতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না।"

ূরা আল মাউন: ১-৩

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতাটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো কি ? তিনি বললেন: সেগুলো হলো– ১. আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব-জন্তু হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়া এবং ৭.সতী-সাধ্বী মুসলিম নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করা।

(বুখারী ও মুসলিম)

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি আর ইয়াতীম পালনকারী, নিজের ইয়াতীম হোক অথবা অন্যের ইয়াতীম হোক, জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করে দেখালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,এমন ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে একটি অথবা দু'টি খেজুর দেয়া হয়, এক লোকমা (গ্রাস) বা দুই লোকমা খাদ্য দেয়া হয়। বস্তুত যে ব্যক্তি দারিদ্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও অন্যের কাছে হাত পাতে না সেই হচ্ছে মিসকীন। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকীনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা-সাধনকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। রসূলুলাহু সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম একথাও বলেছেন, সে অবিরাম নামায পাঠকারী ও অনবরত রোযাদার ব্যক্তির সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

৫০. আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে যেতে থাকলে মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে, মুত্তাকিদের জন্য এটা একটা অধিকার।" সূরা আল বাকারাহ:১৮০

"হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।"

সূরা আন্ নিসা: ০১

"ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।"

সূরা আন্ নিসা: ০৮

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। মাতাপিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও এতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, আত্মীয় প্রতিবেশী,অনাত্মীয় প্রতিবেশী পাশাপাশি চলার সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীণ বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। আলাহ এমন ব্যক্তিকে কখনও পচ্ছন্দ করেন না যে নিজ ধারণায় অহংকারী এবং নিজকে বড় মনে কওে আত্মগৌরবে বিভ্রান্ত। সূরা আন্ নিসা: ৩৬

"আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।" সূরা আন্ নাহল: ৯০

"আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।" সূরা বনী ইস্রাঈল: ২৬

"নিজের নিকটতম আত্মীয়-পরিজনদেরকে ভয় দেখাও এবং মুমিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করো।"

সূরা আশ্ শু'আরা: ২১৪-২১৫

"এটাই সেই জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই সব বান্দাদের দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে। হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। তবে আত্মীয়তার ভালবাসা অবশ্যই চাই। যে কল্যাণ উপার্জন করবে আমি তার জন্য তার সেই কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও নেক কাজের মর্যাদাদাতা।"

সূরা আশ শূরা: ২৩

"কাজেই (হে মু'মিন!) আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে (দাও তাদের অধিকার)। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে তাদের জন্য ইহা উত্তম এবং তারাই সফলকাম হবে।" সূরা আর রূম: ৩৮

"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা থেকেও। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক হকদার। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, তবে করতে পারো। এটা লাওহে মাহ্ফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখিত আছে।" সূরা আল আহযাব: ৬

(খ) আল হাদীস

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি নিজের রিযিক প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হওয়া পছন্দ করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের জীবনে বিশ্বাসী সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে' আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইহসানের পরিবর্তে ইহসানকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী ঐ ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে পুনরায় তা স্থাপন করল। (বুখারী)

আবু আইউব খালেদ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর ইবাদত করতে থাক, তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক কর না , নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু মুহাম্মদ জুবাইর ইবনে মুত'ঈম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ছেদনকারী (আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারী) বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সহিত মিলিত) ঢাল

স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখি। আর যে লোক তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিআওফা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বলতে শুনেছি যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় না। (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান)

আবু বাকরতা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: এমন গুণাহ্ যেই গুণাহের অপরাধী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক আখরাতে উহার শাস্তি জমা রাখা সত্বেও দুনিয়াতে তাকে তাড়াতাড়ি আযাব দিয়ে থাকেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে আর কোন গুণাহ সেই সাজার অধিক উপযুক্ত নহে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি বলল, হে রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধনের মিল রাখি। আর তারা আমার সাথে সেই বন্ধন কেটে দেয়। আর আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, এবং তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, আর তারা আমার সাথে মুর্খের ন্যায় ব্যবহার করে। রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, যদি ঘটনা এমন হয়ে থাকে যা তুমি বলেছ, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করতেছ। তোমার ধৈর্য্যের আগুন তাদের শেষ করে দিবে। এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরূদ্ধে একজন সাহায্যকারি থাকবে। যতক্ষণ পযর্ন্ত তুমি এই অবস্থার উপর থাকবে। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবীদের মজলিসে) বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, সাহাবীদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! (এমন হতভাগ্য) লোকটি কে? রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। (বুখারী, মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লার নবী (স:)! আমার দুজন প্রতিবেশী আছে, এর মধ্য হতে কাকে আমি হাদীয়া প্রেরণের ব্যাপারে প্রাধান্য দিব? রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, দরজার দিক দিয়ে যে বেশী তোমার নিকটবর্তী। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে মুসলিম রমণীরা! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়ীতে সামান্য বস্তু

পাঠানকে তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তা যদি বকরীর পায়ের সামান্য অংশও হয়। (বুখারী,মুসলিম)

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, যাতে করে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোজ খবর নিতে পার। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । একজন লোক রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসূল অমুক স্ত্রীলোকটি অধিক নফল নামায, অধিক নফল রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্য বিখ্যাত কিন্তু সে তার প্রতিশৌদিগকে জিহবা দ্বরা কষ্ট দেয়। রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বললেন, সে জাহান্নামী। সে আবার আরজ করলো, হে আল্লাহর রসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে নফল নামায কম পড়ে, নফল রোযা কম রাখে এবং কম দান করে কিন্তু মুখের ভাষ্য দিয়ে কোন প্রতিশৌকে কষ্ট দেয় না। রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বললেন, সে জান্নাতবাসীনী। (মিশকাত)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন , আমি জিজ্ঞেস করলাম হে রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতিম রয়েছে, আমি কোন্ কোন্ অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো, সে সব কারণে তাকেও মা তে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাচানোর জন্য তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না । (মুজামুস-সগীর)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ঠ না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের জীবনে বিশ্বাসী সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫১, শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য

(ক) আল কুরআন

"যে লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে-অর্পিত কাজ বা জিনিষ বিনষ্ট কর, তুমি তাদের সমর্থন করেন না। আল্লাহ খেয়ানতকারকে পচ্ছন্দ করেন না।" সূরা আন্ নিসা: ১০৭

"কর্মচারী হিসাবে এমন ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে বলশালী ও আমানতদার।" সুরা আল কাসাস: ২৬

"আমি তোমার উপর কোনরূপ কঠোরতা করতে চাই না, কোন কঠিন ও দু:সাধ্য

কাজ চাপাতেও চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎলোক হিসেবেই পাবে।"
সুরা আল কাসাস: ২৬

(খ) আল হাদীস

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দিবে। (ইবনে-মাজাহ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহতায়ালা বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হবে (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোন চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে, (২) সেই ব্যক্তি, যে কোন মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। আর (৩) সেই ব্যক্তি, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি করিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি। (বুখারী)

মজুরের মজুরী নির্ধরণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে তখন তাকে হাত ধরে নিজের সঙ্গে খেতে সাও, সে যদি বসতে অস্বীকার কওে তবু দুই এক মুঠি খাদ্য অন্তত: তাকে অবশ্যই খেতে দিবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে। (তিরমিযি)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সূতরাং আলাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেনো তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাহিওে কোন কাজ যেনো তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপান হয়,তবে তা সমাধান করার ব্যাপাওে তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২. সুদ ও ঘুষ

(ক) আল কুরআন

"যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে: ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার প্রভুর তরফ থেকে এই উপদেশ পৌঁছবে

পরে সে সুদখোরী থেকে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা কিছু করেছে তা অতীতের ব্যাপার। ব্যাপারটি আলাহ্‌র হাতে সোর্পদ। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও সুদের পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ সুদকে নির্মূল করে দেন এবং দান খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না। যারা ঈমান আনবে, সৎ কাজ করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে। তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা। এখনো তাওবা করে নাও (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।"

সূরা আল বাকারাহ: ২৭৫-২৭৯

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কর্জ দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। এবং সেই আগুনের ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" সূরা আলে ইমরান: ১৩০-১৩১

"তারা (ইহুদীরা) যে সুদ গ্রহণ করতো তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং নিষেধ করা হয়েছিল তারা যে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খেতো তা থেকে। (কিন্তু অস্বীকারকারী বিরত হয়নি) ফলে অস্বীকারকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি।" সূরা আন্ নিসা: ১৬১

"যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। আর যে যাকাত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।" সূরা আর রূম: ৩৯

"আর তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে ঘুষ[২৬] দিও না।" সূরা আল বাকারাহ: ১৮৮

(খ) আল হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর এবং সুদ দাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ

[২৬]অধিকারকে করায়ত্ব করার লক্ষ্যে দুর্নীতিপরায়ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অবৈধ অর্থ কিংবা পণ্যসামগ্রী পর্দার অন্তরালে প্রদান করাই ঘুষ বা উৎকোচ নামে পরিচিত। যার ইংরেজী প্রতি শব্দ হচ্ছে Bribe.

সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদের সাক্ষীদ্বয় ও এর হিসাবরক্ষককে লানত করেছেন। (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষীদ্বয় ও এর হিসাবরক্ষককে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন এরা সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল এবং সেই সুপারিশের প্রতিদান স্বরূপ তাকে কিছু উপহার দিল। যদি সে তা গ্রহণ করে তাহ'লে সে সূদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হ'ল। (আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বা যারা ঘুষ খায় বা নেয় এবং ঘুষ দেয়, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। (মুসলিম ও দাউদ)

বুরায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি সে যদি ভাতা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে খিয়ানত। (আবু দাউদ)

আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে সমাজে যেনা-ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সনএাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মসনাদে আহমদ)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে কোনো তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেনো তার তোহফা কবুল না করে এবং তার সোয়ারীতেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনর ধারা চলে আসে তবে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজা)

৫৩. মদ ও জুয়া

(ক) আল কুরআন

"তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে: মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কি? বলে দাও: ঐ দু'টির মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও লোকের জন্য তাতে কিছুটা উপকারিতাও আছে, কিন্তু তাদের উপকারিতার চেয়ে গুনাহ বেশী।"

সূরা আল বাকারাহ: ২১৯

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক তীরসমূহ, এ সবই হচ্ছে ঘৃণ্য কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।" সূরা আল মায়েদাহ: ৯০

"শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিকির ও নামায হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে কি ?" সূরা আল মায়েদাহ: ৯১

(খ) আল হাদীস:

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশত অবৈধ: (১) মদ্যপায়ী, (২) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং (৩) গৃহকর্তা, যে আপন পরিবারের মধ্যে অপবিত্রতা স্থাপন করে। (নাসায়ী)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতঃপর তা থেকে তাওবা করলো না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (নাসায়ী)

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন মদ এমন সময় হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদও ছিল না। (বুখারী)

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মদ পান করলে তাকে বেত্রাঘাত কর। চতুর্থবার পান করলে তাকে হত্যা কর। এক ব্যক্তি চতুর্থবার মদ পান করলে, তাকে রসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন, কিন্তু হত্যা করলেন না। (তিরমিযী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের সাথে সম্পর্কিত দশ শ্রেণীর লোকদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হলো: ১. মদ প্রস্তুতকারী, ২. মদ প্রস্তুতের পরামর্শদাতা, ৩. মদ পানকারী, ৪. মদ বহনকারী, ৫. যার নিকট মদ বহন করা হয়, ৬. মদ পরিবেশনকারী, ৭. মদ বিক্রেতা, ৮. মদের মূল্য গ্রহণকারী, ৯. মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী, এবং ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করে। (তিরমিযী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নেশাদার দ্রব্যপানকারীকে জুতা ও বেতের মাধ্যমে ৪০ বার মারতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪. ফিতনা

(ক) আল কুরআন

"আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানেই পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফিতনা ফাসাদ (শিরিক) বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মাসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফিরদের শাস্তি।" সূরা আল বাকারাহ: ১৯১

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো যালেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।" সূরা আল বাকারাহ: ১৯৩

"এবং আল্লাহ বিপর্যয় (ফিতনা) সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।" সূরা আল মায়েদাহ: ৬৪

"আর সেই ফিত্না থেকে দূরে থাক যার অনিষ্টকারিতা শুধুমাত্র তোমাদের গুনাহগারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।" সূরা আল আন্‌ফল: ০২

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শীঘ্রই এমন ফিতনা দেখা দিবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে ভাল (নিরাপদ) থাকবে। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি, চলমান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী থেকে ভাল থাকবে। যে ফিতনায় লিপ্ত হবে, তাকে সে ফিতনা ধ্বংস করে দেবে। যে ব্যক্তি তা হতে মুক্তস্থান অথবা আশ্রয়স্থল পাবে, তার উহা দ্বারা নিজকে রক্ষা করা উচিত। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রের টুকরার ন্যায় ফিতনা আসার পূর্বেই তোমরা (বেশী বেশী) আমল তথা সৎকর্মে মশগুল হও। (এমনও সময় আসবে, ফিতনার প্রচন্ডতায়) মানুষ সকালে মু'মিন থাকবে তো দেখা যাবে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে তো দেখা যাবে সকালে কাফের হয়ে গেছে। আর সে তার দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য মাল-সম্পদের বিনিময় বিক্রি করে দিবে। (মুসলিম)

৫৫. দম্ভ

(ক) আল কুরআন

"আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিল, সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল, ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" সূরা আল বাকারাহ: ৩৪

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। বাপ-মা'র সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও ইয়াতিম-মিসকিনদের সাথে সদব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্ম অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং বড়াই করে।" সূরা আন্ নিসা: ৩৬

"তোমাদের সত্যিকার উপাস্য হচ্ছে এক আল্লাহ, কিন্তু যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই লোকদের কখনো ভালোবাসেন না যারা আত্মঅহংকারে নিমজ্জিত।" সূরা আল নাহল: ২২-২৩

"(কাফেরদেরকে বলা হবে) তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ করো। আর এখানেই চিরকাল বসবাস করো। জেনে রাখো অহংকারীদের আবাসস্থল খুবই নিকৃষ্ট।" সূরা নাহল: ২৯

"যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭

"মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন আমি তাকে নিয়ামত দান করি তখন সে গর্ব করে ও পিঠ ফিরিয়ে নেয় এবং যখন সামান্য বিপদের মুখোমুখি হয় তখন হতাশ হয়ে যেতে থাকে।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৩

"যেসব নির্যাতিত ব্যক্তি যুলুমের পর প্রতিশোধ নেবে তাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা যাবে না। তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য তো তারা যারা অন্যদের উপর যুলুম করে পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এই লোকদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।" সূরা আশ শু'আরা : ৪২

"আর এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যেখানকার লোকেরা তাদের সম্পদ-সম্পত্তির দম্ভ করতো। কাজেই দেখে নাও, ঐসব তাদের ঘরবাড়ী পড়ে আছে, যেগুলোর মধ্যে তাদের কদাচিত কেউ বসবাস করছে, শেষ পর্যন্ত আমি চূড়ান্ত মালিক রয়েছি।" সূরা আল কাসাস: ৫৮

"(লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন:) আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভংগীতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্ম অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে। চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখ। নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।"

সূরা লুকমান: ১৮-১৯

"আমি অপরাধীদের সাথে এমনটাই করে থাকি। এরা ছিল এমন সব লোক যখন এদেরকে বলা হতো, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই' তখন এরা অংহকারে ফেটে পড়ত।" সূরা আস্ সা-ফ্ফা: ৩৪-৩৫

"বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে অহংকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা।" সূরা আয যুমার: ৭২

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।"

সূরা আল মু'মিন: ৬০

"যারা বড় বড় গুনাহ এবং প্রকাশ্য ও সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে- তবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা-নিশ্চয়ই তোমার রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক। যখন তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রুণ আকারে ছিলে, তখন থেকেই তিনি তোমাদের জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের আত্ম-পবিত্রতার দাবী করো না। সত্যিকার মুত্তাকি কে তা তিনিই ভালো জানেন।" সূরা আন্ নাজম: ৩২

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" সূরা আল-হাদীদ: ২২-২৩

(খ) আল হাদীস

হারিসা ইবনে ওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'আমি কি তোমাদের দোযখীদের বিষয় জানাব না? তারা হল: প্রত্যেকে অহংকারী, সীমালংঘনকারী, বদবখত ও উদ্ধত লোক (এরাই জাহান্নামে যাবে)।' (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার অন্তরে অণু পরিমানও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। একজন বলল: কোন কোন লোক তো চায় কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষণীয় হোক (এটাও কি খারাপ)? তিনি বললেন: আল্লাহ নিজে

সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (অর্থাৎ এটা অহংকারের অর্ন্তগত নয়)। অহংকার হল গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের হেয় জ্ঞান করা। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ লোকের প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে অহংকারবশত: তার তহ্বন্দ ঝুলিয়ে দিয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

সালামাহ ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন লোক সর্বদাই নিজেকে লোকদের থেকে দূরে রাখতে থাকে এবং তাকাব্বুর করতে থাকে। অবশেষে তার নাম অহংকারী ও উদ্ধতদের সাথে লিখে দেয়া হয়। এরপর তার উপর মসিবতই পতিত হয়, যা অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের প্রতি পতিত হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

হারেছ ইবনে ওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। (আবু দাউদ)

আব্দুলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা এচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

৫৬. মিথ্যা বলা

(ক) আল কুরআন

"আর তোমরা মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে তুলো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে লুকোবার চেষ্টা করো না।" সুরা আল বাকারাহ: ৪২

"তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীরতার পথ অবলম্বন করতে বলো কিন্তু নিজেদেরে কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? " সুরা আল বাকারাহ: ৪৪

"যে ব্যক্তি নিজে কোনো ভুল কিংবা গুনাহ করে অতঃপর কোনো নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ।"
সূরা আন্ নিসা: ১১২

"এমন কোন কিছুর পিছনে লেগে যেওনা, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। জেনে রাখো, নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও অন্তঃকরণ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬

"হে নবী! আপনি বলুন, সত্য এসেছে মিথ্যা নির্মূল হয়ে গেছে। মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।" সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১

"মিথ্যা কথা-বার্তা পরিহার করো।" সূরা আল হাজ্জ: ৩০

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।"
সূরা আল মু'মিনুন: ২৮

"(রহমানের বান্দাহ তারা), যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না। কোন অর্থহীন বিষয়ের মুখোমুখি হলে তারা ভদ্র ও শরীফ মানুষের মতই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।"
সূরা আল ফুরকান: ৭২

"যে কথাই তার মুখে উচ্চারিত হোক না কেন তা সংরক্ষণের জন্য সদা প্রস্তুত একজন পর্যবেক্ষক তার সাথেই রয়েছে।" সূরা ক্বাফ: ১৮

"হে মু'মিনগন তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করো না? আল্লঅহর কাছে। এটা অত্যন্ত অপচ্ছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না?"
সূরা ক্বাফ: ১৮

"সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে। অথচ তাকে শুধু ইসলামের (আল্লাহর আনুগত্য করার) দিকে আহবান করা হচ্ছে। আল্লাহ এরকম জালেমদের হিদায়াত দেন না।" সূরা আস্ সফ:০৭

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে তা ভংগ করে, এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খেয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সত্যবাদিতা কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে পথ দেখায়। আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। মিথ্যা কথা মানুষকে পাপ ও গুনাহর দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ ও গুনাহ তাকে দোযখে নিয়ে যায়। কোন লোক মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সাবধান! খারাপ ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা খারাপ ধারণা- অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

বাহায ইবনে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ধ্বংস ও বিফলতা সেই ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্যে রয়েছে অকল্যাণ। (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দুচোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দুটো চোখ দেখেনি। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাবে, যে দুমুখো। সে এদের সামনে এক রূপ নিয়ে আসতো, আর ওদের কাছে অন্য রূপে ধরা দিত। (বুখারী)

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (মিথ্যা কসমের মাধ্যমে) এমন জিনিসের দাবী করে যা তার নয়। সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন তার স্থান জাহান্নাম করে নেয়। (মুসলিম)

সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হাদরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে , সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হল তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

৫৭. ওয়াদা

(ক) আল কুরআন

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কৃত ওয়াদা বা চুক্তি পূরণ করো।" সূরা আল মায়েদাহ: ১

"ওয়াদা বা চুক্তি পূর্ণ করো। কেননা ওয়াদা বা চুক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৪

"তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।" সূরা আত তাওবাহ: ০৪

"আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোন অংঙ্গীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙ্গে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সর্ম্পকে অবগত।" সূরা আন্ নাহ্ল: ৯১

"তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে অংঙ্গীকার করেছিল যে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না এবং আল্লাহর সাথে করা অংঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" সূরা আল অহ্যাব: ১৫

(খ) আল হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার মাঝে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খালিস মুনাফিক। যার মাঝে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার মধ্যে নিফাকের খাস্লত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে-যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বর্জন করে। সেগুলো হল: (১) তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভংগ করে, এবং (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদাভংগকারী বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি পতাকা থাকবে এবং বলা হবে এটি অমুক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু হাসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়ত লাভের পূর্বে একদা আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু কেনাকাটা করি যার কিছু মূল্য পরিশোধ করতে বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি অবশিষ্ট দাম নিয়ে তাঁর নির্ধারিত স্থানে এসে হাজির হবো। আমি এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলাম। তিন দিন পরে আমার স্মরণ হলো। এসে দেখলাম তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থানেই আছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলে। আমি তিনদিন যাবত তোমার অপেক্ষা করছি। (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি: (১) যখন কথা বলে,

মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৮. অপবাদ-নিন্দা-গীবত

(ক) আল কুরআন

"এই জ্ঞান এসে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে, হে মুহাম্মদ! তাকে বলে দাও: "এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে। আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে আর আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে : তারপর আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী হবে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।"

সূরা আলে ইমরান: ৬১

"যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গুনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপরাধ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ।" সূরা আন নিসা: ১১২

"আল্লাহ্ পছন্দ করেন না যে, কেউ প্রকাশ্যে কারও বদনাম করে বেড়াক, অবশ্য সে বাদে যাহার উপর যুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ সব শুনেন, সব জানেন।"

সূরা আন্ নিসা: ১৪৮

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হচ্ছে (এই যে সে) চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক যদি সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকলে এবং আলাহ্ বড়ই মনোযোগ দানকারী ও জ্ঞানী না হলে স্ত্রীদের প্রতি অভিযোগের ব্যাপার তোমাদেরকে বড়ই জটিলতার সম্মুখীন করতো।"

সূরা আন নূর: ৬-১০

"যারা সতী- সাধ্বী সরলমনা মুমিন মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের অঙ্গ এবং তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"

সূরা আন্ নুর: ২৩-২৪

"কোন ব্যক্তি কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দেবে এবং অস্বীকার করবে বা তা করা থেকে বিরত থাকবে। যদি তা না পারে কিংবা পছন্দনীয় না হয় তাহলে

স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। মহান আল্লাহর নির্দেশ: "তারা যখন অর্থহীন উক্তি শুনতে পায়, তখন এ কথা বলে সেখান থেকে চলে যায়: 'আমাদের কাজের প্রতিদান আমাদের জন্য, তোমাদের কাজের প্রতিদান তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম,আমরা জাহেল ও অজ্ঞদের পথ অবলম্বন করতে চাই না।" সূরা আল কাসাস: ৫৫

"যে সব লোক মুমিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অতি বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় তুলে নেয়।"

সূরা আল আহযাব: ৫৮

"হে ঈমানদারগণ! পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদেরকে উপহাস না করে, কেননা হতে পারে সেই ব্যক্তি (যাকে উপহাস করা হলো) তার চেয়ে (আল্লাহর দৃষ্টিতে) উত্তম। এবং নারীরাও যেন নারীদেরকে উপহাস না করে। কেননা হতে পারে সে তার চেয়ে ভালো। এবং একে অন্যকে বিদ্রুপ করো না। এবং পরস্পরকে মন্দ খেতাব দিয়ে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর গুনাহর কাজে প্রসিদ্ধ লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই যালেম।" সূরা আল হুজরাত: ১১

"হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গুনাহ্। একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না এবং একে অন্যের গীবত[২৭] করো না। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।" সূরা আল হুজরাত: ১২

"তুমি অবদমিত হয়ো না তার দ্বারা যে কথায় কথায় শপথ করে, যে মর্যাদাহীন, যে গীবত করে, চোগলখোরী[২৮] করে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, যুলুম ও বাড়াবাড়িতে সীমা লংঘন করে, চরম পাপিষ্ঠ ঝগড়াটে ও হিংস্র এবং সর্বোপরি বজ্জাত। কারণ সে সম্পদশালী ও অনেক সন্তানের পিতা, তাকে যখন আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন সে বলে এ তো প্রাচীনকালের কিস্সা-কাহিনী। শিঘ্রই আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দেবো।" সূরা আল-কলম:১০-১৬

"সেই সমস্ত লোকদের জন্যে নিশ্চিত ধ্বংস যারা অপরের দোষক্রটি সামনা-সামনি (চোগলখোর) এবং পিছনে (গীবত) চর্চা করে বেড়ায়।" সূরা আল হুমাযাহ: ০১

---

[২৭]রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম গীবতের সংজ্ঞা দিয়েছেন: "গীবত হচ্ছে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি ? তিনি বললেন: তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।"

[২৮] ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একরে কথা অন্যের কানে লাগানোকে চোগলখুরী বা পরোক্ষ নিন্দা বলে।

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে ? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: তোমরা ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ আলোচনা কর, যা সে অপছন্দ করে। বলা হল, আপনার কি মত, আমি যা আলোচনা করলাম তা যদি তার মধ্যে থাকে? তিনি বললেন: যে সব দোষ তুমি বর্ণনা করেছ তা যদি সত্যই তার মধ্যে থেকে থাকে তবেই তো তার গীবত করলে। যদি তার মধ্যে সে দোষ না থেকে থাকে তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মাতের সবার গুনাহ মাফ হবে। কিন্তু দোষ-ত্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ মাফ হবে না। দোষ-ত্রুটি এভাবে প্রকাশ করা হয়: কোন ব্যক্তি রাতের বেলা কোন কাজ করবে। অত:পর সকাল হবে। আল্লাহ তার একাজ গোপন রাখবেন। সে (সকাল বেলা) বলবে, হে অমুক, আমি গতরাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন আর সকাল বেলা আল্লাহর এ আড়ালকে সরিয়ে দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ পার্থিব জীবনে গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বান্দা যখন ভালমন্দ বিচার না করেই কোন কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজে জাহান্নামের এতদূর গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযী)

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত করা ও গবীত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গীবত হল ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি যদি যেনা করার পর তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে তাহলে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

আবু উমামা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (বিচারের দিন) লোকদের কাছে তার আমলনামা তুলে ধরা হবে। তখন সে বলবে: হে আমার রব! দুনিয়ার জীবনে আমি এই এই কাজ করেছিলাম, কিন্তু আমার আমলনামায় তা দেখছি না। উত্তরে আল্লাহ্ বলবেন: লোকের গীবত করার কারণে তা তোমার আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।
(তারগীব ও তারহীব)

সাঈদ ইব্নে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: না-হকভাবে কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করা হলো সবচাইতে বড় গুনাহ। (আবু দাউদ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সাবধান! খারাপ ধারণা থেকে দূরে থাকো। কেননা খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৯. কৃপণতা ও অপচয়

(ক) আল কুরআন

"আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তারপরও তারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ। কৃপণতা করে তারা যাকিছু জমাচ্ছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে। পৃথিবী ও আকাশের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। আর তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা সবই জানেন।" সূরা আলে ইমরান: ১৮০

"আর আল্লাহ এমন লোকদেরকেও পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, অন্যদেরকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো গোপন করে। এই ধরনের অনুগ্রহ অস্বীকারকারী লোকদের জন্য আমি লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।" সূরা আন্ নিসা : ৩৭

"হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও। আর খাও ও পান করো কিন্তু অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা আল আ'রাফ:৩১

"বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।" সূরা বনী ইস্রাঈল:২৬

"এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না । বরং তারা উভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে ।" সূরা ফুরকান: ৬৭

"দেখো, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আহবান জানানো হচ্ছে অথচ তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করছে । যারা কৃপণতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সাথেই কৃপণতা করছে । আল্লাহ তো অভাবশূন্য । তোমরাই তার মুখাপেক্ষী । তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে নিয়ে আসবেন । তারা তোমাদের মত হবে না ।"
সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮

"যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয়, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না । এর পরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত ।" সূরা আল হাদীদ: ২৪

"আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে, তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ সুবিধা দেবো । আর তার ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে ? " সূরা আল লাইল: ৮-১১

(খ) আল হাদীস

যাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যুলুম করা থেকে দূরে থাকো । কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে । কৃপণতার কলুষতা থেকে দূরে থাকো । কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে (জাতিকে) ধ্বংস করে দিয়েছে । কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাত ও মারামারি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে । (মুসলিম)

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও দান করে খোটা দেওয়া ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: বান্দার যেদিনই সকাল হয়, দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় । তাদের একজন বলেন: হে আল্লাহ! খরচকারীকে তার বিনিময় দান কর । অপরজন বলেন: হে আল্লাহ! কৃপণের ধন বিনষ্ট করে দাও । (বুখারী ও তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কৃপণ ও খরচকারীর দৃষ্টান্ত এমন দুজন লোকের ন্যায় যাদের ওপর রয়েছে দুটি লোহার বর্ম (বা জামা) যা তাদের সিনা থেকে হাঁসুলি পর্যন্ত ঢেকে রয়েছে । খরচকারী যখনই কিছু খরচ করে তখনি ঐ জামাটি প্রসারিত হয়ে তার (শরীরের) পুরো চামড়াকে ঢেকে নেয় । এমনকি তার

আংগুলসমূহকেও আবৃত করে ফেলে এবং পায়ের তলা পর্যন্ত ঢেকে যেতে থাকে। পক্ষান্তরে যে কৃপণ, সে কিছুই খরচ করতে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ লৌহ বর্মের প্রতিটি বৃত্ত স্ব স্ব স্থানে সংযুক্ত ও বিজড়িত হয়ে যায়। সে তাকে প্রশস্ত করতে চায়। কিন্তু তা প্রশস্ত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (হে আসমা) খরচ কর আর গুণে গুণে রেখো না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দান করবেন। আবার সিন্দুকে আটকিয়ে রেখো না। তাহলে আল্লাহ (তোমাকে দেয়ার ব্যাপারে) আটকিয়ে রাখবেন। (বুখারী)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্য। অপরটি তার স্ত্রীর জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানদের জন্যে এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সা'দ রাদিয়ালাহু আনহু এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন অযু করছিলেন। রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, হে সা'দ! অপচয় কেন ? সা'দ রাদিয়ালাহু আনহু বললেন, অযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাকো না কেন। (আহমদ)

৬০. হালাল ও হারাম

(ক) আল কুরআন

"হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো। আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নি:সন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" সূরা আল বাকারাহ: ১৬৮

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লঅহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেও উপর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, মৃতদেহ খেয়ো না, রক্ত ও শূকরের গোশত থেকে দূরে থাকো। আর এমন কোন জিনিস খেয়ো না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভংগ করার কোন প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায়, সে জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। আলাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আল বাকারাহ: ১৭২-১৭৩

"এখন যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে যে পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তার গোশ্ত খাও। যে জিনিসের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সেটি না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ যেসব জিনিসের

ব্যবহার আল্লাহ নিরূপায় অবস্থা ছাড়া অন্য সব অবস্থায় হারাম করে দিয়েছেন সে গুলোর বিশদ বিবরণও তিনি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।"সূরা অল আন' আম:১১৮-১১৯

"আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাক পবিত্র বস্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে । আহলি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। আর সংরক্ষিত মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল, তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্যে থেকে হোক, যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে। তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেও পারবে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎকার্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে হবে নিঃস্ব ও দেউলিয়া।" সূরা আল মায়েদাহ: ০৫

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা হারাম করোনা যে সমস্ত পবিত্র জিনিষ আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা লংঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীগণকে ভীষণভাবে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে পানাহার করো এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাক যার উপর তোমরা ঈমান এনেছ।" সূরা আল মায়েদাহ: ৮৭

"(হে মুহাম্মদ!) এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের জন্য কি কি হারাম করেছেন: (ক) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; (খ) মাতাপিতার সাথে সদয় ব্যবহার করো; (গ) দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদের হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো; (ঘ) প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারের কাছে যাবে না; (ঙ) অন্যায়ভাবে বিনাশ করোনা জীবন যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত: তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে; (চ) আর ইয়াতিমের সম্পত্তির ধারে-কাছে যেয়ো না যাতে তাদের উপকার হয় সে উদ্দেশ্য ছাড়া, যতদিন না সে বড় হয়; (ছ) ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুক দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুক তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে; (জ) যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারেই হোক না কেন, এবং (ঝ) আলাহর সহিত ওয়াদা পূর্ণ করো। এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের পুনঃপুনঃ দিয়েছেন, যেন তোমরা স্মরণ রাখ।" সূরা আল আন'আম:১৫২-১৫৩

"হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও। আহার কর, পান কর এবং সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" সূরা আল আরাফ: ৩১

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব সৌন্দর্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে হারাম করেছে? আর আল্লাহর দেয়া পবিত্র

জিনিষগুলো কে নিষিদ্ধ করেছে? বলো দুনিয়ার জীবনেও এ সমস্ত জিনিস ঈমানদারদের জন্য আর কিয়ামতের দিনে এগুলো তো একান্তভাবে তাদেরই জন্য হবে। এভাবে যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের জন্য আমার কথাগুলো আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে থাকি।" সূরা আল আরাফ: ৩২

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও , আল্লাহ যে সব জিনিষ হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছে: প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, গুনাহ, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে তোমাদের কাউকে শরিক করা, যা সম্পর্কে তিনি কোন সনদ পাঠাননি এবং আলাহর নামে এমন কোনও কথা বলা যা মূলত: তিনি বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।"
সূরা আল আরাফ: ৩৩

"তোমরা ডাকবে নিজেদের প্রভুকে বিনীতভাবে ও সংগোপনে, নিশ্চয় সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।" সূরা আল আরাফ: ৫৫

"হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করছো কেন ? (তা কি এ জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও ? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"
সূরা আত তাহরীম: ০১

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি জান কোন্ ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব, যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবীদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অত:পর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

খাওলা বিনতে আ'মের আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর মালের (সরকারী অর্থ-সম্পদ) অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্য দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মানব জাতির কাছে এমন এক যামানা আসবে যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন বিচার বিবেচনা করবে না।
(বুখারী)

উমার ইবনে আউফ মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে আর হালালকে হারাম করে।

(তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরজের পরে ফরজ। (বায়হাকী)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মাংস হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে,তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য।

(আহমদ)

৬১. যেনা/ব্যভিচার[২৯]

(ক) আল কুরআন

"তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আর চার জন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার পর তাদেরকে (নারীদের) গৃহে আবদ্ধ করে রাখো,যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্যে থেকে যারা (দু'জন) এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল।" সূরা আন্ নিসা: ১৫-১৬

"বিবাহিত নারী (মু'মিন দাসী) যদি ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে ইহা তাদের জন্য; ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ালু।"

সূরা আন্ নিসা: ২৫

"লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে উহার নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনে হউক।" সূরা আনআম: ১৫১

"যেনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।"

সুরা বনী ইসরাঈল: ৩২

---

[২৯] যেনা/ব্যভিচারের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, 'একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক নিজেদের মধ্যে কোন বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পর যৌন মিলন করে।'

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো। আর আলাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনো। আর তাদেরকে শাস্তি দেবার সময় মু'মিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে। ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিণীকে যেন ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া আর কেউ বিয়ে না করে। আর এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে মু'মিনদের জন্য।" সূরা আন নূর: ০২-৩

"আর যারা সতী-সধ্বী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। তবে যারা এরপর তাওবা করে শুধরে যায়, অবশ্যই আলাহ্‌ (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" সূরা আন নূর: ০৪-৫

(খ) আল হাদীস

যায়িদ ইবনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:, যেসব অবিবাহিত লোক যেনা করেছে তিনি তাদেরকে এক শত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মাগের আসলামী (নামক এক ব্যক্তি) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বলল: সে ব্যভিচার করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক হতে পার্শ্ব বদলালেন। সে অন্য পার্শ্ব হতে এসে বলল, সে ব্যভিচার করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাম পুনরায় পার্শ্ব বদলালেন। এভাবে চতুর্থ বার বলার পর তার সম্বন্ধে আদেশ হল এবং একটি মাঠে নিয়ে তাকে পাথর দ্বারা মারা হল। যখন তার দেহে একটি পাথর লাগল, সে তখন পালাতে লাগল। একটি লোকের হাতে উট চালনার লাঠি ছিল। সে তা দ্বারা তাকে মারতে লাগল এবং অন্য লোকজনও মারতে লাগল। অত:পর সে মারা গেল। পরবর্তীকালে তার পালিয়ে যাওয়ার কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলে, তিনি বললেন: কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? হয়ত সে তাওবা করতো এবং আল্লাহ তার তাওবা কবুল করতেন। (তিরমিযী)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। বনু বকরের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে চারবার স্বীকার করল যে, সে একটি স্ত্রীলোকের সাথে যেনা করেছে। সে অবিবাহিত বলে তাকে বেত্রাঘাত করা হল। অত:পর স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে তিনি প্রমাণ চাইলেন। স্ত্রীলোকটি বলল: আলাহ্‌র শপথ! সে মিথ্যা কথা বলেছে। অতঃপর তাকে অপবাদের দরুণ নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হল। (আবু দাউদ)

৬২. ক্ষমা[৩০]

(ক) আল কুরআন

"বল (হে নবী), আমি কি তোমাদেরকে বলব, এগুলো অপেক্ষা উত্তম জিনিস কি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জন্য খোদার কাছে জান্নাত রয়েছে, যার পাদদেশে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় । সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, পাক পবিত্র স্ত্রীগণ হবে তাদের সংগী । আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে । আল্লাহ বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন । এসব লোক বলে: হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও । এসব লোক ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিনীত-অনুগত ও দাতা । এরা রাতের শেষভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ।" সূরা আলে ইমরান: ১৫-১৭

"আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নাও , আশা করা যায় তোমাদের ওপর রহম করা হবে। আর তোমরা দৌড়ে চল সেই পথে যে পথ যাচ্ছে তোমাদের প্রভু পরোয়ারদেগারের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে- যার প্রশস্ততা হচ্ছে যমীন এবং সমস্ত আসমানের ন্যায় । আর যা তৈরী করে রাখা হয়েছে সেই সকল মুত্তাকীদের জন্য, যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে সুখে-দু:খে সর্ব অবস্থায়, যারা গোস্বা হজম করে এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয় । আল্লাহ এই সকল লোকদের ভালবাসেন । আর যাদের অবস্থা এই যে, কেউ কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করলে সংগে সংগেই তাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং তার নিকট তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়; কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাদের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে এবং তারা জেনে শুনে তাদের কৃতকর্মকে অব্যাহত রাখে না । এই সকল লোকের প্রতিদান তাদের রবের নিকট এই যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন উদ্যানে তাদের প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে থেকে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে এবং সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে । সৎলোকদের জন্যে কতই না সুন্দর এই পুরস্কার ।"

সূরা আলে ইমরান: ১৩২-১৩৬

"আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

সূরা আন্ নিসা: ১০৬

"আল্লাহর কি প্রয়োজন তোমাদের অযথা শাস্তি দেবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে কালযাপন কর এবং ঈমান অনুসারে চল? আল্লাহ বড়ই পুরস্কারদানকারী এবং সকলের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ।" সূরা আন্ নিসা: ১৪৭

[৩০]কোন ব্যক্তি কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ না করাই ক্ষমা ।

"তোমরা যদি কল্যাণ করো প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিমান ।"

সূরা আন্-নিসা: ১৪৯

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বিরাট প্রতিদান লাভ করবে আর যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী ।" সূরা আল মায়েদাহ: ৯-১০

"আর আমার অনুগ্রহ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে ।" সূরা আল আরাফ: ১৫৬

"আমি তোমাদেরকে ভাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা আহার কর ।" সূরা আল আরাফ: ১৬০

"নিশ্চয়ই আপনার রব খুব দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন । আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় ।" সূরা আল আ'রাফ: ১৬৭

"ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের (কথাবার্তা) থেকে দূরে সরে থাকো ।" সূরা আ'রাফ: ১৯৯

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন । বস্তুতঃ আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী ।"

সূরা আল আনফাল: ২৯

"তখন আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করতে চাননি; যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে । আর আল্লাহর এটাও নিয়ম নয়, লোকেরা ক্ষমা চাইবে, আর তিনি তাদের শাস্তি দেবেন ।" সূরা আল-আনফাল: ৩৩

"আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।"সূরা আত তাওবা: ১৫

"যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে । আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই । তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।" সূরা ইউনুস: ১০৭

"দেখো, নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও ও তাঁর দিকে ফিরে এসো । অবশ্যই আল্লাহ করুণাশীল এবং নিজের সৃষ্টিকে ভালবাসেন ।" সূরা হূদ: ৯০

"আমি নিজের নফ্সকে দোষমুক্ত বলি না । নফ্স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া । অবশ্যি আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান ।" সূরা ইউসুফ: ৫৩

"কাফেররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" সূরা ইউসূফ: ৮৭

"বলুন, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" সূরা মু'মিনুন: ১১৮

"এ লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে। অথচ এদের আগে (যারাই এ নীতি অবলম্বন করেছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাবের) বহু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত অতীত হয়ে গেছে। একথা সত্য যে, তোমার রব লোকদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আবার একথাও সত্য যে, তোমার রব কঠোর শাস্তি দাতা।" সূরা আর্ রা'দ: ৬

"হে নবী! আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দেন যে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আল হিজর: ৪৯

"যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না। আসলে তিনিই বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। অথচ তিনি তোমাদের প্রকাশ্যও জানেন এবং গোপনও জানেন।" সূরা আন্ নাহল: ১৮-১৯

"হে নবী, তোমাকে যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোন জিনিসই এমন না যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের বলা হয়নি। নিঃসন্দেহে তোমার রব বড় ক্ষমাশীল এবং অতীব কষ্টদায়ক শাস্তিদাতাও বটে।" সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: ৪৩

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক এবং আখেরাতে প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় প্রত্যেকটি জিনিস তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।" সূরা সাবা:০১-২

"আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদের কাছে থেকে যাবতীয় দু:খ-কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন। অবশ্যই আমাদের মালিক ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।" সূরা ফাতির: ৩৪

"আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় রেখেছেন এবং যদি তারা টলটলায়মান হয় তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় আর কেউ তাদেরেকে স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সহনশীল ও ক্ষমাশীল।" সূরা ফাতির: ৪১

"আপনি কেবল তাদেরকে সর্তক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের।" সূরা ইয়া-সীন: ১১

"(হে নবী) বলে দাও, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" সূরা আল্ যুমার: ৫৩

"অতএব হে নবী! জেনে রাখো , আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্যও । আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঠিকানা সম্পকেও অবহিত।" সূরা মুহাম্মাদ: ১৯

"দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো- তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মতো। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেই সব লোকের জন্য যারা আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আলাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।" সূরা আল্ হাদীদ: ২১

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহে দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমদেকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" সূরা আল্ হাদীদ: ২৮

"নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" সূরা আল মুল্ক্: ১২

"একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।" সূরা আল মুদ্দাস্সির: ৫৬

"তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তার তসবীহ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর। নি:সন্দেহে তিনি অধিক পরিমাণে তাওবা গ্রহণকারী।" সূরা আন নসর: ০৩

(খ) আল হাদীস

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো: হে আল্লাহর রসূল! আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং, আপনি আমার ওপর সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করুন। অত:পর নামাযের সময় উপস্থিত হলে সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে সে আবার বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং, আপনি আমাকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি আমাদের সাথে নামাযে উপস্থিত হয়েছিলে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন: তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ দিনের গুনাহগারদের মাফ করার জন্যে রাতের বেলায় তাঁর হাত (অর্থাৎ রহমত) প্রসারিত করেন এবং রাতের গুনাহগারদের

মাফ করার জন্যে দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করেন। আর পশ্চিম গগনে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এরূপ করবেন। (মুসলিম)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যতোদিন পর্যন্ত আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি ততোদিন তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকবো, তা তুমি যাই কিছুই করে থাকো না কেন। হে আদম সন্তান! এ ব্যাপারে আমার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কেননা তোমার গুনাহ যদি আকাশচুম্বি অর্থাৎ আকাশেও পৌছে যায়, অত:পর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো তাহলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। হে বনী আদম! তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে সারা পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও যদি আমার সাথে সাক্ষাত করো, তাহলে আমিও এ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসবো। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সাদকা করাতে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

আবু ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে চুমু খেয়েছিল। অত:পর সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ গুনাহের কথা ব্যক্ত করল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন, 'আর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই সৎকাজসমূহ গুনাহের কাজসমূহকে মুছে ফেলে (সূরা হূদ:১১৪)।' একথা শুনে লোকটি বলল, আল্লাহ্র রসূল (সঃ)! এটা কি শুধু আমারই জন্য! তিনি বললেন: আমার সমস্ত উম্মতের জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন কোন বান্দা পাপ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একজন লোক বললেন, আলাহর শপথ! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন: সে ব্যক্তি কে, যে আমার প্রতি দোষারোপ করে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি তাকে ক্ষমা করেছি এবং ঐ লোকাটির আমল নষ্ট করে দিয়েছি। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: এমরানের পুত্র মুসা (আ:) জিজ্ঞেস করলেন: হে

প্রভু! তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বান্দা কে? আল্লাহ্ বললেন: ক্ষমতাশালী হয়েও যে ক্ষমা করে। (বায়হাকী)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গণনা করে দেখেছি যে, একই বৈঠকে রসূলুলাহ্ সালাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সালাম এক শতবার এই দোয়াটি পড়েছেন, ' আমার প্রতিপালক ! আমাকে ক্ষামা করুণ এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়। (ইবনে দাউদ ও তিরমিযী)

৬৩. তাওবা[৩১]ও তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য

(ক) আল কুরআন

"কিন্তু যারা তাওবা করে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো, প্রকৃতপক্ষে আমি তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।" সুরা আল বাকারাহ: ১৬০

"একথা জেনে রাখো, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হবার অধিকার একমাত্র তারাই লাভ করে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে বসে এবং তারপর দ্রুত তাওবা করে। এ ধরণের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয় খবর রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।"সূরা আন্ নিসা: ১৭

"কিন্তু তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করে যেতেই থাকে, এমন কি তাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে সে বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাওবা তাদের জন্য নয় যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কাফের থাকে। এমন সব লোকের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী রেখেছি।" সূরা আন্ নিসা: ১৮

"যদি কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের ওপর যুলুম করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা (তাওবা) করে, তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করবে, তার এই পাপ কাজ তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ্ সব কথাই জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে নিরাপরাধ ব্যক্তির ওপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো বড় মারাত্মক মিথ্যা অপবাদ ও যথেষ্ট গুনাহের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়।" সুরা আন্ নিসা: ১১০-১১২

---

[৩১] কোন অন্যায় কাজ হয়ে যাবার পর অনুতাপ অনুশোচনা করে সেই কাজের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং সেই অন্যায় কাজ ছেড়ে ভাল কাজে ফিরে আসাকেই তাওবা বলা হয়।

"তবে যারা তাওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নেবে এমন লোকই মু'মিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মু'মিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।" সূরা আন্ নিসা: ১৪৬

"অতঃপর যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তুমি কি জানো না, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের মালিক? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"
সূরা মায়েদাহ: ৩৯-৪০

"অতঃপর তারা কি আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গুনাহসমূহের জন্যে ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান।"
সূরা মায়েদাহ: ৭৪

"আমার আয়াতের প্রতি যারা ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন ততাদেরকে বলো, ' তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন খারাপ কাজ করে বসে, তারপর তাওবা করে ও নিজকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং নরম নীতি অলম্বন করেন, এটি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেরই প্রকাশ।' আর এভাবে আমি আমার নিশানীগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে অপরাধীদের পথ একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।" সূরা আল আন'আম: ৫৪-৫৫

"আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপর তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদিগার তাওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী করুণাময়।"
সূরা আল আ'রাফ: ১৫৩

"আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায়) তোমাদের প্রভু পরোয়ারদেগারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে, তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন- ইহা কবুল করলেন।" সূরা আল-আনফাল: ০৯

"মহান আল্লাহ তায়ালা্ বলেন: অত:পর তারা যদি তাওবা করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" সূরা আত তাওবা: ০৫

"কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দীনের ভাই। সূরা আত তাওবা: ১১

"আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কাজ কর্ম মিশ্র ধরণের-কিছু ভাল, কিছু মন্দ। অসম্ভব নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার মেহেরবান হয়ে যাবেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। হে নবী! তাদের ধন সম্পত্তি থেকে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক-পবিত্র কর। (নেকীর পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া কর। তোমার দোয়া তাদের সান্তনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। তারা কি জানে না, আল্লাহই তার

বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের দান খয়রাত গ্রহণ করেন এবং আলাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়, আর হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাক। আল্লাহ্ তার রসুল ও মুমিনরা তোমাদের কাজের ধারা এখন কেমন থাকে তা দেখবেন। তারপর তোমাদের তার দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি তোমাদের বলে দিবেন।"

সূরা আত তাওবা: ১০২-১০৫

"কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দীনের ভাই। সূরা আত তাওবা: ১১

" (তাওবাকারীর বৈশিষ্ঠ্য) আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী তাঁর ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে বিচরণকারী, তাঁর সামনে রুকু' ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ কারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লুঅহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী,এবং হে নবী ! সেই সব মু'মিনদেরকে সুখবর দাও!

সূরা আত তাওবা: ১১২

"অনন্তর যারা অজ্ঞাতবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাওবা করে এবং নিজকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" সূরা আন নাহ্ল: ১১৯

"তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।" সূরা বনী ইসরাঈল: ২৫

"তোমাদের প্রতি আলাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে এবং আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হ'লে কত কিছুই হয়ে যেত।" সূরা আন্ নূর: ১০

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর। তাহলে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।" সূরা আন্ নুর: ৩১

"যারা তাওবা করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তা'য়লা তাদের গুনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে, সে তার আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসে।" সূরা আল ফুরকান: ৭০-৭১

"আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চার পাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমানদারদের জন্য দোয়া করে। তারা বলে : হে আমাদের রব ! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তাই মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে তাদেরকে।" সূরা আল মু'মিন: ০৭

"তিনি আল্লাহর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা করো সে বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন।" সূরা আশ্-শূরা: ২৫

"কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আর (হে রাসূল!) নিজের (এবং সকল মুসলিম নর-নারীর ভুল-ত্রুটির) জন্য (আর অপরাধ থেকে মুক্ত ও সুরক্ষিত থাকার উদ্দেশ্যে) আল্লাহর নিকট মার্জনা ভিক্ষা কর। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা ও তোমাদের ঠিকানা ভালোভাবেই জানেন।" সূরা মুহাম্মদ: ১৯

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা (তাওবা নাসূহা[৩২])। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ আমাদের দোষত্রুটিসমূহ দূর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেটি এমন দিন যেদিন আল্লাহ তার নবী এবং নবীর সঙ্গী ঈমানদারদের লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডানদিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের 'নূর' পূর্ণাঙ্গ করে দাও, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সব কিছু করতে সক্ষম।" সূরা আত-তাহরীম: ০৮

"তোমরা প্রভুর প্রশংসা সহকারে তার তাসবীহ পাঠ কর। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি অধিক পরিমাণে তাওবা গ্রহনকারী।" সূরা আন নসর: ০৪

"আর তোমরা সকলে স্বীয় প্রভুর পানে ফিরে এসো এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও আযাব সমাগত হবার পূর্বেই। কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" সূরা আয যুমার: ৫৪

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।" সূরা আল-বুরুজ: ১০

(খ) আল হাদীস

আগার ইবনে ইয়াসার মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হে লোকেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং গুনাহ মাফ চাও। আমি দিনে একশতবার তাওবা করি। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সূর্য অস্তাচল হতে উদিত হওয়ার পূর্বে যে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। (মুসলিম)

---

[৩২] তাওবা নাসূহা করার জন্য তিনটি বিষয় পরিহার্য (ক) সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। (খ) তাওবা করার ব্যাপারে সমস্ত প্রকার সন্দেহ, সংকোচ ও ইতস্তত: ভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। (গ) তাওবা বহাল রাখার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

আবু মুসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তাওবা করে। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহামহিম আল্লাহ বলেন: আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আছি (অর্থাৎ সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি)। আর সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে আছি। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ বিশাল প্রান্তরে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তার বান্দার তাওবাতে এর চাইতেও অনেক বেশী আনন্দিত হন। (আল্লাহ আরো বলেন) যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘৎ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর যে ব্যক্তি আমার কাছে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর সে যখন হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই।

(বুখারী ও মুসলিম)

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়ার উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, তুমি বলবে–হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা! তুমি ব্যতীত আমার কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার চুক্তিতে আবদ্ধ আছি, যতদূর সম্ভব তোমার প্রতিশ্রুতির উপরে আছি। আমি যে গুনাহ করেছি তা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে যে নিয়ামত দান করেছ, তার জন্য তোমার শুকরিয়া আদায় করছি, আমার গুনাহর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ব্যতীত ক্ষমা করার আর কেহ নেই। (বুখারী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপাসক্ত এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম ঐ ব্যক্তিগণ যারা অনবরত ক্ষমা প্রার্থনা করে। (তিরমিযী)

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পায়।' (বুখারী)

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: যে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সে পাপ করে নাই। (ইবনে মাযাহ্)

৬৪. তাওবার দোয়া

হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা গ্রহণকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আমি ক্ষমা চাইছি আল্লাহ তায়ালার নিকট, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি চিরস্থায়ী, গুনাহসমূহের অসীম ক্ষমাকারী, দোষত্রুটিসমূহের অতীব গোপনকারী, এবং তাঁরই নিকট তাওবা করছি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনারই প্রশংসার সাথে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। বস্তুত: আপনি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু। (বুখারী ও মুসলিম)

হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন! তুমি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো। (তিরমিযী)

হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করুন আমার তাওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আলাহ পবিত্র; সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করি ও তাঁর কাছে তাওবা করি। (বুখারী)

৬৫. ক্ষমার অযোগ্য পাপ

(ক) আল কুরআন

"আল্লাহ্ অবশ্যই শিরককে মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য যত গুনাহই হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সে তো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গুনাহের কাজ করেছে।"

সূরা আন্ নিসা: ৪৮

"আল্লাহ্ কেবলমাত্র শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। এ ছাড়া আর যাবতীয় গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।" সূরা আন্ নিসা: ১১৬

"যেসব লোক ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে আবার কুফরী করেছে, তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে এগিয়ে যেতে থেকেছে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না এবং কখনো তাদেরকে সত্য-সঠিক পথও দেখাবেন না।" সূরা আন্ নিসা: ১৩৭

"যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, তারা সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না।"

সূরা আন্ নিসা: ১৬৭-১৬৮

"নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হলেই বা কি এসে যায়, যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে , তারা জাহান্নামেরই উপযুক্ত।" সূরা আত্ তাওবা: ১১৩

"কুফর অবলম্বনকারী, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং কুফরীসহ মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না।" সূরা মুহাম্মাদ: ৩৪

(খ) আল হাদীস

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এক মসজিদে উপস্থিত হলে সেখানে দেখেন যে মু'য়ায বিন জাবাল রাদিয়ালাহু আনহু রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর কবরের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেন কাঁদছো? মু'য়ায বললেন , আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম, এ কথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, সামান্যতম রিয়াও (অহংকার) শিরক। অর্থাৎ, কেবলমাত্র মূর্তির সামনে সিজদা করাই শিরক নয় বরং অপরকে সন্তুষ্ট করা এবং লোক দেখানো কাজও শিরক। (মিশকাত)

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে নামায পড়ল সে শিরক করলো। আর যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে রোযা রাখলো সেও শিরক করলো। (মুসনাদে আহমদ)

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জিবরাঈল (আ:) আমাকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে । তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। (মুসলিম)

৬৬. দোয়া

(ক) আল কুরআন

"হে আমাদের প্রভু! আমরা একমাত্র তোমারই' ইবাদত করি, আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" সূরা আল ফাতেহা: ০৪

"হে আমাদের রব! আমাদের এই কাজ তুমি কবুল করো। তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছুই জানো। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত (উম্মত) দল সৃষ্টি করিও। আমাদের ইবাদতের (হজ্জের) নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা্ কবুলকারী, পরম দয়ালু।" সূরা আল বাকারাহ: ১২৭-১২৮

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দাও আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।"
সূরা আল বাকারাহ: ২০১

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের ধৈর্য দান করুন, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করুন এবং এ কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয়ী করুন।" সূরা আল বাকারাহ: ২৫০

"হে আমাদের রব! আমাদের উপর সেই ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ বোঝা আমাদের পূর্ববর্তী জাতির প্রতি চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। আমাদের প্রতি কোমল হও,আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক।" সূরা আল বাকারাহ: ২৮৬

"হে আমাদের রব! একবার যখন তুমি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছো, তখন আর তুমি আমাদের মনকে বাঁকা করে দিও না। একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো। কেননা যাবতীয় দয়ার মালিক তুমিই।"সূরা আলে ইমরান:০৮

"হে আমাদের মালিক! আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, এরপর আমাদের থেকে যেসব গুনাহ-খাতা হয়ে যায় তা তুমি ক্ষমা করে দাও। এবং শেষ বিচারের দিনে তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো।" সূরা আলে ইমরান: ১৬

"হে আমার রব! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।" সূরা আলে ইমরান: ৩৮

"হে আমাদের রব! তুমি যা কিছু নাযিল করেছো আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসুলের কথাও মেনে নিয়েছি। সুতরাং, তুমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদের লিখে দাও।" সূরা আলে ইমরান: ৫৩

"হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা করে দাও, এবং বাতিলের মোকাবেলায় তুমি আমাদের কদম মজবুত রাখো, সত্য ও মিথ্যার সাথে যুদ্ধে কাফিরদের উপর তুমি আমাদের বিজয় দাও।" সূরা আলে ইমরান: ১৪৭

"হে প্রভু! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো। তুমি যাকে জাহান্নামে ফেলে দিয়েছো, তাকে আসলে বড়ই লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং

এহেন যালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না। হে আমাদের মালিক! একজন আহবানকারীর আহবান শুনেছিলাম। তিনি ঈমানের দিকে আহবান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা নিজেদের রবকে মেনে নাও। আমরা তার আহবান গ্রহণ করেছি। কাজেই, হে প্রভু! আমরা যেসব গুনাহ করেছি তা মাফ করে দাও। আমাদের মধ্যে যেসব অসৎবৃত্তি আছে সেগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের শেষ পরিণতি দান করো। হে আমাদের রব! তোমার রসূলদের মাধ্যমে তুমি যে সব ওয়াদা করেছো আমাদের সাথে, সেগুলো পূর্ণ করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছনার গর্তে ফেলে দিয়ো না। নিঃসন্দেহে তুমি ওয়াদা খেলাফকারী নও।" সূরা আলে ইমরান: ১৯২-১৯৪

"হে আমাদের মালিক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের নাম সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের দলে লিখে দাও।" সূরা আল্ মায়েদাহ: ৮৩

"হে আমাদের রব ! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি রহম না করো তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" সূরা আল্ আরাফ: ২৩

"হে আমাদের মালিক, কঠিন পরীক্ষায় তুমি আমাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং সর্বশেষে তোমার অনুগত বান্দা হিসেবে আমাদের মৃত্যু দিয়ো।"

সুরা আল্ আরাফ: ১২৬

"আমরা আলাহ্রই ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব ! আমাদেরকে যালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না। এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।" সূরা ইউনুস: ৮৫-৮৬

"হে আমার মালিক! যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার উপর দয়া না কর তাহলে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবো।"

সূরা হুদ: ৪৭

"হে আকাশ ও জমিনের স্রষ্টা! তুমিই আমার একমাত্র সহায়, দুনিয়া ও আখেরাতে; আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও এবং পূণ্যবানদের অন্তরর্ভুক্ত রেখো।"

সূরা ইউসুফ: ১০১

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করো এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও (সালাত কায়েমকারী করিও)। হে আমার প্রতিপালক! আমার দু'আ কবুল করো। হে আমাদের পালনকর্তা! যে দিন হিসাব হবে সে দিন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং সব মু'মিনদের ক্ষমা করিও।"

সূরা ইব্রাহিম: ৪০-৪১

"হে আল্লাহ! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো। এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" সূরা বনী ইসরাঈল: ৮০

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমার মাতা-পিতা উভয়ের প্রতি রহম করুন যেমন তাঁরা আমাদেরকে শৈশবে অতি মমতার সাথে প্রতিপালন করেছেন।" সূরা বনী ইসরাঈল: ২৪

"হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কথা সহজ করে দাও। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" সূরা ত্বহা: ২৫-২৮

"(হে রব!) তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তুমি মহান পবিত্র! আমি সীমালঙ্ঘনকারী।" সূরা আল আম্বিয়া: ৮৭

"হে আমাদের মালিক ! আমরা তোমার উপর ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের দোষত্রুটিসমূহ মাফ করে দাও। তুমি আমাদের উপর দয়া কর, তুমি হচ্ছো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দয়ালু।" সূরা আল মু'মিনূন: ১০৯

"হে মুহাম্মদ (সা:) বলো, হে আমাদের রব ! ক্ষমা করো ও করুণা করো এবং তুমি সকল করুণাকারীদের চাইতে বড় করুণাশীল।" সূরা আল মু'মিনূন: ১১৮

"হে আমাদের মালিক ! তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূরে রেখো, কেননা তার আযাব হচ্ছে নিশ্চিত বিনাশ।" সূরা আল ফুরকান: ৬৫

"আয় আল্লাহ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের চোখ জুড়ানো বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আর্দশস্বরূপ করো।" সূরা আল ফুরকান: ৭৪

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল করো। আর আমাকে পরবর্তীদের জন্য সত্যভাষী করো এবং নি'য়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করো, আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অর্ন্তগত। হে আমার মালিক! আমাকে সে দিন অপমানিত করো না যে দিন মানুষদের পুনরায় জীবন দেয়া হবে। সে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, সে দিন উপকৃত হবে কেবল সেই যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।" সূরা আশ শোআরা: ৮৩-৮৯

"হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে এদের কুকর্ম থেকে মুক্তি দাও।" সূরা আশ শোআরা: ১৬৯

"হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি করেছো এবং সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।" সূরা আন নাম্‌ল: ১৯

"হে আমার রব! আমি নিজের ওপর যুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" সূরা আল কাসাস: ১৬

"হে আমার মালিক! আমাকে তুমি একজন নেক সন্তান দান কর।" সূরা আস্ সা-ফফা: ১০০

"হে আমাদের মালিক! তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর উপর ছেয়ে আছো, সুতরাং সে সব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে এবং যারা তোমার দ্বীনের পথে চলে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাচাঁও। সূরা আল মুমিন: ০৭

"হে আমাদের মালিক! তুমি সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো, তাদের মাতা-পিতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদেরও, নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"
সূরা আল মুমিন: ০৮

"হে আমার মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের আগে যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকেও মাফ করে দাও। এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোন রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের মালিক! তুমি অতিশয় মেহেরবান ও পরম দয়ালু।" সূরা আল্ হাশর: ১০

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিও না। হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।" সূরা আল মুমতাহিনা: ০৫

"হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের ঈমানের জ্যোতিকে জান্নাতের জ্যোতি দিয়ে তুমি পূর্ণ করে দাও। তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। অবশ্যই তুমি সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।" সূরা আত্ তাহরিম: ০৮

(খ) আল-হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল দোয়া করতেন সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো:

"হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি, অনেক যুলুম। আর তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। কাজেই তুমি আমাকে মাফ কর, মাফ কর তোমার কাছ থেকে আর আমার ওপর রহম কর। অবশ্যি তুমি ক্ষমাকারী ও দয়ালু।" (বুখারী ও মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি হিদায়াত, তাকওয়া, সচ্চরিত্রতা ও দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা।" (মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো, আমার প্রতি করুণা করো, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে নিরাপত্তা দান করো, আমাকে রিযিক দান করো।" (মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা ও উদ্বেগ হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, ভীরুতা ও কৃপণতা হতে আর আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও কর্জ গ্রহণ হতে এবং ঋণের গুরুভার ও জনগণের অপপ্রভাব হতে।" (মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের অপারগতা এবং কৃপণতার লা'নত হতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাকওয়া পরহেযগারী আর কলুষমুক্ত কর আমার অন্তরকে, তুমি সবচাইতে ভাল পাক পবিত্রকারী। তুমিই উহার ওলী এবং মালিক মুখতার।"

(মুসলিম)

"হে আল্লাহ! তোমারই আনুগত্য বরণ করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হয়েছি আর তোমারই জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই এবং তোমারি দিকে আমি ফয়সালা করেছি। কাজেই আমার পূর্বের ও পরের গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই সামনে বাড়িয়ে দাও ও তুমিই পেছনে ঠেলে দাও। তুমি ভিন্ন কোন ইলাহ নাই, তুমি এমন চিরঞ্জীব যার কখনও মৃত্যু নাই- অপরপক্ষে সমুদয় জ্বীন এবং মানবকুল মরণশীল।"

(বুখারী ও মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে খারাপ আখলাক, খারাপ আমল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে।" (তিরমিযী)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি ধবল রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দূর্ভাগ্য হতে, এবং সমস্ত দূরারোগ্য জটিল ব্যাধি হতে।" (আবু দাউদ)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আকাঙ্খী যার প্রার্থনা জানিয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আর আমি সেই অকল্যাণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি যে অকল্যাণ হতে তোমার নিকট পানাহ চেয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম।" (তিরমিযী)

"হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অজ্ঞতা, আমার কাজ কর্মে আমার সীমালংঘন এবং আমার তরফ হতে সংঘটিত সে সব অপরাধ যা তুমি আমার অপেক্ষা অধিক অবহিত রয়েছো। হে আল্লাহ! মাফ করে দাও আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রকৃত অপরাধ, আমার হাসি-তামাশায় কৃত পাপ, আমার ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার তরফ হতে কৃত সমস্ত পাপাচার।" (বুখারী ও মুসলিম)

"হে আল্লাহ! তুমি সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আমরা সর্বদা তোমার প্রশংসা করি। তোমার নামের বরকত অনেক বেশি এবং তোমার সম্মান ও মর্যাদা অনেক উঁচু। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।" (বুখারী)

"হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সালাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম) এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম) এর বংশধরগণের প্রতি যেমন তুমি শান্তি বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহিম (আ:) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ! তুমি বরকত সমৃদ্ধ কর মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামকে এবং তাঁর বংশধরদেরকে যেমন বরকত সমৃদ্ধ করেছিলে তুমি ইবরাহীম (আ:)কে এবং তার বংশধরদেরকে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন।" (বুখারী ও মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত ও সোজা পথের সন্ধান চাই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা কিছু আমল করেছি ও যা কিছু আমি আমল করিনি তার অনিষ্টকারিতা থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামত খতম হওয়া থেকে , তোমার নিরাপত্তার পরিবর্তন, তোমার আকস্মিক আযাব ও তোমার সমস্ত তস্তুষ্টি থেকে।" (মুসলিম)

৬৭. মু'মিনদের জান্নাত

(ক) আল কুরআন

"আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশেধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই জান্নাতের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য , তারা বলে উঠবেঃ এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো।তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিএ স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।" সূরা আল বাকারাহ: ২৫

"বল (হে নবী), আমি কি তোমাদেরকে বলব, এগুলো অপেক্ষা উত্তম জিনিস কি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জন্য খোদার কাছে জান্নাত রয়েছে, যার পাদদেশে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, পাক পবিত্র স্ত্রীগণ হবে তাদের সংগী। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।" সূরা আলে ইমরান: ১৫

"আর তোমরা দৌড়ে চল সেই পথে যে পথ যাচ্ছে তোমাদের প্রভু পরোয়ারদেগারের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে- যার প্রশস্ততা হচ্ছে যমীন এবং সমস্ত আসমানের ন্যায়। আর যা তৈরী করে রাখা হয়েছে সেই সকল মুত্তাকীদের জন্য, যারা তাদের সম্পদ

ব্যয় করে সুখে-দু:খে সর্ব অবস্থায়, যারা গোস্বা হজম করে এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয় । আল্লাহ এই সকল লোকদের ভালবাসেন ।" সূরা আলে ইমরান: ১৩৩-১৩৪

"আলাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন জান্নাত দান করবেন যার পাদদেশে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে । এসব চির সুবজ জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা আলাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে । এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য ।"
সূরা আত তাওবা: ৭২

"মুত্তাকীরা জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে থাকবে । তাদেরকে বলা হবে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে এর মধ্যে প্রবেশ করো । আমি তাদের অন্তরের যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে তাদেরকে নিষ্কলুষ করে দেব । অত:পর তারা পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি সাজানো আসনসমূহে বসবে । তারা সেখানে কোন রোগ-শোক ও দু:খ-বেদনার সম্মুখীন হবে না । সেখানে থেকে তারা কখনও বহিস্কৃত হবে না ।"
সূরা আল হিজর: ৪৫-৪৮

"জান্নাতে তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চাবে তা-ই দেয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা চাবে তা-ই পাবে ।" সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: ৩১

"সেই দিনটি (কিয়ামতের দিন) যখন আসবে, তখন মুত্তাকীগণ ছাড়া অপর সব বন্ধুরা পরস্পরের দুশমন হয়ে যাবে । যারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দা হয়েছিল তাদেরকে সেদিন সম্বোধন করে বলা হবে: হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই; তোমাদের কোন দুশ্চিন্তায়ও আজ পড়তে হবে না । তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর । তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে । তাদের সামনে পানপাত্র ও সোনার থালা থাকবে এবং মনভোলানো ও চোখ জুড়ানো জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে । তাদেরকে বলা হবে, এখন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে । তোমরা পৃথিবীতে যেসব ভাল কাজ করেছিলে তার বিনিময়ে তোমরা এই বেহেশতের উত্তরাধিকারী হয়েছ । তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফলমূল রয়েছে । এগুলো তোমরা খাবে ।" সূরা আয যুখরুফ: ৬৭-৭৩

"খোদাভীরু লোকেরা নিরাপদ স্থানে থাকবে । বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে পাতলা ও মোটা রেশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায় সামনা সামনি আসনে বসবে । এ হবে তাদের অবস্থা । আর আমি সুন্দরী হরিণ নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী করে দেব । সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্তায় সব রকমের সুস্বাদু জিনিসসমূহ চেয়ে নেবে । সেখানে কখনো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না । দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাদের হয়েছে, তা হয়েই গেছে । আল্লাহ তার অনুগ্রহে তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন । বস্তুতঃ এটা আল্লাহর একটা বিরাট মেহেরবানী এবং সবচেয়ে বড় সাফল্য ।" সূরা আদ দুখান: ৫১-৫৭

"মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার মধ্যে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির নহর বইতে থাকবে । এমন দুধের নহর বইতে যার স্বাদে সামান্য কোন পরিবর্তন বা বিকৃতিও আসবে না, শরাবের এমন নহর বইতে থাকবে

পানকারীদের জন্য যা হবে অতীব সুস্বাদু এবং বইতে থাকবে স্বচ্ছ মধুর নহর। এ ছাড়াও তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা।" সূরা মুহাম্মদ: ১৫

"নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থাকবে। উচ্চ আসনে আসীন হয়ে দৃশাবলী দর্শন করতে থাকবে। তাদের চেহারায় তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করবে। তাদেরকে উৎকৃষ্ট সিপি আঁটা পানীয় পরিবেশন করা হবে। তার উপর মিশকের সীল লাগানো থাকবে। যে সব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে চায়, তারা এ জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। এই পানীয় হবে তাসনীম মিশ্রিত। এটি একটি ঝর্ণা, নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিরাই এ পানীয় পান করবে।" সূরা মুতাফ্ফিফীন: ২২-২৮

(খ) আল-হাদীস

জাবির আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের খাবার এবং পানীয় বস্তু পান করবে। কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না, তাদের নাকে শিকনি বা ময়লা জমবে না এবং তারা পেশাবও করবে না। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্য হজম হয়ে মিশকের সুগন্ধির মত বেরিয়ে যাবে। শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের মতই তারা তাসবীহ ও তাকবীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সর্ব প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল হবে। এর পর যারা প্রবেশ করবে তাদের চেহারা ঝিকমিক করা তারকার মত আলোকিত হবে। তাদেরকে পেশাব পায়খানা করতে হবে না, মুখে থু থু আসবে না, আর নাকে ময়লা হবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিশকের মত সুগন্ধ। তাদের ধুপদানী সুগন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। আয়তলোচনা হুর হবে তাদের স্ত্রী। তাদের দৈহিক গঠন হবে একই ধরণের। শারীরিক অভ্যাস একই রকম হবে। উচ্চতায় তারা তাদের আদি পিতা আদম (আ:)-এর মত ষাট হাত লম্বা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বেহেশতের মধ্যে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য একক একটি ফাঁপা মুক্তার তৈরী তাবু থাকবে। তার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। ঈমানদার ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা এর মধ্যে বসবাস করবে। মুমিন ব্যক্তি তাদের সবার সাথে সাক্ষাত করবে। কিন্তু তারা কেউ কারো কারো সাক্ষাত পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু সা'ইদ ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, (হে জান্নাতবাসীগণ), তোমরা চিরকাল

সুস্থ থাকবে আর কখনও অসুস্থ হবে না; তোমরা চিরকাল যুবক থাকবে কখনও বৃদ্ধ হবে না, কখনও দু:খ কষ্ট পাবে না। (মুসলিম)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন: তোমরা এখন চাঁদকে যেভাবে দেখছ, অচিরেই তোমাদের প্রভুকেও স্বচক্ষে সেভাবে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শনে তোমরা কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা অনুভব করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জিবরাঈল (আঃ) এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে। আবু যার বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে চুরি এবং ব্যাভিচার করে তবুও কি (জান্নাত লাভ করবে)? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যদি সে চুরি করে ও ব্যভিচার করে তবুও জান্নাত লাভ করবে। (বুখারী)

৬৮. দোযখ

(ক) আল কুরআন

"তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, তবে কয়েক দিনের শাস্তি হলেও হয়ে যেতে পারে। এদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অংগীকার নিয়েছো, যার বিরুদ্ধাচরণ তিনি করতে পারেন না? অথবা তোমরা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে এমন কথা বলছো যে কথা তিনি নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়েছেন বলে তোমাদের জানা নেই ? আচ্ছা জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না কেন? যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং পাপের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে চিরকাল।" সূরা আল বাকারাহ: ৮০-৮১

"যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবতার লানত। এই লানতবিদ্ধ অবস্থায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না এবং তাদের অন্য কোন অবকাশও দেয়া হবে না।" সূরা আল বাকারাহ: ১৬১-১৬২

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, তাকে আল্লাহ আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি।" সূরা আন্ নিসা: ১৮

"ভালভাবে জেনে নাও, যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত যদি তাদের অধিকারে থাকে এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণও যুক্ত হয়। আর তারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সেগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়, তাহলেও তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না। তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবেই। তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তা তারা পারবে না । তাদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে।" সূরা আল মা-য়েদাহ: ৩৬-৩৭

"যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হবে, এবং তদ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে, ইহাই (সে সম্পদ) যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে সুতরাং, তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।" সূরা আত্ তাওবা: ৩৫

"এ জাহান্নাম সাতটি দরজা বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।" সূরা আল হিজর: ৪৪

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জাহান্নাম অতিক্রম করবে না। এতো একটা স্থিরীকৃত ব্যাপার, যা সম্পন্ন করা তোমার রবের দায়িত্ব। তারপর যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো এবং যালেমদেরকে তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেবো।" সূরা মরিয়ম: ৭১-৭২

"প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাজির হবে তার জন্য আছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে না জীবিত থাকবে , না মরবে।" সূরা ত্বা-হা: ৭৪

"আর অপরাধীরা তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। তাদের আযাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় পড়ে থাকবে । আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।"
সূরা আয্ যুখরুফ: ৭৪-৭৬

"পরিস্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক। আমি (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্য একটি আগুন তৈরী করে রেখেছি যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে। সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং জঘন্য আবাস।" সূরা আল কাহ্ফ: ২৯

"আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের অস্তিত্ব খতম করে দেয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে এবং না তাদের জাহান্নামের আযাব কিছু কমানো হবে। এভাবে আমি প্রত্যেক কুফরীকারীকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" সূরা ফাতির: ৩৬

"আসলে জাহান্নাম একটি ফাঁদ। বিদ্রোহীদের। আবাস। সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে। সেখানে তারা গরম পানি ও ক্ষতঝরা ছাড়া কোন রকম ঠান্ডা এবং পানযোগ্য কোন জিনিসের স্বাদই পাবে না। (তাদের কার্যকলাপের) পূর্ণ প্রতিফল। তারা কোন হিসেব-নিকেশের আশা করতো না। আমার আয়াতগুলোকে তারা একেবারেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম। এখন মজা বুঝ, আমি তোমাদেও জন্য আযাব ছাড়া কোন জিনিসে আর কিছুই বাড়াবো না।" সূরা আন নাবা ২১-৩০

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের (এই দুনিয়ার) অগ্নি দোযখের অগ্নির ৭০ অংশের এক অংশ। জিজ্ঞাসা করা হল: ইহা যথেষ্ট ? তিনি বললেন: ইহা দুনিয়ার অগ্নি হতে ৬৯ গুণ বেশী. প্রত্যেক গুণ দুনিয়ার (অগ্নির) তাপের ন্যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দুর্ভাগা ব্যতীত অন্য কেউ দোযাখে প্রবেশ করবে না। প্রশ্ন করা হল: দুর্ভাগা কে ? তিনি বললেন: যে আল্লাহর কাজ করে নাই এবং আলাহর জন্য পাপ কাজ ত্যাগ করে নাই। (ইবনে মাযাহ্)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : উত্তপ্ত পানি তার মাথায় ঢেলে দেয়া হবে এক্ষং যা তার উদর পর্যন্ত পৌছবে; তার উদরে যা থাকবে তাকে খন্ড-বিখন্ড করে দেবে এবং পদদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে তা বাহির হবে। অতঃপর সে পূর্বে যেরূপ ছিল তদ্রূপ হবে। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবত তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অত:পর তাকে আরও হাজার বছর যাবত তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা শ্বেত বর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায় আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত অগ্নি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (তিরমিযী)

৬৯. কুরআন ঐশীগ্রন্থ

(ক) আল কুরআন

" আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা–এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো–এক আল্লাহ ছাড়া আর যার যার চাও তার সাহায্য নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজটি করে দেখাও।" সূরা আল বাকারাহ: ২৩

"আর এ কুরআন আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করা যায় না । বরং এ হচ্ছে যা কিছু আগে এসেছিল তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বিশ্ব-জাহানের অধিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে। তারা কি একথা বলে যে, পয়গম্বর নিজেই এটি রচনা করেছে ? বলো, তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পারো সাহায্যের জন্য ডেকে নাও।" সূরা ইউনুস: ৩৭-৩৮

"এরা কি বলছে, নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছে ? বলো, ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদেরে আর যেসব মাবুদ আছে তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারলে ডেকে নাও, যদি তোমরা (তোমাদের মাবুদ মনে করার ব্যাপার) সাচ্চা হয়ে থাকো। সূরা হুদ: ১৩

"নিশ্চয়ই কুরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি। আর অবশ্যই আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" সূরা আল হিজ্‌র: ০৯

"বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোন একটি জিনিষ আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা অনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।" সূরা বনী ইস্‌রাইল: ৮৮

"হে নবী, এ অহীকে দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহবা দ্রুত সঞ্চলন করো না। তা মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব। তাই আমি যখন (জিব্রাঈলের জবানে) তা পড়ি তখন এর পড়া মনযোগ দিয়ে শুনবে। অতপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।" সূরা আল কিয়ামহ: ১৬-১৯

(খ) আল হাদীস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :এমন কোন নবী ছিলেন না যাকে মুজিজা দেয়া হয়নি, যা দেখে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী (কুরআন) যা আল্লাহ আমার কাছে নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা সর্বাধিক হবে। (বুখারী)

৭০. আল্লাহর গযব[৩৩]

"ফেরাউনের লোকদেরকে আমি কয়েক বছর পর্যন্ত **দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানিতে** আক্রান্ত করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তাদের চেতনা ফিরে আসবে।" সূরা আল আ'রাফ: ১৩০

"আর মুসা (তার সাথে) আমার নির্ধারিত সময়ে হাজির হবার জন্য নিজের জাতির সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করলো। যখন তারা একটি ভয়াবহ **ভূমিকম্পে** আক্রান্ত হলো তখন মুসা বললো: "হে প্রভু! তুমি চাইলে আগেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্য থেকে কিছু নির্বোধ লোক যে অপরাধ করেছিল সে জন্য কি তুমি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে? এটি তো ছিল তোমার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা, এর মাধ্যমে তুমি যাকে চাও পথভ্রষ্ট করো আবার যাকে চাও হেদায়েত দান করো। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ট।" সূরা আল আ'রাফ: ১৫৫

"কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালেম ছিল তারা তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তিত করে ফেললো। এর ফলে তাদের জুলুমের বদলায় আকাশ থেকে তাদের প্রতি **আযাব** পাঠিয়ে দিলাম।" সূরা আল আ'রাফ: ১৬২

"ফেরাউনের লোকজন ও তাদের আগের জাতিদের সাথে যা কিছু ঘটেছে এ রীতি অনুযায়ীই ঘটেছে। তারা নিজেদের রবের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাদের গুনাহের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের লোক-লস্করকে **ডুবিয়ে** দিয়েছি। এরা সবাই ছিল জালেম।" সূরা আল আনফাল: ৫৪

"পিছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলো এবং তৎক্ষনাত সমুদ্র তাদের উপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল। ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কোন সঠিক পথ দেখায়নি।" সূরা ত্ব-হা: ৭৮-৭৯

"শেষ পর্যন্ত তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদেরকে **ধ্বংস** করে দিলাম। নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে আছে একটি নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।" সূরা আশ্ শু'আরা: ১৩৯

"সালেহ বললো, "এ উটনীটি রইলো। এর পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রইলো। একে কখনো পীড়ন করো না, অন্যথায় একটি মহা দিবসের আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।" তারা তার পায়ের গিঁঠের রগ কেটে দিল এবং

---

[৩৩]আমরা যাকে দুর্যোগ-বিপর্যয় বলে থাকি আল কুরআনের ভাষায় তাই **গযব**। বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের মধ্যে বন্যা, ঘুর্ণিঝড় (আধুনিককালে সাইক্লোন ,টর্নেডো, টাইফুন, হারিকেন, সুনামী, নার্গিস, স্যন্ডি, নিলম প্রভৃতি), জলোচ্ছাস, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত, পঙ্গপাল, দূর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাত, যদ্ধু, গৃহযুদ্ধ এবং অত্যাচারী শাসকের নিপীড়ন-নির্যাতন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল বিপর্যয় মহান আল্লাহপাক মানুষকে শাস্তি দেওয়া এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করে থাকেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপথগামী জনপদ বা জাতিকে শাস্তি দিয়ে হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনা।

শেষে অনুতপ্ত হতে থাকলো। **আযাব** তাদেরকে গ্রাস করলো। নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে আছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মান্যকারী নয়।"

সূরা আশ্ শু'আরা: ১৫৫-১৫৮

"সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোন সত্য ছাড়াই নিজেদের **শ্রেষ্ঠত্বের** অহংকার করলো এবং মনে করলো তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং **সাগরে নিক্ষেপ** করলাম।"

সূরা আল কাসাস: ৪০

"শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে **ভূগর্ভে পুতে** ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোন দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজকে সাহায্য করতে পারলো না।" সূরা আল কাসাস: ৮১

"মানুষের কৃতকর্মেও দরুন **জলে-স্থলে বিপর্যয়** দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত হবে।"

সূরা আর রুম: ৪১

"অত:পর তারা অবাধ্যতা করল, ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম **প্রবল বন্যা**। আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় **তিক্ত ও বিস্বাদ** ফল এবং ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুল। ।এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমি তাদেরকে দিয়েছি এবং অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে আমি এহেন প্রতিদান দেই না।" সূরা সাবা: ১৬-১৭

"শেষ পর্যন্ত তারা ঐ ঈমানদারের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। আর ফেরাউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে। দোযখের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের **কঠিন আযাবে** নিক্ষেপ করো।" সূরা আল মু'মিন: ৪৫-৪৬

"অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, তাদের সবাইকে **একসাথে ডুবিয়ে মারলাম** এবং পরবর্তীদের জন্য অগ্রবতী ও **শিক্ষণীয় উদাহরণ** বানিয়ে দিলাম।"

সূরা আয্ যুখরুফ: ৫৫-৫৬

"এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম এবং তাদেও পূর্ববতী লোকেরা? আমি তাদের **ধ্বংস** করেছিলাম। কারণ তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিল।" সূরা আল দুখান: ৩৭

"পরে যখন তারা সেই আযাবকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো, বলতে শুরু করলো: এই তো মেঘ, আমাদের 'ওপর প্রচুর বারিবর্ষণ করবে-না', এটা বরং জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস, যার মধ্যে কষ্টদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে। তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংসকরে ফেলবে। অবশেষে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া

সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।" সূরা আল আহক্বাফ: ২৪-২৫

"অবশেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সবাইকে **সমুদ্রে নিক্ষেপ** করলাম। আর সে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হলো।" সূরা আয যারিয়াত: ৪০

"আমি ইতিপূর্বে নূহের কওমকে **ধ্বংস** করেছিলাম। কারণ তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।" সূরা আয যারিয়াত: ৪৬

"আর একথাও যে, তিনিই প্রথম আদকে ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করেছেন যে, কাউকে অবশিষ্ট রাখেননি। তাদের পূর্বে তিনি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা আসলেই বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য লোক ছিল। তিনি উল্টে দেয়া জনপদকেও উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছেন।"

৭১. বিবিধ আয়াত

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সঠিক বিষয়কে ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।" সূরা আল বাকারাহ: ২৫৬

"এবং যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ভুলবশতঃ হত্যা করে তার কাফফারা হলো এই যে, একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করে দেবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করবে।" সূরা আন্ নিসা: ৯২

" আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"
সূরা আল আহআব: ২১

"তিরস্কারের উপযুক্ততো তারা যারা অন্যদের ওপর জুলূম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে।এসব লোকের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। সূরা আশ শূরা: ৪২

"হে মুমিন সমাজ! যখন কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন গুরুতর সংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করে তখন তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখ।" সূরা আল হুজুরাত: ০৬

" হে নবী! নি:সন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।" সূরা আল কলম:০৪

"আর হে নবী! (বলে দাও, আমাকে অহীর মাধ্যমে এও জানানো হয়েছে যে) লোকেরা যদি সঠিক পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে আমি তাদের প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম যাতে এ নিয়ামতের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারি। আর যারা প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তিনি তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন।" সূরা আল জিন: ১৬-১৭

গ্রন্থপঞ্জী

১. *তাফহীমুল কুরআন*- সাইয়েদ আবু আ'লা মওদুদী, অনুবাদঃ আব্দুল মান্নান তালিব, সম্পাদনাঃ আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮ ।

২. **কোরআন শরিফ**-অনুবাদঃ আলী হায়দার , ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা-১, ১৯৬৭ ।

৩. **ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম**- মুহাম্মদ কুতুব, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫ ।

৪. **কবরের প্রথম রজনী**- সম্পাদনাঃ জাকির হোসাইন আজাদী, সত্যকথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯ ।

৫. **সালসাতুল উসূল ও আদিলাতুহা**- আল্লামা শায়খ বিন আব্দুল ওয়াহ্ব, অনুবাদঃ আবদুল মতীন সালাফী, প্রকাশনায়ঃ ইসলামী দাওয়াত, ইরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৯৯৫ ।

৬. **রিয়াদুস সালেহীন**- সম্পাদনাঃ আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২ ।

৭. **বুখারী শরীফ** । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১ ।